NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ এবার নির্দ্বিধায় সঙ্ঘের কার্যক্রম যাদবপুরে

পাঠ্যবইয়ে সিঙ্গুর বিতর্ক, প্রকল্প পর্যালোচনার দাবি শিক্ষক সংগঠনের ৩

কলকাতা ১৪ মে ২০২৬ ৩০ বৈশাখ ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ৩৩১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 14.05.2026, Vol.19, Issue No. 331, 8 Pages, Price 3.00

প্রশাসনিক বৈঠকে কড়া বার্তা

দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করার পাশাপাশি রাজ্যের নিজস্ব আয় বাড়ানোর উপর জোর দেওয়ার নির্দেশ দিলেন তিনি।

বুধবার নবান্ন সভাঘরে বিভিন্ন দপ্তরের সচিবদের নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। নবান্ন সূত্রের খবর, বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ১৫ জন বিধায়কও।

সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নেবে বলে এদিন ফের স্পষ্ট করে দেন মুখ্যমন্ত্রী। কোনও দপ্তরে দুর্নীতিমূলক কাজ বরদাস্ত করা হবে না এবং প্রয়োজন হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি জানিয়ে দেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য-সহ গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলির কাজ তিনি নিজে খতিয়ে দেখবেন বলেও বৈঠকে জানান শুভেন্দু।

উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রেও দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী সোমবার থেকে স্নাতক স্তরে অনলাইন ভর্তি প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা এবং শিক্ষা দপ্তরকে কার্যকরভাবে পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্বপন দাশগুপ্তকে বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করতেও নতুন উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। সদ্য নির্বাচিত চিকিৎসক বিধায়কদের স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিশেষ করে সরকারি হাসপাতালে রোগী পরিষেবা আরও উন্নত করতে তাঁরা সক্রিয় ভূমিকা নেবেন বলে জানা গিয়েছে।

টলিউডের কাজের পরিবেশ স্বাভাবিক ও সক্রিয় করে তুলতেও উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত বিধায়কদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই কাজের। সেই তালিকায় রয়েছেন রুদ্রনীল ঘোষ, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, পাপিয়া অধিকারী এবং হিরণ চট্টোপাধ্যায়।

এদিন সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে বৈঠকে। বিএসএফের নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরিকাঠামোর জন্য প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তরের বিষয়টি দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নন্দিনী চক্রবর্তীকে। একই সঙ্গে অর্থ দপ্তরকে পূর্ণাঙ্গ বাজেট তৈরির প্রস্তুতি অবিলম্বে শুরু করার নির্দেশও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসনিক মহলের মতে, নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই দ্রুত গতিতে প্রশাসনিক পুনর্গঠন ও নজরদারির পথে হাঁটছে।

আর নয় 'রক্ষাকবচ', সিবিআইকে ছাড়পত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারে এসেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া অবস্থানের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি জানালেন, আগের সরকারের আমলে যেসব দুর্নীতিগ্রস্ত আমলা ও আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া আটকে রাখা হয়েছিল, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা রাখা হবে না। ইতিমধ্যেই সিবিআই তদন্তে প্রয়োজনীয় 'স্যাংশন' বা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

শুভেন্দুর অভিযোগ, বিদায়ী সরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে দুর্নীতিতে অভিযুক্ত আধিকারিকদের রক্ষা করছিল। তাঁর কথায়, 'যে সমস্ত আধিকারিকরা দুর্নীতিগ্রস্ত, তাঁদের বিরুদ্ধে সিবিআই বা আদালত নিযুক্ত তদন্তকারী সংস্থার চার্জশিট দাখিল, শাস্তি বা বিচারপ্রক্রিয়ার জন্য সরকারি স্যাংশন প্রয়োজন হয়। বিদায়ী সরকার সেই স্যাংশন আটকে রেখেছিল দুর্নীতিগ্রস্ত আমলা ও আধিকারিকদের বাঁচানোর জন্য।'

মুখ্যমন্ত্রী জানান, মঙ্গলবারই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মামলায় তদন্ত এগোনোর জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি এবং সমবায় দপ্তর সংক্রান্ত মামলায় আদালতের নির্দেশে যে তদন্ত চলছিল, তা এতদিন আটকে ছিল বলে দাবি তাঁর। 'আজ আমরা সিবিআই-কে স্যাংশন দিয়ে দিয়েছি। অর্ডার বেরিয়ে গিয়েছে,' বলেন শুভেন্দু।

নতুন সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁদের নীতি হবে 'জিরো টলারেন্স'। প্রশাসনিক মহলের মতে, ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিজেপি সরকার আগের সরকারের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগগুলিকে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ভাবে সামনে আনতে চাইছে। মঙ্গলবারের এই ঘোষণা সেই কৌশলেরই গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করা হচ্ছে।

একই দিনে তিলজলার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড নিয়েও কড়া অবস্থান নেন মুখ্যমন্ত্রী। চামড়ার কারখানায় আগুন লেগে দুই জনের মৃত্যু এবং তিন জন গুরুতর জখম হওয়ার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে শুভেন্দু জানান, সংশ্লিষ্ট কারখানাটি পুরোপুরি বেআইনি ভাবে চলছিল।

তিলজলায় বুলডোজার, ভবানীপুরে জনজোয়ার

অবৈধ নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিলজলার ছাই ঠান্ডা হওয়ার আগেই বেআইনি কারখানার মাথায় নেমে এল প্রশাসনের খাঁড়া। বুধবার নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী হুঁশিয়ারি দেন, অনুমোদিত নকশা না থাকলে একদিনেই গুঁড়িয়ে যাবে কাঠামো, কাটা পড়বে বিদ্যুৎ-জলের নল।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কড়া বার্তার পরই তিলজলা এলাকায় নামে বুলডোজার। এই নির্দেশ দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কেএমসি ও কেএমডিএর যৌথ উদ্যোগে তিলজলায় দু'টি বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু হয়। এলাকায় ৪-৫টি বুলডোজার দিয়ে বেআইনি নির্মাণ ভাঙা শুরু হয়। মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী।

শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অবৈধ নির্মাণের ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে বিজেপি সরকার। তিলজলায় অগ্নিকাণ্ডে দুজনের মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ১ দিনের মধ্যে অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলতে হবে। সিইএসসি-র কাছে বিদ্যুৎ সচিবের নির্দেশ পৌঁছয়, তিলজলা, কসবা, মোমিনপুর, ইকবালপুরে দ্রুত সমীক্ষা করে নকশাবিহীন কারখানার সংযোগ ছিঁড়ে দিতে হবে। পুর ও নগরোন্নয়ন সচিবকে বলা হয়েছে, কলকাতা পুরসভা ও পুলিশকে নিয়ে ২৪ ঘণ্টায় চিহ্নিত অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে। বিপজ্জনক কারখানার জলের লাইন বন্ধের ভার কেএমসি-র। মঙ্গলবার চামড়ার কারখানায় আগুন কেড়েছে দু'টি প্রাণ। তদন্তে দেখা গিয়েছে, কারখানার কোনও বৈধ ছাড়পত্রই নেই। মালিক শেখ নাসির ও শামিম আহমেদ এখন শ্রীঘরে। ঘটনার পরেই জিরো টলারেন্স নীতিতে হাঁটল নতুন সরকার।

স্থানীয়দের ক্ষোভ, নিয়ম ভেঙে দাহ্য মজুত ছিল বহুদিন। অভিযোগ জানিয়েও লাভ হয়নি। প্রাথমিক তদন্তে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থায় বড় ফাঁক মিলেছে। বৈধ অনুমতি ছিল কি না, তাও দেখছে পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে গঠিত উচ্চপর্যায়ের কমিটি বুধবার রিপোর্ট জমা দেয়। দমকল, পুলিশ, পুরসভার কর্তারা আছেন কমিটিতে।

বেআইনি কারখানা, নিরাপত্তাহীন কাজের পরিবেশ, শহরের বুকে বারবার এই ছবি। তপসিয়া ফের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল, ঘিঞ্জি বাণিজ্যিক এলাকায় প্রাণ কতটা সস্তা।

ক্ষমতায় এসেই দুর্নীতি আর বেআইনি নির্মাণে এই প্রথম বড় ধাক্কা দিল সরকার। শহরের অলিগলিতে গজিয়ে ওঠা বিপজ্জনক কারখানার জাল ছিঁড়তে নেমেছে বুলডোজার। বার্তা পরিষ্কার-কলকাতা গড়ে উঠবে, কিন্তু আইনকে পাশ কাটিয়ে নয়।

অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে তিলজলায় চলল বুলডোজার।

ভ্রম সংশোধন

১৩ মে বুধবার একদিন পত্রিকায় 'আগুনে মৃত ৫' শীর্ষক প্রতিবেদনে মৃতের সংখ্যা ২-এর জায়গায় মৃতের সংখ্যা ৫ উল্লেখ করা হয়েছিল। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

ভবানীপুরে বিজয় মিছিল মুখ্যমন্ত্রীর। ছবি: অদিতি সাহা

বিজয়মিছিলে পুষ্পবৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিবেদন: মমতার পাড়ায় শুভেন্দুর বিজয় উৎসব। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার চারদিন পর ভবানীপুরে ফের হাজির মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ঐতিহাসিক জয়ের পর নিজের কেন্দ্রের মানুষকে ধন্যবাদ জানাতে বিকেল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা, চেতলা হাট থেকে ক্যামাক স্ট্রিট পর্যন্ত বিশাল বিজয় যাত্রা করেন তিনি। বিজয় মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বহু মানুষ। কার্যত জনজোয়ারের ছবি দেখা গেল এদিন। উপস্থিত ছিলেন শুভেন্দু-সহ বিজেপির একাধিক শীর্ষ নেতা।

নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর, দুই আসনেই জিতেও ভবানীপুরকেই বেছে নিয়েছেন তিনি। বুধবার বিধানসভায় বিধায়ক হিসাবে শপথ নিয়েই সোজা জনতার দরবারে পৌঁছে যান তিনি। শঙ্খ-উলুধ্বনি, গেরুয়া আবির আর 'জয় শ্রী রাম' স্লোগানে ভরে উঠল রাস্তা। দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ভিড় ছুড়ে দেয় ফুল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তিলজলায় কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপের পরই ভবানীপুরে এই জনসংযোগ। একদিকে বুলডোজার, অন্যদিকে ফুলবৃষ্টি, নতুন সরকারের দুই মুখ। বার্তা স্পষ্ট, আইন ভাঙলে কঠোরতা, আর আস্থা রাখলে কৃতজ্ঞতা। ক্ষমতার রং বদলেছে, বদলাচ্ছে রাজনীতির ভাষাও।

নিট-কাণ্ডে বাড়ছে ধৃত, প্রশ্নপত্র বিক্রি ৩০ লক্ষে

নয়াদিল্লি, ১৩ মে: নিটের প্রশ্নপত্রের জন্য সওদা হয়েছিল ৩০ লক্ষ টাকায়। এমনই তথ্য উঠে এসেছে তদন্তকারীদের হাতে। পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে অর্থাৎ ২৬ এপ্রিল হরিয়ানার গুরুগ্রামের এক চিকিৎসকের কাছ থেকে রাজস্থানের দুই ভাই প্রশ্নপত্রের জন্য ৩০ লক্ষ টাকার সওদা করেছিলেন বলে তদন্তকারী সূত্রে খবর।

পুলিশ সূত্রে খবর, রাজস্থানের দুই ভাইকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতেরা হলেন মাঙ্গিলাল এবং দীনেশ বিওয়াল। তাঁরা জমওয়া রামগড়ের বাসিন্দা। অভিযোগ, এই দুই ভাই গুরুগ্রামের চিকিৎসকের সঙ্গে এক এজেন্ট মারফত যোগাযোগ করেছিলেন। রাজস্থানে ধৃত দুই ভাইয়ের মধ্যে এক জনের ছেলে নিটের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। গুরুগ্রামের চিকিৎসকের কাছ থেকে পাওয়া সেই প্রশ্নপত্র ছেলেকে দেন তিনি। তার পর ২৯ এপ্রিল জমওয়া রামগড় থেকে আড়াই ঘণ্টার দূরত্বে এক জায়গায় গিয়েছিলেন অভিযুক্ত দুই ভাই। সেখান থেকেই ওই প্রশ্নপত্র

টাকার বিনিময়ে বিলি করা হয়েছিল বলে তদন্তকারী সূত্রের খবর।

অন্যদিকে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে নাসিক থেকে এক আয়ুর্বেদিক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের নাম শুভম খৈরনার। তিনি ব্যাচেলর অফ আয়ুর্বেদিক মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি-র (বিএএমএস) ছাত্র। নাসিকের নন্দগাঁওয়ের বাসিন্দা শুভম। তাঁর বাবাও এক জন চিকিৎসক। মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে ১০ লক্ষ টাকায় নিটের প্রশ্নপত্র কিনে ১৫ লক্ষ টাকায় হরিয়ানায় বিক্রি করা হয়েছিল। তদন্তকারী সূত্রে এমনই দাবি করা হয়েছে।

সূত্রের খবর, নাসিক পুলিশের অপরাধদমন শাখার হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন অভিযুক্ত আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক। তাঁকে সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তদন্তকারী সূত্রের খবর, ধনঞ্জয় নামে পুণের এক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল শুভমের। অভিযোগ, দু'জনে মিলে নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস করেন। সূত্রের খবর, এই ধনঞ্জয়ের কাছ থেকেই ১০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে শুভম নিটের প্রশ্ন কিনেছিলেন বলে অভিযোগ। তার পর সেই প্রশ্ন টেলিগ্রাম অ্যাপের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ টাকায় বিক্রি করেন তিনি।

তদন্তকারী সূত্রের খবর, প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় কয়েক লক্ষ টাকার লেনদেন হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। ধনঞ্জয়ের কাছ থেকে প্রশ্ন পাওয়ার পর সেটি হরিয়ানায় চালান করে দিয়েছিলেন চিকিৎসক শুভম। তদন্তকারীরা মনে করছেন, এই গোটা ঘটনায় একটা বিশাল চক্র কাজ করছে, যা দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে ছড়িয়ে রয়েছে।

বার্ধক্যভাতা দু'হাজার, বৃদ্ধি প্রতিবন্ধী ভাতাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: বার্ধক্য ভাতার পরিমাণ বাড়িয়ে দিচ্ছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। নারী, শিশু ও সমাজ কল্যাণ দপ্তর সূত্রে খবর, বার্ধক্য ভাতা ১০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে রাজ্যে প্রতিবন্ধী ভাতাও বৃদ্ধি পাবে। তবে কবে থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। শীঘ্রই সরকারের তরফে তা ঘোষণা করা হতে পারে।

রাজ্যের নারী, শিশুকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন অগ্নিমিত্রা পল। তাঁর দপ্তরই বার্ধক্য এবং প্রতিবন্ধী ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই দুই ক্ষেত্রেই আগে মাসে ১০০০ টাকা করে দেওয়া হত। এ বার তা বাড়িয়ে ২০০০ টাকা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। সরকারের তরফে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও হয়নি। রাজ্যে বার্ধক্য ভাতা আগে থেকেই চালু ছিল। পূর্বতন সরকারের আমলে মহিলারা 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' প্রকল্পের অধীনে মাসে এক হাজার টাকা করে পেতেন। ভোটের আগে অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে করা হয় ১৫০০ টাকা। তপসিলি জাতি-জনজাতির মহিলাদের ক্ষেত্রে ভাতার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ১৭০০ টাকা। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সি মহিলারা 'লক্ষ্মীর ভান্ডার'-এর সুবিধা পাবেন। যাঁদের ৬০ বছর পেরিয়ে যাবে, তাঁরা বার্ধক্য ভাতার আওতায় চলে আসবেন। ওই একই পরিমাণ টাকা বার্ধক্য ভাতা হিসাবে পাবেন।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিতর্ক ছিল। ভোটের মুখে 'লক্ষ্মীর ভান্ডার'-এর অর্থবৃদ্ধি করা হলেও বার্ধক্য ভাতার কথা উল্লেখ করা হয়নি আলাদা করে। ওই বর্ধিত অর্থ ষাটোর্ধ্ব মহিলারা পাবেন কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এমনকি, বিজেপির তরফে রাজ্য সরকারের কাছে সেই প্রশ্নও করা হয়েছিল। সদুত্তর মেলেনি। বিধানসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। তারা ভোটের আগেই ঘোষণা করেছিল 'অন্নপূর্ণা ভান্ডার'-এর কথা। ওই প্রকল্পের অধীনে মহিলাদের মাসিক ৩০০০ টাকা করে দেওয়ার কথা বলা হয়। নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু জানান, চালু থাকা কোনও সরকারি প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়া হবে না।

ছাড়ছেন নন্দীগ্রাম, শুভেন্দু বিধায়ক ভবানীপুরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: জল্পনাই সত্যি হল। নন্দীগ্রাম বিধানসভা আসন ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ভবানীপুর কেন্দ্রের বিধায়ক হিসেবেই তিনি কাজ চালাবেন। বুধবার বিধানসভায় নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথগ্রহণ পর্বে ভবানীপুর কেন্দ্রের বিধায়ক হিসেবে শপথ নেন শুভেন্দু। প্রোটেম স্পিকার তাপস রায় তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান।

এবারের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম এবং ভবানীপুর- দু'টি কেন্দ্র থেকেই জয়ী হয়েছিলেন শুভেন্দু। সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী, দু'টি আসনের মধ্যে একটি ছাড়তেই হত তাঁকে। শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক ভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভবানীপুর কেন্দ্রকেই ধরে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। ফলে নন্দীগ্রাম আসনে উপনির্বাচন অনিবার্য হয়ে পড়ল।

রাজনৈতিক মহলে এখন জোর জল্পনা, নন্দীগ্রামে বিজেপির প্রার্থী কে হবেন। জেলা বিজেপি সূত্রে ইতিমধ্যেই একাধিক নাম ঘোরাফেরা করছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি শোনা যাচ্ছে দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক তথা শুভেন্দুর ঘনিষ্ঠ মেঘনাদ পালের নাম। যদিও এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত শাসকদলের তরফে আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু ঘোষণা করা হয়নি।

২০১৬ সাল থেকে নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। প্রথমে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে জয়ী হন তিনি। পরে দলবদল করে বিজেপিতে যোগ দেন এবং ২০২১ সালে নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করে জাতীয় স্তরেও আলোচনার কেন্দ্রে উঠে আসেন। সেই নির্বাচনের পর তাঁকে 'জায়ান্ট কিলার' তকমাও দেওয়া হয়। এবারের নির্বাচনে নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর, দু'টি কেন্দ্র থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন শুভেন্দু। নন্দীগ্রামে তিনি ৯ হাজার ৬৬৫ ভোটে জয়ী হন।

পশুহত্যা নিয়ন্ত্রণ আইন কার্যকর করতে কড়া নির্দেশিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'পশ্চিমবঙ্গ পশু হত্যা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫০' কার্যকর করতে নতুন করে কড়া নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য সরকার। স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরের তরফে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট শংসাপত্র ছাড়া কোনও গোরু, বলদ, ষাঁড়, মোষ বা বাছুর বলি দেওয়া যাবে না।

সরকারি নির্দেশে স্পষ্ট করা হয়েছে, আইন কার্যকর করার স্বার্থে প্রশাসনের অনুমোদিত প্রতিনিধি বা সরকারি পশু চিকিৎসক বলিপ্রাঙ্গণ পরিদর্শনে গেলে তাতে বাধা দেওয়া যাবে না। আইন লঙ্ঘন করলে ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড, এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ড হতে পারে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।

নবান্ন থেকে প্রকাশিত নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, শুধুমাত্র পুরসভার চেয়ারম্যান বা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং সরকারি পশু চিকিৎসক যৌথভাবে লিখিত সম্মতি দিলে সংশ্লিষ্ট পশুকে বলির উপযুক্ত বলে শংসাপত্র দেওয়া যেতে পারে।

তবে তার জন্য পশুটির বয়স ১৪ বছরের বেশি হতে হবে অথবা বার্ধক্য, আঘাত, বিকৃতি কিংবা দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে পড়তে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, শংসাপত্র পাওয়া পশুকে শুধুমাত্র পুর কসাইখানা বা প্রশাসন অনুমোদিত নির্দিষ্ট কসাইখানাতেই বলি দেওয়া যাবে। কোনওভাবেই প্রকাশ্য স্থানে পশুবলি দেওয়া যাবে না।

শুভাশিস বিশ্বাস

বঙ্গ জয়ের পর নয়া ভারতের দিকে আরও এগোল বিজেপি

বিহার ও ওড়িশা জয়ের পরে বিজেপির পাখির চোখ ছিল বঙ্গ বিজয়। ২০২৬-এ বিধানসভা নির্বাচনে সেই লক্ষ্য পূরণ হয়েছে। এর ফলে জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপির আধিপত্য আরও যে বৃদ্ধি পেল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। খুব স্পষ্টভাবে দেখলে নজরে আসছে, ভারতীয় মানচিত্রের একেবারে ওপর ও নিচের কিছুটা অংশ বাদ দিলে বাকি সব জায়গা ঢেকে গিয়েছে গেরুয়া রংয়ে। পরিসংখ্যান বলছে, পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে বিজেপি এখন ২২টি অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ক্ষমতায়। অথচ এই বিজেপি প্রথমে পরিচিত ছিল গোবলয়ের রাজনৈতিক এক দল হিসেবে। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র শাসন করে বিজেপি এখন পূর্ব ভারতেও থাবা বসিয়েছে। ঝাড়খণ্ড ছাড়া বাকি সব রাজ্য তাদের দখলে। ২২টি রাজ্যের মধ্যে ১৬টিতে এককভাবে ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি। বাকি ৬টিতে তারা আছে জোটে।

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে এই বিস্তারের গতি বেড়েছে। সেই সময় মাত্র সাতটি রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল বিজেপি। সে বছর ভারতের ৩৪ শতাংশ এলাকা ও ২৫ শতাংশ জনসমষ্টি বিজেপি শাসনের অধীনে ছিল। এখন উত্তরের দিল্লি থেকে পশ্চিমে রাজস্থান, উত্তর-পূর্বের মেঘালয় থেকে দক্ষিণের অন্ধ্রপ্রদেশে এখন বিজেপির শাসন। সব মিলিয়ে গেরুয়া ব্রিগেডের হাতে ভারতের প্রায় তিন চতুর্থাংশের শাসন ক্ষমতা। এই প্রসঙ্গে এটাও বলে রাখা প্রয়োজন, এসব রাজ্যের জনসংখ্যা দেশের জনসমষ্টির ৭৮ শতাংশ।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, বামশাসিত পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ছিল একটি প্রান্তিক শক্তি। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রাজ্যে এই দলের কোনও জায়গা ছিল না। ১৯৯১ সালে কলকাতা উত্তর-পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্রে অভিনেতা ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্ম প্রতীকে প্রার্থী হয়েছিলেন। এইসময় বঙ্গবাসীর কাছে বিজেপির রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা প্রায় ছিল না বললেই হয়। রুপোলি পর্দায় তাঁর বিশেষ পরিচিতির সৌজন্যে বিজেপি সম্পর্কে জনমানসে একটা ছাপ যে পড়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। পাশাপাশি রাম জন্মভূমি আন্দোলনের হাওয়ায় ভিক্টর ২০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছিলেন।

এরপর ১৯৯৮ সালে লোকসভা নির্বাচনে প্রথম জয় পায় বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে দমদমে জেতেন তপন সিকদার। কেন্দ্রে বাজপেয়ী সরকারের মন্ত্রী হন। কিন্তু রাজ্য রাজনীতিতে একেবারেই দাঁত ফোটাতে পারেনি গেরুয়া শিবির। এরপর ২০১৬ সালের নির্বাচনে তারা তিনটি আসনে জেতে ১০ শতাংশের কিছু বেশি ভোট পেয়ে।

এরপরই দ্রুতগতিতে উত্থান শুরু গেরুয়া ব্রিগেডের। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বাম ও কংগ্রেস জোটের হারের পর ধীরে ধীরে তৃণমূল বিরোধী ভোট সরে যায় বিজেপির দিকে। যার জেরে ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে ৩৮ শতাংশ ভোট নিয়ে ৭৭টি আসনে জয় পায় বিজেপি। সেখান থেকে আরও এক অবিশ্বাস্য উত্থান বঙ্গ বিজেপির। একেবারে দখলে নেয় ২০৭টি আসন। প্রাপ্ত ভোটের হার ৪৬ শতাংশ।

এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের ধারনা, বঙ্গে বিজেপির জয়ে একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। সীমান্তবর্তী এলাকা হিসেবে এই রাজ্যে তাদের জয় তাৎপর্যপূর্ণ। উত্তর-পূর্বের সেভেন সিস্টার রাজ্য, শিলিগুড়ি করিডর, সীমান্তের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে এ কথা বলা যায়। বিজেপি যদি তাদের জনসমর্থন ধরে রাখতে পারে, তাহলে ২০২৯ সালের লোকসভা ভোটে পশ্চিমবঙ্গে ২৫টি আসন জিততে পারে। পাশাপাশি তাঁরা এও জানান, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অতীতে কখনো বিজেপিকে সেভাবে সমর্থন জানায়নি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Sukhen Mondal, S/o. Lt. Kashinath Mondal, গ্রাম- রঘুনাথভলা, পোঃ- চালতিয়া, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ। গত ১১/০৫/২৬ তারিখে বহরমপুর, এস.ডি.ই.এম (এস) কোর্টের এফিডেভিট বলে Lt. Kashinath Mondal ও Dukari Mondal এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

আমি Mitali Bhattacharya, W/o- Goutam Bhattacharya ঠিকানা- পঞ্চাননতলা বি.ডি.ও অফিস, পোঃ- চালতিয়া, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ। গত ১১/০৫/২০২৬ তারিখে বহরমপুর এস.ডি.ই.এম (এস) কোর্টের এফিডেভিট বলে Mitali Bhattacharya ও Mitali Adhikari Bhattacharya এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম।

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 13/05/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 12030 নং এফিডেভিড বলে আমি Rajan Ali S/o. Ansar Ali, সাং ভরতপুর, তালান্ডু, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Rafika Khatun) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 1163, dtd. 29/11/2012) আমার সঠিক নাম Rajan Ali-এর পরিবর্তে Sk Rajan Ali লিপিবদ্ধ আছে। আমি Rajan Ali ও Sk Rajan Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

গত 13/04/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 6981 নং এফিডেভিট বলে আমি Suman Sarkar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Subodh Kumar Sarkar ও S. Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 11/05/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 02 নং এফিডেভিট বলে আমি Ansar Ali ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Jamal Ali ও Lt Jamal Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 11/05/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 7668 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Haidar Ali S/o. Sk Abdul Sukur ও Shekh Haidar Ali S/o. S A Shakur সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 11/05/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 7667 নং এফিডেভিট বলে আমি Samarendra Nath Jana ও Samarendranath Jana S/o. Manindra Nath Jana সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 12/05/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10873 নং এফিডেভিট বলে আমি Kartick Ghosh, Kartick Chandra Ghosh & Kartick Ch Ghosh ও আমার পিতা Sripati Ghosh, Sri Sripati Charan Ghosh & S C Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **সেখ নিজাম আলি**, পিতা মরহুম সেখ আনোয়ার আলি ওরফে সেখ আনোয়ার, সাকিম মণ্ডলাই, ইলছোবা-মণ্ডলাই, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৬, মহাশয় বিগত ইং ১৮/০৮/২০২৫ তারিখে D.S.R.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-07641/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**সেখ রাজা**, পিতা সেখ মিঠু, সাকিম পান্ডুয়া কোটালপুকুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি হইতে বিগত ইং ২২/১২/২০২৫ তারিখে D.S.R.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-11662/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে **আজিজুল রহমান**, পিতা আনিসুর রহমান, সাকিম বলরামপুর, ইলছোবা-মণ্ডলাই, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৬, মহাশয়কে ৪.৭৫ কাঠা বা ৭.৮৫ শতক বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মণ্ডলাই, জে.এল. নং ৩৭, হাল এল.আর. ১৩৫২ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৩০৬৫ দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৩৩ শতকের মধ্যে ২০.৭৫ শতক তন্মধ্যে ৪.৭৫ কাঠা বা ৭.৮৫ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে বর্তমান ক্রেতা **আজিজুল রহমান**, পিতা আনিসুর রহমান, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **সেখ রাজা, আমমোক্তার**

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৪ই মে। ৩০ শে বৈশাখ। বৃহস্পতি বার। দ্বাদশী তিথি। জন্মে মীন রাশি। অষ্টত্তরী শুক্র র ও বিংশোত্তোরী বুধের র মহাদশা কাল। মৃতে সকাল৭/৪৩ র পরে কোন দোষ নেই।

মেষ রাশি তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি হঠাৎ প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

২৭ নেতার নিরাপত্তা প্রত্যাহার, বদলের বার্তা পশ্চিম মেদিনীপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকার বদলাতেই ছাঁটাই শুরু নিরাপত্তার তালিকায়। পশ্চিম মেদিনীপুরে ৩৩ জনের দেহরক্ষী তুলে নিল জেলা পুলিশ। তালিকার ২৭ জনই তৃণমূলের নেতা-নেত্রী, বাকি ছ'জন সিপিএম, কংগ্রেস ও নির্দল প্রার্থী।

সোমবার জারি করা নির্দেশে বলা হয়েছে, ওই সব দেহরক্ষীকে অবিলম্বে পুলিশ লাইনের রিজার্ভ ইনস্পেক্টরের কাছে ফিরতে হবে। মঙ্গলবার থেকেই নিরাপত্তা উঠে গিয়েছে। তালিকায় আছেন জেলা সভাপতি সুজয় হাজরা, দুই যুব সভাপতি নির্মাল্য ও সৌরভ চক্রবর্তী, খড়্গাপুর-মেদিনীপুরের পুরপ্রধান সৌমেন খান ও কল্যাণী ঘোষ, জেলা পরিষদ দলনেতা মহম্মদ রফিক, প্রাক্তন বিধায়ক আশিস চক্রবর্তী, ছায়া দোলই, গীতারানি ভূঁইয়া-সহ অনেকে। এঁদের অনেকেই দীর্ঘদিন একাধিক রক্ষী পেতেন।

পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানার ব্যাখ্যা, নন-ক্যাটেগোরাইজডদের ক্ষেত্রেই সুবিধা প্রত্যাহার হয়েছে। নিয়ম মেনে সময়ে সময়ে প্রয়োজন খতিয়ে দেখা হয়। তৃণমূল নেতা মহম্মদ রফিকের প্রতিক্রিয়া, 'সিপিএমের জমানায় রক্ষী ছাড়াই লড়েছি। মানুষের কাজ করি, রক্ষী না-থাকলেও অসুবিধা নেই।'

শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রশাসনে সংস্কারের ঢেউ। নিরাপত্তার মোড়কে ক্ষমতার পরিমণ্ডল ভাঙার ইঙ্গিত স্পষ্ট। বার্তা একটাই, সরকার বদলালে সুবিধার মানচিত্রও বদলায়।

পুরভোটের জিগির উঠতেই শিবির বদলের হিড়িক, বিজেপিতে দরজা বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া ও বালিতে পুরভোটের গন্ধ পেতেই তৃণমূল শিবিরে ভাঙন। নেতা-কর্মীদের একাংশ এখন বিজেপিতে জায়গা পেতে মরিয়া। গোপন বার্তা, হোয়াটসঅ্যাপ কল, সব চলছে। কিন্তু গেরুয়া শিবিরের দরজা আপাতত বন্ধ।

রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য সাফ জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে কাউকে দলে নেওয়া হবে না। তবু থামছে না তদ্বির। হাওড়ার এক বিজেপি নেতার কথায়, 'ক'দিন আগেও যারা ফোন ধরত না, তারাই এখন এসএমএস করছে। একটাই আর্জি, দলে ঠাঁই দিন।' পুরভোট না-হওয়ায় হাওড়ার নাগরিক পরিষেবা ভেঙে পড়েছে। রাস্তা, নিকাশি, পানীয় জল, সবেতেই ক্ষোভ। বিধানসভা ভোটে এই ক্ষোভকেই হাতিয়ার করেছিল বিজেপি। হাওড়া-বালিতে ভালো ফলের পর এবার পুরসভা দখলের স্বপ্ন। সেই হিসেব কষেই তৃণমূলের একাংশ পাল্টি খেতে চাইছে।

সম্প্রতি পুরসভার প্রাক্তন প্রশাসকমণ্ডলীর প্রধান সুজয় চক্রবর্তী তৃণমূল ছেড়েছেন। কাজ করতে না দেওয়ার অভিযোগ তুললেও বিজেপিতে যাওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন। প্রাক্তন মেয়র পারিষদ বিভাস হাজরাও ফের সক্রিয়। দাবি, তিনি বিজেপিতেই আছেন, দায়িত্ব পেলে তৈরি। এই প্রসঙ্গে উত্তর হাওড়ার বিধায়ক উমেশ রাইয়ের বক্তব্য, 'ক্ষমতার লোভে যারা আসতে চাইছে, দল তাদের নেবে না।' ক্ষমতার পালাবদল হতেই আনুগত্যও বদলায়। হাওড়া দেখাচ্ছে, ভোটের রাজনীতিতে শেষ কথা বলে ভবিষ্যতের হিসেব।

কৃষিপণ্যে 'ফ্রি প্যাসেজ' নীতি, আন্তঃরাজ্য পরিবহণে সব বাধা তুলল নতুন রাজ্য সরকার

দেবাশিস দে

রাজ্যের কৃষি অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করতে বড় পদক্ষেপ নিল নবান্ন। আলু, পেঁয়াজ-সহ সমস্ত ধরনের পচনশীল কৃষিপণ্যের আন্তঃরাজ্য পরিবহণে থাকা যাবতীয় বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের ঘোষণা করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বুধবার কৃষি বিপণন দপ্তরের তরফে জারি হওয়া এক গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এখন থেকে বাংলার কৃষিপণ্য দেশের যেকোনও রাজ্যে পাঠানো বা অন্য রাজ্য থেকে বাংলায় আনার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক স্তরে আর কোনও বাধা থাকবে না।

রাজ্য সরকারের দাবি, কৃষক, ব্যবসায়ী এবং সাধারণ উপভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ উঠছিল, বিভিন্ন আন্তঃরাজ্য সীমানায় পণ্যবাহী ট্রাক আটকে দেওয়া, অতিরিক্ত কাগজপত্র যাচাই কিংবা প্রশাসনিক জটিলতার কারণে কৃষিপণ্য পরিবহণে দেরি হচ্ছিল। বিশেষ করে আলু, পেঁয়াজ, টাটকা শাকসবজি ও ফলমূলের মতো পচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে এই বিলম্বের ফলে ব্যবসায়ী ও কৃষকদের বড় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হত।

সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, শুধু আলু বা পেঁয়াজ নয়, সমস্ত ধরনের পচনশীল কৃষিপণ্য, খাদ্যশস্য, তৈলবীজ এবং পশুজাত সামগ্রীর ক্ষেত্রেও এই ছাড় কার্যকর হবে। অর্থাৎ ধান, গম, ডাল, সরিষা বা অন্যান্য কৃষিজ পণ্যের আন্তঃরাজ্য পরিবহণও এখন আরও সহজ ও বাধাহীন হতে চলেছে। কৃষি বিপণন দপ্তর সূত্রের খবর, বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে এবং কৃত্রিম সংকট বা মূল্যবৃদ্ধি রুখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে কৃষকদের উৎপাদিত ফসল দ্রুত বাজারে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ তৈরি হবে বলেও মনে করছে প্রশাসন। সরকারের বক্তব্য, কৃষিপণ্যের অবাধ চলাচল নিশ্চিত হলে একদিকে যেমন কৃষকরা ন্যায্য দাম পাবেন, অন্যদিকে সাধারণ মানুষও তুলনামূলক স্থিতিশীল দামে নিত্যপণ্য কিনতে পারবেন।

এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে ইতিমধ্যেই পুলিশ প্রশাসন, পরিবহণ দপ্তর এবং সমস্ত জেলা শাসকদের বিশেষ নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। আন্তঃরাজ্য সীমানায় কোনও ট্রাক যাতে অযথা আটকে না থাকে বা হেনস্থার শিকার না-হয়, তা নিশ্চিত করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে প্রশাসনিক মহলকে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মহলের একাংশের মতে, ভোট পরবর্তী পরিস্থিতিতে কৃষক ও সাধারণ মানুষের কাছে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিতেই এই পদক্ষেপ করেছে রাজ্য সরকার। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই নীতির ফলে আগামী দিনে বাংলার কৃষিভিত্তিক বাণিজ্য আরও সম্প্রসারিত হতে পারে।

তোলাবাজির অভিযোগে ধৃত বরানগরের তৃণমূল কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তোলাবাজির অভিযোগে ধৃত বরানগর পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর শান্তনু মজুমদার ওরফে মেজো। মঙ্গলবার রাতে পুলিশ বনহুগলি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। ভাড়াটে সমস্যা মেটানোর নাম করে তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, ভাড়াটে সমস্যা মেটানোর জন্য স্থানীয় এক মহিলার কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে টাকা তুলেছেন ধৃত তৃণমূল কাউন্সিলর। এ ছাড়া ফ্ল্যাটে জোর করে ভাড়াটে বসানোরও অভিযোগ রয়েছে ধৃতের বিরুদ্ধে। ওই মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে বরানগর থানার পুলিশ তৃণমূল কাউন্সিলর শান্তনু মজুমদারকে গ্রেপ্তার করেছে।

প্রসঙ্গত, নির্বাচনের দিন এলাকায় অশান্তি ও গণ্ডগোল পাকানোর অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূল কাউন্সিলর শান্তনু মজুমদারের ভাই সাগর মজুমদারের বিরুদ্ধে। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকে বেপাত্তা ছিলেন সাগর। এলাকায় ঢুকতেই পুলিশ সাগরকে গ্রেপ্তার করেছে।

মানসিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্বের কেন্দ্রে স্থাপন

ক্যারিং মাইন্ডস ইন্টারন্যাশনাল ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যপত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন মানসিক: স্বাস্থ্যকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের অমূল্য ও অপরিহার্য সমর্থন এবং উৎসাহের সুবাদে, সমাজ আজ এই সত্যটি অনুধাবন করতে পেরেছে যে, সবসময় 'ভালো না-থাকা' বা মানসিক কষ্টে থাকাটা কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়, আর এর ফলে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক কুসংস্কার ও কলঙ্কের ভয়ও ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। আমরা সবাই মিলে যদি একযোগে কাজ করি, তবে আমরা নিশ্চিত করতে পারব যে,মানসিক স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজন রয়েছে এমন একজন মানুষও যেন আমাদের নজর বা সেবার আওতার বাইরে থেকে না যায়।

ক্যারিং মাইন্ডস ইন্টারন্যাশনাল গত ১৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক কুসংস্কার দূর করতে এবং শারীরিক স্বাস্থ্যসেবার মতোই একে সমান

মর্যাদা, সম্মান ও গুরুত্ব প্রদান করতে নিরলসভাবে কাজ করে আসছে। আমাদের নতুন ঠিকানায়, এক বৃহত্তর লক্ষ্য, অধিকতর প্রশস্ত পরিসর, আন্তর্জাতিক মানের আরও উন্নত সুযোগ-সুবিধা এবং আরও উন্নত সেবা প্রদানের প্রস্তুতি নিয়ে আমরা এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত, যার মাধ্যমে আমরা পূর্ব ভারত তথা সমগ্র ভারতে মানসিক স্বাস্থ্যসেবার ধারণাকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত ও ঢেলে সাজাতে পারব।

ডবল ইঞ্জিন সরকারের হাত ধরে বাংলা ঘুরে দাঁড়াবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: 'মানুষ দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করেছেন। এবার মানুষের জন্য কাজ করতে হবে।' বুধবার এমনটাই বললেন নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিধায়ক অর্জুন সিং। এদিন সকালে বিধায়ক হিসেবে শপথ নিতে যাবার আগে জগদ্দলের মজদুর ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হন নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিধায়ক অর্জুন সিং এবং বীজপুর কেন্দ্রের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস। তাঁদের আশা, ডবল ইঞ্জিন সরকারের হাত ধরে বাংলা ঘুরে দাঁড়াবে। বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস দাবি, বীজপুরে এবার তোলাবাজি পুরো বন্ধ হয়ে যাবে। তাছাড়া মানুষকে ভয়ের বদলে ভরসা জোগাতে হবে। সুদীপ্তের কথায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সোনার বাংলা গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেই লক্ষ্যেই তাঁরা এগিয়ে যাবে।

তিস্তায় বিপদ ঘনাচ্ছে, তৃণমূল সরকারকেই দায়ী করছেন কর্তারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ষা দরজায়, অথচ উত্তরবঙ্গের নদীবাঁধ এখনও অরক্ষিত। সেচ দফতরের জরুরি বৈঠকে স্পষ্ট হল, তিস্তা-তোর্সার পাড় বাঁচাতে এবার বড় চ্যালেঞ্জ।

মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির সেচ নিবাসে চার জেলার কর্তাদের নিয়ে বসলেন নর্থ ইস্ট বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক। হাজির নইচপিসি, কেন্দ্রীয় জল কমিশন, আবহাওয়া দফতর। বৈঠক শেষে ভৌমিকের তোপ, 'পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে সময়মতো অনুমোদন মেলেনি। বহু জরুরি সংস্কার আটকে ছিল।' তাঁর দাবি, ৮০ কোটি টাকার তিস্তা ড্রেজিং প্রকল্পের ছাড়পত্রই আসেনি। দরপত্র ডাকাই হয়নি। এখন অনুমতি মিললেও বর্ষার আগে কাজ শেষ অসম্ভব।

নদীর বুকে জল বাড়ছে, বহু বাঁধ নিচু। বক্ষ উঁচু হওয়ায় বন্যার আশঙ্কা বাড়ছে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, শিলিগুড়িতে। সিকিম আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, দক্ষিণ দিনাজপুরে ইতিমধ্যেই রেকর্ড বৃষ্টি। পুরনো সরকারকে দোষ দিয়ে নতুন সরকারের কর্তারা দায় এড়াচ্ছেন, কিন্তু বিপদে পড়বে সাধারণ মানুষ। ২০ মে কলকাতায় উচ্চপর্যায়ের বৈঠক। তার আগেই প্রশ্ন, প্রশাসনিক টানাপোড়েনে আটকে থাকা কাজের খেসারত কি দেবে তিস্তা পারের লক্ষ জীবন?

মল্লিকঘাটে সমিতির দরজায় তালা, জঞ্জালের স্তূপে দুর্গন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকার বদলের সাত দিনেই নরককুণ্ডে পরিণত রাজ্যের বৃহত্তম ফুলবাজার। মল্লিকঘাটে পরিচালন সমিতির দপ্তরে তালা, সাফাই বন্ধ, পচা ফুল-পাতার দুর্গন্ধে দাঁড়ানো দায়।

হাওড়া সেতু লাগোয়া গঙ্গার পাড়ে মাত্র ৩৪০০ বর্গমিটারের এই বাজারে রোজ ভোর তিনটে থেকে রাত দশটা পর্যন্ত কেনাবেচা চলে। হাওড়া, দুই মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনা, নদিয়া থেকে ১২-১৫ হাজার চাষি-ব্যবসায়ী আসেন। সরু গলি মুহূর্তে ভরে যায় ঝরা ফুলে। তাই দিনে কয়েকবার ঝাঁট দেওয়াই দস্তুর। সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র নায়কের অভিযোগ, ভোটের ফল বেরোতেই কিছু বহিরাগত এসে অফিসের কর্মীদের বের করে তালা মেরে দেয়। তার পর থেকে টাকা তোলা, আবর্জনা সরানো, সব থমকে। পুরো বাজার দুর্গন্ধময়, নারকীয় পরিবেশ। এখনই ব্যবস্থা না-হলে ব্যবসা অসম্ভব, বলছেন তিনি।

রোজ কোটি টাকার ফুল বিক্রি হয় এখানে। ঘরের পুজো থেকে বিয়ে-উৎসব,সব থমকাতে পারে। সমিতি ইতিমধ্যে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে স্মারকলিপি দিয়েছে। ক্ষমতার পালাবদলে প্রথম ধাক্কাটা এল জীবিকার ঘাড়ে। প্রশাসনিক শূন্যতায় রাজনীতির রং লাগছে মল্লিকঘাটের গাঁদা-রজনীগন্ধায়।

শিশু ধর্ষণে গ্রেপ্তার চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে এক চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করল ন্যাজাট থানার পুলিশ। তার বিরুদ্ধে পকসো মামলা রুজু করে আদালতে পাঠানো হয় পুলিশের তরফে। অভিযুক্ত ডাঃ ফারুক হোসেন গাজী। সন্দেশখালির ন্যাজাট থানার অন্তর্গত সাকদা এলাকার ঘটনা। সাকদা এলাকায় অভিযুক্ত ফারুক হোসেন মোল্লার একটি এনজিও প্রতিষ্ঠান আছে। যেখানে বেশ কিছু বাচ্চাদের আনাগোনা সবসময় লেগেই থাকে। মঙ্গলবার এলাকারই একটি নাবালিকাকে ফারুক হোসেন গাজী ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ওঠে নাবালিকার পরিবারের তরফ থেকে। ওই প্রতিষ্ঠান থেকে দুপুরে বাড়ি গিয়ে কান্নাকাটি শুরু করে নাবালিকাটি। তখন পরিবারের লোক তার কাছে পুরো ঘটনা জানতে পারেন। নাবালিকার পরিবার এবং এলাকার মানুষ তারা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ফারুক হোসেন গাজী আটকে রাখে। পরবর্তীতে ন্যাজাট থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী সঙ্গে নিয়ে ফারুক হোসেন গাজীকে প্রথমে আটক করে নিয়ে আসে থানায়। জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে তাকে রাতে গ্রেপ্তার করা হয়। বুধবার তাকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে, বিচারক তাকে পুলিশি হেপাজতে নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি ওই নাবালিকার ডাক্তারি পরীক্ষা হয়েছে এবং বুধবার তার গোপন জবানবন্দিও নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

দীর্ঘকাল একগুচ্ছ পুরবোর্ড নেই, মুণ্ডহীন রাজ্য নির্বাচন কমিশন, অভূতপূর্ব পরিস্থিতি

অশোক সেনগুপ্ত

জন্মের পর ৩২ বছরে এই প্রথম রাজ্য নির্বাচন কমিশনে কমিশনার, যুগ্ম সচিব, সচিব, উধাও ৩ মাথাই। রাজ্যের ১২টি জেলা ১৫টি মিউনিসিপালিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে অনেক দিন আগেই। এ ছাড়া আরও ৭টি মিউনিসিপালিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে।

মেয়াদ উত্তীর্ণ মিউনিসিপালিটিগুলো হল, কার্শিয়াং ও মিরিক (দার্জিলিং জেলা), কালিম্পং (কালিম্পং জেলা), রায়গঞ্জ (উত্তর দিনাজপুর জেলা), ডোমকল (মুর্শিদাবাদ), পূজালি (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ধূপগুড়ি (জলপাইগুড়ি), পাঁশকুড়া ও হলদিয়া (পূর্ব মেদিনীপুর), বুনিয়াদপুর (দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা), কুপার্স ক্যাম্প নোটিফায়েড এরিয়া (নদিয়া), দুর্গাপুর (পশ্চিম বর্ধমান), নৈহাটি (বীরভূম), হাওড়া ও বালি (হাওড়া জেলা)।

এইসব মিউনিসিপালিটির ওয়ার্ডের সংখ্যা ও শেষ ভোটগ্রহণের তারিখ হল; কার্শিয়াং (২০ ও ১৪-৫-১৭), মিরিক (৯ ও ১৪-৫-১৭), কালিম্পং (২৩ ও ১৪-৫-১৭), রায়গঞ্জ (২৭ ও ১৪-৫-১৭), ডোমকল (২১ ও ১৪-৫-১৭), পূজালি (১৬ ও ১৪-৫-১৭), ধূপগুড়ি (১৬ ও ১৩-৮-১৭), পাঁশকুড়া (১৮ ও ১৩-৮-১৭), হলদিয়া (২৯ ও ১৩-৮-১৭), বুনিয়াদপুর (১৪ ও ১৩-৮-১৭), কুপার্স ক্যাম্প নোটিফায়েড এরিয়া (১২ ও ১৩-৮-১৭), দুর্গাপুর (৪৩ ও ১৩-৮-১৭), নৈহাটি(১৬ ও ১৪-৫-১৭), হাওড়া (৬৬ ও ২২-১১-১৩), বালি (৩৫ ও ৩-১০-১৫), ১২-১১-২১ তারিখে হাওড়া থেকে পৃথক হয়েছিল বালি মিউনিসিপালিটি।

ভেঙে দেওয়া মিউনিসিপালিটিগুলো হল নদিয়া জেলার গয়েশপুর, কৃষ্ণনগর ও চাকদা (ওয়ার্ড যথাক্রমে ১৮, ২৫ ও ২১, ভেঙে দেওয়ার তারিখ যথাক্রমে ২-১-২৬, ২৭-১০-২৫ ও ১৬-১২-২৫-এ), পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গাপুর (৩৫টি ওয়ার্ড, ভেঙে দেওয়া হয় ২১-১-২৬-এ), উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট (২৩টি ওয়ার্ড, ভেঙে দেওয়া হয় ১৯-১২-২৫-এ), মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর (২১টি ওয়ার্ড, ভেঙে দেওয়া হয় ১৯-১২-২৫-এ), পুরুলিয়া (২৩টি ওয়ার্ড, ভেঙে দেওয়া হয় ১৬-১২-২৫-এ)।

এগুলোর প্রতিটিতেই নির্বাচিত পর্ষদ না থাকায় নানা ধরনের সমস্যা হচ্ছে। রাজ্য বিজেপির প্রভাবশালী একটি মহল চাইছে দ্রুত এগুলোয় ভোট নেওয়া হোক। যাতে বিধানসভা ভোটের ঝড়ো হাওয়ার সুফল তাতেও পাওয়া যায়। কিন্তু এর জন্য আগাম প্রস্তুতি দরকার। বিষয়টা সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞ প্রশাসক না থাকলে কমিশন প্রতি পদে হোঁচট খাবে।

হোঁচট খাওয়ার কারণ, ভোটের আগে প্রতিটি মিউনিসিপালিটির জনসংখ্যার ভিত্তিতে তফশিলি জাতি, উপজাতি ও মহিলাদের সংরক্ষিত ওয়ার্ড চিহ্নিতকরণ, সেগুলোর খসরা প্রকাশ, আপত্তির সময়সীমা ধার্য, তার পর শুনানী, চূড়ান্ত ভোটারতালিকা প্রকাশ প্রভৃতি ছাড়াও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে সমন্বয়-বৈঠক, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর ব্যবস্থাপনা ও আনুষঙ্গিক নানা প্রক্রিয়ায় সময় লাগে। কিছুকাল বাদেই শুরু হয়ে যাবে দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি। বিভিন্ন দলের কর্মীরা তাতে ব্যস্ত থাকবেন। ভোটের আগে তাঁদের সঙ্গেও কমিশন-কর্তার আলোচাআবশ্যিক। উদ্যোগী হয়ে কমিশনের কাজগুলো কে করাবেন?

কেন কমিশন মুণ্ডহীন? গত অক্টোবর মাসে অবসর নিয়েছেন কমিশনের যুগ্ম সচিব। গত ২০ সেপ্টেম্বর কমিশনার রাজীব সিনহার পুনর্নিয়োগের মেয়াদ শেষ হয়েছে। ২০১৮-র ১ সেপ্টেম্বর কমিশনের সচিব হন নীলাঞ্জন শাণ্ডিল্য। 'একা কুম্ভ রক্ষা করে'-র মত আগামী নির্বাচনগুলো সংগঠিত করার পরিকল্পনা করছিলেন তিনি। কিন্তু সোমবার প্রথম বিজেপি সরকারের রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রথম দিনই পুনর্নিয়োগপ্রাপ্ত সরকারি নানা বিভাগের আধিকারিকদের বসিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। দ্রুততার সঙ্গে তৈরি হয় ২৪৩ জনের নামতালিকা। তার মধ্যে আছে নীলাঞ্জনবাবুর নাম। বুধবার থেকে তিনি আর দপ্তরে আসবেন না। গোটা ঘটনায় বিস্মিত ওয়াকিবহাল মহল।

প্রসঙ্গত, প্রত্যক্ষ সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে বিভিন্ন মিউনিসিপালিটির নির্বাচনকে মুক্ত রাখার চেষ্টায় ১-৯-৯৪-তে সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪ ধারা সংশোধনের মাধ্যমে গোটা দেশে রাজ্য নির্বাচন কমিশন তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এর পর এ রাজ্যে তৈরি হয় এই কমিশন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৪ মে ২০২৬, ৩০ বৈশাখ ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার

শপথ নিচ্ছেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবনকুমার সিং।

শপথ নিচ্ছেন ব্যারাকপুরের বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী।

শপথ নিচ্ছেন নৈহাটির বিধায়ক সুমিত্র চ্যাটার্জি।

প্রয়াত তপন সিকদার যেমন সামনে থেকে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তেমনটাই চান তাঁর ভাইপো সৌরভ সিকদারও। বিধানসভা নির্বাচনে দমদম উত্তর কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়ে বিধায়ক হয়েছেন। বুধবার শপথ নেন। মানুষের সুখে-দুঃখে সর্বদা পাশে থাকার এবং এলাকার উন্নয়নে নিজেকে উৎসর্গ করার অঙ্গীকারও করেন তিনি।

সংস্কৃতে শপথ নিচ্ছেন জগদ্দলের বিধায়ক ড. রাজেশ কুমার।

শপথ নিচ্ছেন বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস।

পলাতক ডিসির খোঁজে ইডি, নিরাপত্তা দপ্তরে চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদন: জমি দখল আর তোলাবাজির মামলায় বারবার তলব এড়ানো ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিন্হা বিশ্বাসের ঠিকানা জানতে এবার নিরাপত্তা দফতরের দ্বারস্থ ইডি। কোথায় আছেন, কী কাজে ব্যস্ত, সরাসরি জানতে চেয়ে চিঠি পাঠাল কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা।

সোনা-পাপ্পু মামলায় নাম জড়ানো এই পুলিশকর্তাকে এ পর্যন্ত পাঁচ-ছ'বার ডেকে পাঠানো হয়েছে। প্রতিবারই 'উচ্চপর্যায়ের নিরাপত্তা' বা 'সরকারি কাজের' অজুহাতে হাজিরা এড়িয়েছেন তিনি। ভোট মিটতেই তৎপরতা বাড়াল ইডি। মাসের গোড়াতেই জারি হয়েছে লুকআউট পরোয়ানা, যাতে দেশ ছেড়ে পালাতে না-পারেন। পাশাপাশি চলছে বেনামি সম্পত্তির খোঁজ। শান্তনু ও তাঁর পরিবারের আর্থিক লেনদেনের উৎস খতিয়ে দেখছে সংস্থা।

ক্ষমতা বদলের পর প্রশাসনের অন্দরে লুকিয়ে থাকা প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সংস্থার এই সক্রিয়তা নতুন বার্তা দিচ্ছে।

পুলিশের উর্দি গায়ে থাকলেই আইনের ঊর্ধ্বে নয়, বুঝিয়ে দিতে চাইছে ইডি। এবার নিরাপত্তা দফতরের জবাবের অপেক্ষা। হাজিরা এড়িয়ে আর কতদিন?

দুর্নীতিতে দাঁড়ি টানার ঘোষণা খাদ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: পচা চাল-ভেজাল আটার দিন শেষ। জুন থেকেই রেশনে উন্নত মানের খাদ্যশস্য দেওয়ার কথা জানালেন খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া। আটার বদলে এবার উপভোক্তার ঝুলিতে যাবে গম।

বুধবার এই সময় অনলাইনকে মন্ত্রী বলেন, আটা নিয়ে বড় দুর্নীতি হয়েছে। নিম্নমানের চাল দেওয়াও বন্ধ হবে। সরকারি নিয়ম মেনে কাজ হবে, খাবারের মানে কোনও আপস নয়। তাঁর অভিযোগ, মিল মালিকরা গম ভাঙিয়ে ময়দা তুলে নিত। ময়দার বর্জ্য মিশত আটায়। সেই ভেজাল আটাই ছড়াত রেশনে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের খাবার নিয়ে এই জোচ্চুরি মেনে নেওয়া যায় না, সাফ কথা কীর্তনিয়ার।

কেন্দ্র থেকে আসা গম সরাসরি বিলি হবে। বদল রুখতে কড়া নজরদারি থাকবে। রেশন দুর্নীতির শিকড়ে পৌঁছনোর হুঁশিয়ারি দিয়ে মন্ত্রী বললেন, 'সাত দিন দেখুন কী হয়।'

বিগত ১৫ বছরে নিম্নমানের খাদ্যশস্য পেয়েছে রাজ্যবাসী;এই অভিযোগ তুলে নতুন সরকার স্বচ্ছতার বার্তা দিল। চাল-গমের মান ফেরানো শুধু পেটের প্রশ্ন নয়, আস্থা ফেরানোর লড়াইও। রেশনের চালুনিতে এবার ধরা পড়বে কারা?

এবার নির্দ্বিধায় সঙ্ঘের কার্যক্রম যাদবপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার উপাচার্যের কক্ষে শ্যামাপ্রসাদের ছবি, মঙ্গলবার ভোরে ক্যাম্পাসে সঙ্ঘের শাখার মহড়া। ত্রিগুণা সেন অডিটোরিয়ামের পাশে যোগাসন, অনুলোম-বিলোম, কপালভাতি। তার পর মনীষী-পাঠ, সঙ্ঘ-গীত, শিবাজি বন্দনা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘণ্টাখানেক ধরে চলল 'কার্যক্রম'।

উদ্যোক্তা ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি কর্মচারী পরিষদের রাজ্য সম্পাদক পলাশ মাজি। প্রথম বর্ষের প্রশিক্ষিত তিনি। তাঁর সোজা কথা, 'আজ শুরু হলো। চলবে অনন্তকাল। রাজ্যে ক্ষমতার পট বদলেছে। আমাদের কার্যক্রমে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কারও নেই।' এক দশক আগে এই মাঠেই 'বুদ্ধ ইন এ ট্র্যাফিক জ্যাম' দেখাতে গিয়ে হেনস্থা হয়েছিলেন উদ্যোক্তারা। স্মৃতি টেনে পলাশের দাবি, সেই দিন শেষ।

সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত-প্রচারপ্রমুখ বিপ্লব রায় অবশ্য জানালেন, যাদবপুরের আসরে সঙ্ঘের অনুমোদন আছে কি না খতিয়ে দেখবেন। প্রাক্তন উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ বলছেন, ক্যাম্পাসে এমন কর্মসূচির খবর নেই। শমীক ভট্টাচার্যের নির্দেশে শিক্ষক-পড়ুয়া-কর্মীদের একজোট রাখার চেষ্টা চলছে, যাতে নাম ভাঙিয়ে কেউ কিছু না করে।

ক্ষমতার রং বদলাতেই ক্যাম্পাসের আবহও বদলাচ্ছে। উপাচার্যের ঘরের ছবি থেকে মাঠের কসরত, বার্তা স্পষ্ট। যাদবপুরে মতাদর্শের নতুন লড়াই শুরু হল কি?

প্রাক্তন বিধায়ক-সহ তিনজনের গ্রেপ্তারি চেয়ে মামলা দায়ের

আরজি কর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোট মিটতেই আরজি কর মামলায় নতুন মোড়। প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ-সহ তিনজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা চেয়ে শিয়ালদহ আদালতে গেলেন নির্যাতিতার মা। এখন তিনি পানিহাটির বিজেপি বিধায়ক।

দ্রুত এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা বলেই সূত্রের খবর। নির্মলের পাশাপাশি আবেদনে নাম রয়েছে সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় ও সোমনাথদের। অভিযোগ, নির্যাতিতার দেহদাহের সময় শ্মশানে 'অতি তৎপর' ছিলেন নির্মল। সিজিওতে ডেকে তাঁকে জেরাও করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা। সঞ্জীব নির্যাতিতার পড়শি, এলাকায় 'কাকু' নামে পরিচিত। পানিহাটি শ্মশানের নথিতে তাঁর সই আছে বলে দাবি। একসময় বাম পুরপ্রতিনিধি ছিলেন, ২০১৯-এ যোগ দেন তৃণমূলে।

উল্লেখ্য, এবারের বিধানসভা ভোটে পানিহাটিতে নির্মলের ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষকে ২৯ হাজার ভোটে হারিয়েছেন নির্যাতিতার মা। প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, 'আরজি করের ফাইল খোলা হবে।'

ভোটের ফল বেরতেই সেই প্রতিশ্রুতির প্রথম ধাপে হাঁটলেন নির্যাতিতার মা।

বিচারপ্রক্রিয়া নতুন করে শুরু হলে রাজনীতির রং আরও গাঢ় হবে। ক্ষমতা বদলের পর পুরনো ফাইল খুলে জবাব চাওয়ার এই কৌশলই এখন পশ্চিমবঙ্গের নতুন বাস্তবতা।

লালবাজারের জোড়া থাবা, ধৃত 'বেলা', ফিরল মাধাই

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাওবাদীদের কোমর ভাঙল কলকাতা পুলিশ। একদিকে ৫০ লক্ষ টাকার ইনাম ঘোষিত 'মোস্ট ওয়ান্টেড' নেত্রী শ্রদ্ধা বিশ্বাস ওরফে বেলার গ্রেফতার, অন্যদিকে তিন দশকের সশস্ত্র পথ ছেড়ে মাধাই পাত্রের আত্মসমর্পণ।

উত্তর কাশীপুর থেকে বেলাকে তুলেছে লালবাজার। ঝাড়খণ্ডে ২৩টি মামলায় অভিযুক্ত তিনি। একসময় জঙ্গলমহলে সংগঠনের রাশ ছিল তাঁর হাতে। ২০০৪-০৫-এ পশ্চিম মেদিনীপুরে ধরা পড়ে জামিনে বেরিয়ে পাড়ি দেন ঝাড়খণ্ডে। অস্ত্র না-মিললেও নগরপাল অজয় নন্দ জানালেন, ঝাড়খণ্ড পুলিশ আসছে কলকাতায়। একই দিনে পুলিশ কমিশনারের কাছে অস্ত্র ছেড়ে মূলস্রোতে ফেরার শপথ নিলেন নদিয়ার চাকদার মাধাই পাত্র। ২০০৭-এ গ্রেফতার, জামিনের পরও সংগঠনে যুক্ত ছিলেন। আজ তাঁর স্বীকারোক্তি, 'আগে আদর্শ ছিল, এখন বদলেছে।' সহযোদ্ধাদেরও ডাক দিলেন সরকারি পুনর্বাসন নিতে।

জোড়া ঘটনায় স্পষ্ট, মাওবাদী সংগঠন রক্তক্ষরণে ভুগছে। সরকারি নীতি আর পুলিশের চাপে ভাঙন ধরেছে অন্দরে। গ্রেপ্তার আর আত্মসমর্পণের এই যুগলবন্দি রাজ্যের নিরাপত্তা ছবিতে নতুন বার্তা দিল।

পাঠ্যবইয়ে সিঙ্গুর বিতর্ক, প্রকল্প পর্যালোচনার দাবি শিক্ষক সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকার বদলাতেই পাঠ্যক্রমে বদলের দাবি। অষ্টম শ্রেণির ইতিহাস বই থেকে সিঙ্গুর আন্দোলনের অংশ সরানোর প্রস্তাব দিল 'বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি'। বুধবার শিক্ষা দফতরে জমা দেওয়া ১০ দফা স্মারকলিপিতে 'কন্যাশ্রী', 'সবুজ সাথী', 'তরুণের স্বপ্ন'-সহ একাধিক প্রকল্পে বদলের কথাও বলা হয়েছে।

সংগঠনের বক্তব্য, 'তরুণের স্বপ্নে' একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ট্যাবের জন্য বছরে প্রায় হাজার কোটি টাকা খরচ হয়। ওই অর্থ স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নে কাজে লাগানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। 'কন্যাশ্রী' ও 'সবুজ সাথী' প্রকল্পের সুবিধা শুধু আর্থিক মাপকাঠির ভিত্তিতে দেওয়ার দাবি উঠেছে।

এছাড়া শিশুশ্রেণি থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পাঠ্যক্রমকে যুগোপযোগী করার, পার্শ্বশিক্ষক-সহ চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বেতনবৃদ্ধির স্থগিত প্রস্তাব কার্যকর করার, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি ভেঙে শিক্ষাবিদদের নিয়ে নতুন কমিটি গড়ার দাবি রয়েছে। নীল-সাদা পোশাকের নির্দেশ প্রত্যাহার, প্রধান শিক্ষকদের অতিরিক্ত বেতনবৃদ্ধি ও 'উৎসশ্রী' চালুর কথাও বলা হয়েছে।

২০১৬ সালে 'অতীত ও ঐতিহ্য' বইয়ে সিঙ্গুর পর্ব যুক্ত হয়েছিল। ২০২৬-এ নতুন সরকার আসতেই তা বাদ দেওয়ার প্রস্তাব এল। পাঠ্যবইয়ের পাতায় রাজনীতির ছায়া আবার স্পষ্ট হল।

মেয়াদ শেষের আগেই ইস্তফা, 'কাজেই থাকব' বললেন লীনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেয়াদ শেষের দু'মাস আগেই মহিলা কমিশনের শীর্ষ পদ ছাড়লেন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়। শুক্রবার ইস্তফা দিলেও এখনও কমিশনের জবাব মেলেনি, জানালেন তিনি। বুধবার দপ্তরে গিয়ে বৈঠকে বসার কথা তাঁর।

টানা ন'বছর চেয়ারপার্সনের দায়িত্বে ছিলেন লীনা। নিয়ম অনুযায়ী আগামী জুলাইয়ে সময়সীমা শেষ হত। তার আগেই সরে দাঁড়ালেন। এই সিদ্ধান্ত ঘিরে রাজনীতি থেকে টলিপাড়া, সব মহলেই গুঞ্জন।

প্রেক্ষাপটে আছে অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু। তার পরেই 'ম্যাজিক মোমেন্টসে'র কিছু ধারাবাহিক বন্ধ হয়। টলিউডের একাংশ লীনার পদত্যাগ চেয়েছিল।

লীনা অবশ্য বলছেন, 'আমি কাজের মানুষ। কাজ থেকে কখনও দূরে যাইনি। যাই বিপর্যয় আসুক, কাজ বন্ধ করিনি।' কমিশনের দপ্তর এখনও তাঁর 'কাজের জায়গা', তাই যাবেন। ক্ষমতা বদলের আবহে একের পর এক পদে রদবদল। লীনার আচমকা সরে যাওয়া কি নিছক সময়ের হিসেব, নাকি নতুন সরকারের ইঙ্গিত? উত্তর মিলবে কমিশনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণায়। আপাতত নজর বুধবারের বৈঠকে।

দিশেহারা তৃণমূল, কাজ ছেড়ে ঘরে একশো দিনের কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্ষমতা হারাতেই তৃণমূল শিবিরে ছন্নছাড়া দশা। তার প্রথম ধাক্কা লাগল শহরের সাফাইয়ে। একশো দিনের কর্মীরা কাজে আসছেন না, অলিগলি ঢাকছে জঞ্জালে।

তৃণমূল জমানায় 'শহুরে রোজগার যোজনা'য় কাউন্সিলরদের সুপারিশে ঢুকেছিলেন প্রায় ৩০ হাজার কর্মী। জঞ্জাল তোলা থেকে প্রচার, সবই সামলাতেন তাঁরা। অভিযোগ, নিয়োগের মাপকাঠি ছিল দলীয় আনুগত্য। বিজেপি সরকার আসতেই সেই কাঠামো নড়বড়ে। কাউন্সিলররা বেসুরো, কেউ কেউ শিবির বদলের চেষ্টায়। কর্মীদের মনে প্রশ্ন, নতুন সরকার রাখবে তো? মজুরি মিলবে তো? উত্তর নেই। ফলে সাফাই বিভাগের ১৫ হাজার কর্মীর বড় অংশই গরহাজির। পাড়ার রাস্তায় পড়ে থাকছে আবর্জনা, পুকুরে পানা, উদ্যানে আগাছা।

মেয়র পারিষদ অসীম কুমার বসু বলছেন, 'বেতন আটকাবে না। মেয়র মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন।' কিন্তু কর্মীরা ভরসা পাচ্ছেন না। ভোটে হারের পর দলের নিচুতলায় যে আস্থার সঙ্কট, জঞ্জালের স্তূপ তারই ছবি। ক্ষমতা হারিয়ে দিশেহারা তৃণমূলের ঘর সামলানোর ব্যর্থতাই এখন নাগরিক দুর্ভোগের কারণ।

বেনিয়ম রুখতে কড়া পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি কোষাগারের অর্থ বণ্টনে স্বচ্ছতা আনতে এবং ভাতা প্রদানে সম্ভাব্য বেনিয়ম রুখতে কড়া পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, এবার থেকে ইমাম ও মোয়াজ্জিনদের সমস্ত ভাতা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমেই দেওয়া হবে। ওই পোর্টালের বাইরে কোনওভাবেই আর ভাতা প্রদান করা যাবে না।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ৪২ হাজার ইমাম এবং প্রায় ২৭ লক্ষ মোয়াজ্জিন সরকারি ভাতা পান। এই বিপুল সংখ্যক প্রাপকের তথ্য ও প্রয়োজনীয় নথি দ্রুত অনলাইন পোর্টালে আপলোড করার জন্য সংখ্যালঘু দফতরের সচিব ডঃ পিবি সেলিমকে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সূত্রের খবর, সম্প্রতি এই পোর্টাল সংক্রান্ত অগ্রগতি নিয়ে সচিবের কাছে রিপোর্ট তলব করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এতদিন কেন এই অনলাইন ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়নি, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

জবাবে দফতরের সচিব জানান, পোর্টালটি প্রায় এক বছর আগেই তৈরি হয়েছিল। তবে আগের সরকারের আপত্তির জেরে সেটি কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। পরে বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমকে ড. পিভি সেলিম জানান, পোর্টালটি এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর বৃহস্পতিবার থেকেই সেটি চালু করার প্রক্রিয়া শুরু হবে। সরকারের আশা, নতুন এই অনলাইন ব্যবস্থার ফলে ভাতা বণ্টনে স্বচ্ছতা যেমন বাড়বে, তেমনই প্রকৃত প্রাপকদের কাছে সরাসরি সরকারি সহায়তা পৌঁছে দেওয়া আরও সহজ হবে।

ঘরেই বিদ্রোহ, আজ ময়নাতদন্তে মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: হারের ধাক্কার চেয়েও বড় ফাটল দলের ভিতরে। শুক্রবার জেলা নেতাদের নিয়ে বসছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। খুঁজবেন পরাজয়ের কারণ, ধরবেন অন্তর্ঘাত।

অথচ তার আগেই কলকাতায় গোপন বৈঠক সেরেছেন তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ একাংশ। সূত্র বলছে, এক প্রাক্তন বিধায়কের ক্ষোভ, কর্পোরেট সংস্থার হাতে দল তুলে দেওয়ায় সংগঠন শেষ। শীর্ষ নেতৃত্ব মানছে না। বার্তাও স্পষ্ট নয়। সিদ্ধান্ত, এলাকা বুঝে নিজেরাই পথ ঠিক করবেন। প্রথম সারির এক দাপুটে বিধায়ক সশরীরে না-থাকলেও সমর্থন জানিয়েছেন। বিতর্ক আরও বাড়িয়েছে আজকের বৈঠক। অনেক বিধায়ককে ডাকাই হয়নি। কেন ব্রাত্য, ধোঁয়াশা তাতেই। মমতার দাবি, হার নয়, ১০০ আসন 'লুঠ' হয়েছে। দিল্লির ইশারায় গণনায় কারচুপি, শক্ত ঘাঁটির ভোট আগে গোনা,অভিযোগ তাঁর। বিধানসভা ও রাস্তায় আন্দোলনের ছক কষছেন।

বিজেপির কটাক্ষ, তৃণমূল এখন অপ্রাসঙ্গিক। দেবজিৎ সরকারের খোঁচা, আইপ্যাক-প্রশাসনের তন্ত্রের বিরুদ্ধেই রায় দিয়েছে মানুষ। পুরসভা-পঞ্চায়েতের আগে ঘর গোছাতে না পারলে ঘাসফুল আরও শুকোবে। শুক্রের বৈঠক তাই শুধু ময়নাতদন্ত নয়, অস্তিত্বের লড়াই।

প্যারেডে পুলিশ, বদলাচ্ছে লালবাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিক্ষোভ-মিছিল-ভিড় সামলাতে এবার মাঠে নামার আগে ঘাম ঝরাবে কলকাতা পুলিশ। নগরপাল অজয় নন্দের নির্দেশ, প্রতি ১৫ দিনে বাধ্যতামূলক 'মাস্টার প্যারেড'। তার পরেই প্রশিক্ষণ।

লালবাজার বলছে, সাম্প্রতিক ঘটনায় দেখা গিয়েছে নিরস্ত্র শাখার মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি, দলগত কাজে দুর্বলতা, জনতা নিয়ন্ত্রণে ফাঁক;সবই নজরে এসেছে। তাই শুধু কুচকাওয়াজ নয়, 'ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট', 'টিম বিল্ডিং', আইন-শৃঙ্খলা সামলানোর কৌশল শেখানো হবে। কনস্টেবল থেকে অফিসার, সবার হাজিরা জরুরি। প্রতিটি ডিভিশনে থাকবে আলাদা রেজিস্টার। কে প্রশিক্ষণ নিল, তার হিসাব যাবে যুগ্ম কমিশনারের দপ্তরে। মাসে একবার রিপোর্ট।

রাজনৈতিক কর্মসূচি, উৎসব, পথ অবরোধ, শহরে চাপ বাড়ছে। অস্ত্রের চেয়ে দরকার দ্রুত বোঝাপড়া, সহকর্মীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা। লালবাজারের দাবি, নিয়মিত মহড়ায় শৃঙ্খলা ও আত্মবিশ্বাস বাড়বে। সরকার বদলের পর পুলিশি সংস্কৃতি বদলের প্রথম ধাপ এটি। শাসক বদলালে বাহিনীর চেহারাও বদলায়, সেই বার্তাই দিচ্ছে নতুন নির্দেশিকা।

দ্বাদশের ফলে মেয়েদের দাপট, ফেলের হার বাড়ল

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাশের হারে ছেলেদের পিছনে ফেলল মেয়েরা। ১৩ মে প্রকাশিত হল কেন্দ্রীয় বোর্ডের দ্বাদশ শ্রেণির ফল। এবার পাশের হার ৮৫ শতাংশের কিছু বেশি। অথচ প্রায় ২ শতাংশ বেড়েছে অকৃতকার্যের সংখ্যা। পরীক্ষা নিয়ামক সন্যম ভরদ্বাজ জানিয়েছেন, মোট ১৮ লক্ষ ৫৭ হাজার ৫১৭ জন পরীক্ষা দিয়েছিল। ৯৪ হাজার ছাত্রছাত্রী পেয়েছে ৯০ শতাংশের বেশি। ৯৫ শতাংশের উপরে ১৭ হাজারের বেশি। কিন্তু ১ লক্ষ ৬৩ হাজারকে বসতে হবে সম্পূরক পরীক্ষায়। লিঙ্গভেদে ফারাক স্পষ্ট। মেয়েদের পাশের হার ৮৮ শতাংশ, ছেলেদের ৮২ শতাংশ। অঞ্চলভিত্তিক লড়াইয়ে সবার উপরে তিরুঅনন্তপুরম;৯৫.৬২ শতাংশ। তার পর চেন্নাই ৯৩.৮৪, বেঙ্গালুরু ৯৩.১৮। রাজধানীতে পূর্ব দিল্লি ৯১.৭৩, পশ্চিম দিল্লি ৯২.৩৪ শতাংশ। নব্বরের দৌড়ে মেয়েরা এগোলেও পিছিয়ে পড়া ছেলেদের সংখ্যা ভাবাচ্ছে। পাশাপাশি ফেলের হার বাড়ার পিছনে প্রশ্নপত্রের মান না মূল্যায়নের কড়াকড়ি, সেই বিতর্কও উসকে দিল এবারের ফল।

জোটে থেকেও দূরে, বামেদের বিঁধল শাসকদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্ষমতা হারানোর পর এবার বামেদের সঙ্গেই বাকযুদ্ধে জড়াল রাজ্যের প্রাক্তন শাসকদল। শনিবার রবীন্দ্রজয়ন্তীতে কালীঘাটের বাসভবন থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে সব বিরোধীকে একজোট হওয়ার ডাক দিয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। সিপিএম সাফ জানায়, তৃণমূলের হাত ধরবে না।

তার পালটা দিলেন দলের এক মুখপাত্র। মঙ্গলবার তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'জোটে যাব না বলছেন, অথচ ইন্ডিয়া ব্লকে তো আছেনই। সেখানে কংগ্রেস আছে, তৃণমূলও আছে, সিপিএমও আছে। থাকব না বলার মূল্য কী?' তাঁর দাবি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান ছিল হিংসা রুখতে একতার। কিন্তু বামেরা তা নাকচ করেছে। হুঁশিয়ারিও এল, 'ক্ষমতা থাকলে ইন্ডিয়া ব্লক ছেড়ে দেখা। ব্লকে তৃণমূল ভালো, আর বাংলায় বিপ্লবী পোস্ট?' কটাক্ষ, লেনিনের মূর্তি ভাঙা নিয়ে মিছিল নেই, অথচ এখনও তৃণমূলকে আক্রমণ।

বামেদের এক প্রবীণ নেতা পালটা বলেছেন, দুর্নীতি আর খুনের রাজনীতির সঙ্গে আপস নয়। বিধানসভা ভোটে হারের পর শাসকদল এখন বিরোধী আসনে। বামেদের কাছে হাত বাড়িয়েও প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফের পুরনো তিক্ততাই উসকে দিল। জোটের অঙ্কে তৃণমূল-বাম দূরত্বই স্পষ্ট হল আরও।

চিংড়িঘাটায় মেট্রোর কাজে দুই দফায় ১২০ ঘণ্টা ঘুরপথ

নিজস্ব প্রতিবেদন: চিংড়িঘাটায় কমলা লাইনের সেতু জোড়ার কাজে এবার দিক পাল্টাচ্ছে ই এম বাইপাস। কলকাতা পুলিশের নির্দেশে দুই দফায় মোট ১২০ ঘণ্টা ঘুরপথে চলবে গাড়ি।

প্রথম দফা শুরু ১৫ মে, শুক্রবার রাত আটটায়। চলবে ১৮ মে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত। এই ৬০ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে বাইপাসের পশ্চিম পাড়। উত্তরমুখী সমস্ত গাড়ি, সল্টলেক-বিমানবন্দরগামী যান এনএক্স হোটেলের সামনে থেকে মেট্রো সেতুর নীচে নতুন তৈরি ঘুরপথ ধরবে। চিংড়িঘাটা মোড় ছুঁয়ে ব্রডওয়ে হয়ে বিধাননগর। দক্ষিণমুখী গাড়ি অবশ্য পুরনো পথেই যাবে।

দ্বিতীয় দফা ২২ মে, শুক্রবার রাত আটটা থেকে ২৫ মে, সোমবার সকাল আটটা। এবার বন্ধ পূর্ব পাড়। দক্ষিণমুখী গাড়িকে চিংড়িঘাটা মোড় থেকে পশ্চিম পাড়ে পাঠানো হবে। সল্টলেক-নিউটাউন থেকে আসা গাড়ি চিংড়িঘাটায় কেবল বাঁয়ে ঘুরতে পারবে। উত্তরে যেতে হলে মেট্রোপলিটন মোড়ে ইউ-টার্ন। হাডকো, কাঁকুড়গাছি থেকে দক্ষিণমুখী পণ্যবাহী গাড়ি ঢোকা নিষেধ।

পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ জানিয়েছেন, ৩১৭ থেকে ৩১৯ নম্বর স্তম্ভের মাঝে অংশ বসাতে এই দিক বদল জরুরি। শহরের ধমনীতে দুই সপ্তাহান্ত জুড়ে যানজটের আশঙ্কা। মেট্রোর গতির জন্য কলকাতাকে দিতে হবে সময়ের দাম।

কলকাতা পুরসভার স্কুলে শিক্ষকরা ব্রাত্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাজ হারিয়ে দিশেহারা প্রায় ১০০ জন চুক্তিভিত্তিক পুর শিক্ষক। গত ১৮ এপ্রিল থেকে আচমকাই তাঁদের বসিয়ে দিয়েছে কলকাতা কর্পোরেশন। ভবিষ্যৎ জানতে মেয়র ফিরহাদ হাকিমের দরজায় গিয়েও ফিরতে হল খালি হাতে।

তৃণমূলের ১৫ বছরের শাসনে দ্বিতীয় দফায় পৌর প্রাথমিক স্কুলে এদের নিয়োগ হয়েছিল। চুক্তি ফুরোলেই নবীকরণ, এটাই ছিল রীতি। রাজ্যের নিয়মে বিএড, ডিএলএড বাধ্যতামূলক হলেও পুর শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ছাড় ছিল। কিন্তু সরকার বদলের পরেই ছবি বদলাল। শিক্ষা বিভাগের মেয়র পরিষদ সদস্য সন্দীপন সাহা জানালেন, বিষয়টি আইন বিভাগের কাছে। সবুজ সঙ্কেত এলেই সিদ্ধান্ত। অথচ শিক্ষকদের প্রশ্ন, ক্ষমতায় থাকতে অনিয়ম চোখে পড়েনি, এখন কেন এত সতর্কতা?

একদিকে একের পর এক স্কুল বন্ধ, পড়ুয়ার সংখ্যা তলানিতে। তার উপর শতাধিক শিক্ষককে বসিয়ে দেওয়ায় পুর প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা আরও ভাঙনের মুখে। রাজনীতির রঙ বদলালে নিয়মের ব্যাখ্যাও বদলায়, পুর শিক্ষকদের কান্না সেই সত্যই চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে।

সরকারি কোষাগারের অর্থ বণ্টনে স্বচ্ছতা আনতে এবং ভাতা প্রদানে সম্ভাব্য বেনিয়ম রুখতে কড়া পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, এবার থেকে ইমাম ও মোয়াজ্জিনদের সমস্ত ভাতা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমেই দেওয়া হবে। ওই পোর্টালের বাইরে কোনওভাবেই আর ভাতা প্রদান করা যাবে না।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ৪২ হাজার ইমাম এবং প্রায় ২৭ লক্ষ মোয়াজ্জিন সরকারি ভাতা পান। এই বিপুল সংখ্যক প্রাপকের তথ্য ও প্রয়োজনীয় নথি দ্রুত অনলাইন পোর্টালে আপলোড করার জন্য সংখ্যালঘু দফতরের সচিব ডঃ পিবি সেলিমকে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সম্পাদকীয়

ভাতার প্রয়োজন আছে, তবে সঙ্গে সুশাসন ও উন্নয়নও আবশ্যক

মাত্র ৬ দিন হল শপথ নিয়েছে বাংলার নতুন সরকার। কাজ শুরু করেছে দিন চারেক। এরই মধ্যে একাধিক জনমুখী ও সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পের ঘোষণা করেছে বাংলার প্রথম বিজেপি সরকার। নির্বাচনী ইস্তাহার মেনে সরকার মহিলাদের জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয় অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার ও ফ্রিতে বাসযাত্রা শীঘ্রই শুরু করতে চলেছে। আর এই দুই প্রকল্পের ঘোষণাতেই পালের হাওয়া উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে রাজ্যের মহিলারা মাসিক তিন হাজার টাকা করে ভাতা পাবেন। যা পূর্বতন সরকারের চালু করা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেড় হাজার টাকার ডাবল। সেই সঙ্গে বোনাস হিসেবে তাঁরা পাচ্ছেন সারা রাজ্যে ফ্রিতে সরকারি বাসযাত্রা। এই দুই প্রকল্পের ঘোষণায় খেলা ঘুরে গিয়েছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিকমহল। এর আগে একুশের নির্বাচনী প্রচারে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-এর ঘোষণা করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই অস্ত্রে একচেটিয়া মহিলা ভোট গিয়েছিল তৃণমূলের বাক্সে। একুশের ভোটে বাজিমাত করার অন্যতম কারণ ছিল এটি। ক্ষমতায় এসেই তৃণমূল সরকার চালু করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। পরে তা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই অস্ত্রেই তারা চব্বিশের লোকসভা ভোটে এই রাজ্যে বাজিমাত করে। এরপরই উন্নয়ন নয়, ভাতাকেই হাতিয়ার করে ফেলে মমতা অ্যান্ড কোং। তাই ছাব্বিশের আগে সেই ভাতা অস্ত্রেই শান দেয় তারা। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-এ টাকার অঙ্ক বাড়ানোর পাশাপাশি চালু করা হয় যুবসাথী নামে আরও একটি প্রকল্প। কিন্তু এভাবে শুধু ভাতায় যে কিছু হয় না, সেটা এদের কে বোঝাবে! সেটাই প্রমাণিত হল ফলাফলে। ভাতার গোলকধাঁধায় আটকে গেল তৃণমূল। উল্টোদিকে বিজেপি একদিকে যেমন ফ্রিতে বাসযাত্রা, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার চালু করার ঘোষণা করেছে, পাশাপাশি একাধিক উন্নয়নমুখী সিদ্ধান্তেরও ঘোষণা করেছে। সেই সঙ্গে এই কয়েকদিনেই একাধিক প্রশাসনিক সংস্কারের ঘোষণাও করেছে বর্তমান সরকার। কারণ, প্রশাসন জানে, ভাতার প্রয়োজন আছে, কিন্তু সুশাসন, উন্নয়নও আবশ্যক।

বাস ভ্রমণে মহিলা মুফতেও সদাসর্বদা প্রবঞ্চিত বঙ্গযাত্রী

সুবীর পাল

সরকারি স্তরে রাজ্যের সরকারি বাসে মহিলা যাত্রীদের জন্য বিনামূল্যের সুহানা সফর ব্যবস্থা এই প্রথম সবার নজর কাড়লেও সর্বসাধারণের জন্য বিনা পয়সায় বাস পরিষেবার উদাহরণ এ রাজ্যে কিন্তু আগেও ছিল। যদিও তা চালু ছিল সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে এবং সাময়িক সংকটজনক পরিস্থিতিতে। যা আমাদের প্রকৃতই চমকে দেয় বৈকি। সংগঠনটির নাম 'জাতীয় বাংলা সম্মেলন।' ২০২১ সালের ১ জুলাই তাদের পক্ষ থেকে শুরু করা হয়েছিল 'জয় বাংলা বাস পরিষেবা।' হাওড়ায় ও কলকাতায় এই বাস পরিষেবা সচল থাকে একেবারে আপৎকালীন সময়ে। এই পরিষেবার অভিনবত্ব এখানেই যে, বাসযাত্রীদের ভাড়া দিতে হতো না বাস সফর কালে।। সম্পূর্ণ ফ্রি বাসের ভাড়া। সামাজিক প্রয়োজনে এই বাস হামেশা চলেছিল হাওড়া ও কলকাতার একাধিক অঞ্চলে। করোনা মহামারীর সময়কালে। বিনামূল্যে বাস যাত্রার দৃষ্টান্ত কিন্তু পৃথিবীর বহু ভূখণ্ডে উদাহরণ হিসেবে থেকে গিয়েছে। ধরাই যাক জার্মানির দুই শহরতলী টিনবারগেন ও রিউটলিংগেনের কথা। এখানে পরীক্ষামূলক ভাবে যাত্রীদের কাছ থেকে বাসের কোনরূপ ভাড়া নেওয়া হয় না। দুটি শহরের সর্বত্র এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে এখনও পর্যন্ত। জনগণের জন্য ফ্রি বাস সার্ভিস রয়েছে ফ্রান্সের দুটি শহরেও। সেই শহরগুলি হলো ডানকার্ক এবং নিওর্ট। এখানেও বাসে চড়তে যাত্রীদের ভাড়ার অর্থ গুনতে হয় না এক কানাকড়িও।

রাজ্য সরকারের সামপ্রতিক জনমোহনী প্রকল্প ঘোষণা। সঙ্গে বাসভাড়া সংক্রান্ত সরকারি পরিবহণ দফতরের আরটিএ'এর ধারাবাহিক ঘুঘুর বাসা। এই দুয়ের স্যান্ডউইচে রাজ্যবাসীর অবস্থা যে 'কভি খুশি কভি গম।'

শুনো শুনো ভাইসব শুনো দিয়া মন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন কিছুক্ষণ। মহিলাদের ভ্রমণে টিকিট লাগিবে না আর। রাজ্য সরকারী বাসে উঠিলে এ নিয়ম লাগু এবার।

বাহ্ বাহ্ এতো চমৎকার ঘোষণা। 'আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে। আজ ঘরের বাঁধন ছেড়ে মোরা

হয়েছি স্বাধীন, আহা হয়েছি স্বাধীন।' এতো সেই মহিলা উন্নয়ণের অঘোম বাক্যসম, 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার?' হ্যাঁ আজকের বঙ্গজ নারীর আনন্দের স্বাধীনতা পালনের বিশেষ অধিকার বলবৎ হয়েছে বাংলা অস্মিতার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিটি দিগন্তে। নবান্নের গৈরিক ক্যাবিনেট সভা থেকে। ২০২৬ সালের ১১ মে তারিখে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পৌরহিত্যে।

'সবই তো ভালোই হইলো গিয়া। কিন্তু পরন্তু...। আমজনতার লগে কি হইবো?' মানে মানে? প্লিজ একটু দাঁড়ান তো। কি যেন বললেন, 'কিন্তু পরন্তু' সঙ্গে আবার আমজনতার কি হবে, মানে? এ আবার কোন ধরণের হেঁয়ালি কথাবার্তা শুনি। এদিন তো আমাদের নবম মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শপথ গ্রহণের পর নবান্নে গেলেন। রাজ্য সরকারের প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠক সারলেন। সবশেষে সাংবাদিকদের সামনে বহু জনমুখী প্রকল্প লাগু করার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন। একইসঙ্গে তিনি এও জানালেন তাঁর বক্তব্যের মধ্যে, 'এবার থেকে আমাদের রাজ্যে চলমান সরকারি বাসে মহিলারা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন। এরজন্য নারীদের কোনও রকমের টিকিট কাটার প্রয়োজন নেই। এটা সরকারি সিদ্ধান্ত'।

রাজ্য পরিবহণের ক্ষয়িষ্ণু বেহাল অবস্থার মধ্যেই এই ঘোষণা যেন এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো। নারীর নিজস্ব বাঙালিয়ানা স্বভিমানের একান্ত সমর্থনে। ফলে বং নন্দিনী তো এই ঘোষণায় কুল কুল ফুল বিন্দাস বলাই যায়।

দেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে এ যাবৎ কালে রাজ্য পরিবহণ মানচিত্রে এতকাল রাজ্য সরকারি বাসে চাপলে নারীদেরও পরিষেবা নিতে গেলে 'ছাড়ো কড়ি মাখো তেল' শর্তে ভ্রমণ করতে হতো। ফলে সরকারের এই নয়া নির্দেশিকা আদতে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি বাস সংক্রান্ত পরিবহণ ব্যবস্থার এক নতুন দৃষ্টান্তের মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত অবশ্যই হয়ে রইলো। এই পরিকল্পনাটি অবশ্য প্রথম জানান দেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় প্রাক্তন সভাপতি অমিত শাহ। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা ভোটের নিরিখে নিজস্ব দলের ইস্তেহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে। ফলে ভোটের ফলাফলে ভাজপা 'দোশো কি পাড়' হওয়ায় নয়া সরকার গঠন করেই ইস্তেহার বাস্তবায়িত করতে উঠেপড়ে লাগে বঙ্গ বিজেপি প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে।

তবে সরকারি স্তরে রাজ্যের সরকারি বাসে মহিলা যাত্রীদের জন্য বিনামূল্যের সুহানা সফর ব্যবস্থা এই প্রথম সবার নজর কাড়লেও সর্বসাধারণের জন্য বিনা পয়সায় বাস পরিষেবার উদাহরণ এ রাজ্যে কিন্তু আগেও ছিল। যদিও তা চালু ছিল সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে এবং সাময়িক সংকটজনক পরিস্থিতিতে। যা আমাদের প্রকৃতই চমকে দেয় বৈকি। সংগঠনটির নাম 'জাতীয় বাংলা সম্মেলন।' ২০২১ সালের ১ জুলাই তাদের পক্ষ থেকে শুরু করা হয়েছিল 'জয় বাংলা বাস পরিষেবা।' হাওড়ায় ও কলকাতায় এই বাস পরিষেবা সচল থাকে একেবারে আপৎকালীন সময়ে। এই পরিষেবার অভিনবত্ব এখানেই যে, বাসযাত্রীদের ভাড়া দিতে হতো না বাস সফর কালে।। সম্পূর্ণ ফ্রি বাসের ভাড়া। সামাজিক প্রয়োজনে এই বাস হামেশা চলেছিল হাওড়া ও কলকাতার একাধিক অঞ্চলে। করোনা মহামারীর সময়কালে।

বিনামূল্যে বাস যাত্রার দৃষ্টান্ত কিন্তু পৃথিবীর বহু ভূখণ্ডে উদাহরণ হিসেবে থেকে গিয়েছে। ধরাই যাক জার্মানির দুই শহরতলী টিনবারগেন ও রিউটলিংগেনের কথা। এখানে পরীক্ষামূলক ভাবে যাত্রীদের কাছ থেকে বাসের কোনরূপ ভাড়া নেওয়া হয় না। দুটি শহরের সর্বত্র এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে এখনও পর্যন্ত। জনগণের জন্য ফ্রি বাস সার্ভিস রয়েছে ফ্রান্সের দুটি শহরেও। সেই শহরগুলি হলো ডানকার্ক এবং নিওর্ট। এখানেও বাসে চড়তে যাত্রীদের ভাড়ার অর্থ গুনতে হয় না এক কানাকড়িও।

এত না হয় বিশ্বের নানা শহরের কথা জানা গেল। কিন্তু তাই বলে একটা গোটা দেশে বাসের ভাড়া পুরোপুরি ফ্রি সকলের জন্য, এমনটা হয় নাকি? হয় হয়। 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি' একমাত্র লুক্সেমবার্গ ছাড়া। বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও এটাই ধ্রুব সত্যি। ২০২০ সালের ১ মার্চ থেকে এখানকার গণপরিবহণ ব্যবস্থা পুরোপুরি ফ্রি। একমাত্র প্রথম শ্রেণির রেলে চাপতে গেলে এখানে ভাড়া দিতে হয়। অন্যথায় রেলের সাধারণ কোচ সহ ট্রাম এবং বাসে যাতায়াত করতে গেলে কোনও টিকিট কাটতে হবে না। এই দেশের প্রতিটি পরিবহণ পরিষেবা এখানে সচল রয়েছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। দেশের প্রতিটি নাগরিক, পর্যটক এমনকি বিদেশীদের জন্যেও এখানকার কোনও বাসে কোনও ভাড়া গুনতে হয় না। সারা দেশ ব্যাপী এমন উদাহরণ এযাবৎ বিশ্বে এই একটিই।

বাসের ভাড়া প্রসঙ্গে আরও বিস্ময়কর কাহিনী রয়েছে এই বসুন্ধরায়। ইন্দোনেশিয়ার সুরাবায়া হলো একটি সামুদ্রিক বন্দর শহর। এখানকার আখ্যান তো আরও চমকপ্রদ। বাসে উঠে এক হাতে ভাড়ার মূল্য হিসেবে প্লাস্টিক বর্জ্য দিন অন্য হাতে টিকিট নিন এক্কেবারে ধক্কাস মুড়ে। যদি আপনি পাঁচটা প্লাস্টিক বোতল বা দশটা প্লাস্টিক চায়ের কাপ কন্ডাক্টরকে দিতে পারেন তবে পরিবর্ত হিসেবে সুরাবায়ার যে কোনও স্থানে বাসে চেপে দুই ঘণ্টা ভ্রমণ করতে পারবেন একদম নিশ্চিন্তে। পৃথিবীর এই ধরাতলে এমন পরিবেশ সচেতন বাস সার্ভিস আর দ্বিতীয়টি নেই।

এবার না হয় একটু উগান্ডার 'মাতাতু' মিনিবাস নিয়ে আলোচনায় মনোনিবেশ করা যাক। মাতাতু মিনিবাস পরিষেবায় নির্দিষ্ট কোনও ভাড়া নির্ধারিত নেই। চলমান মিনিবাসে বহমান যাত্রীদের সঙ্গে ভাড়া সংগ্রাহকের বাসের টিকিট কাটার প্রসঙ্গে তৎক্ষণাৎ আলোচনার মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ করা হয়। জনে জনে পৃথকে পৃথকে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যে। একই বাসে নানা যাত্রীর জন্য নানা মূল্য একই দূরত্ব সফরের জন্য। কি অদ্ভুত পরতে পরতে চমকে চমকে। বাস ভাড়ার এমন চলতি উপাখ্যানে।

এবার ফেরা যাক সেই সংলাপ 'কিন্তু পরন্তু' আক্ষেপের গড্ডালিকায়। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বেসরকারি বাসে বা মিনিবাসে চাপলে আবালবৃদ্ধবনিতা কিন্তু ভাড়া দিতে বাধ্য হোন। তা বেশ তো। বাসে চাপবেন ভাড়া দেবেন না, এটা হয় নাকি? এটা তো মামাবাড়ির আব্দার হতে পারে না। তাহলে আসল সমস্যাটা কোথায়? আলবাৎ সমস্যা আছে বুঝলেন। চোখের থেকে কালো চশমাটা একটু খুললেই স্পষ্ট দেখতে পাবেন আসলি সমস্যার শিকড় কতদূর বিস্তৃত। বিগত সরকারের স্বেচ্ছাচারী বদান্যতায়। সবখানেই বেনিয়মের ঘুঘুর বাসা যেন ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রয়ে গেছে বুঝলেন। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তো একদা তৃণমূল সরকারের পরিবহণ মন্ত্রীও ছিলেন। আশা কথা, তিনি সবই জানেন। হয়তো যাত্রীদের এই দুর্দশা থেকে তিনি মুক্তির দূত হিসেবে এগিয়ে আসবেন অচিরেই।

এটা ঠিক, এখনও চাপা সমালোচনা শোনা যায় বেসরকারি বাসে বা মিনিবাসে চাপলে। রাজ্য জুড়ে যে ক্ষোভ এখনও ধিকধিক অবস্থায় রয়ে গেছে যাত্রীদের মুখে মুখে। সরাসরি পূর্বতন রাজ্য সরকারের পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে। যাত্রী সাধারণের অভিযোগ, 'কিছু বছর আগেও রাজ্য সরকার তথাকথিত বাস মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করে বাস ভাড়া নির্ধারিত করে দিত। সেই অনুযায়ী আরটিএ অনুমোদিত বাস ভাড়ার একটা প্রিন্টেড তালিকা প্রতিটি বেসরকারি বাসের এবং মিনিবাসের মধ্যে টাঙানো থাকতো। সেই চার্ট অনুযায়ী যাত্রীরা ভাড়া দিতে বাধ্য থাকতেন। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বের অধীনে এবং করোনা মহামারির সময়কাল থেকে বাস ভাড়া নির্ধারণের সেই সরকারি নিয়ন্ত্রণ কোনও এক অজানা কারণে এখনও পর্যন্ত পুরোপুরি বিলুপ্তির সাক্ষর বহণ করে চলেছে। সুতারাং বহু যাত্রীরা বাসে উঠে বিভ্রান্তির মধ্যে আজও সম্মুখীন হোন। হামেশাই খামখেয়ালী বর্ধিত ভাড়ার মূল্য নিয়ে তর্কাতর্কি লেগে যায় যাত্রী ও সংশ্লিষ্ট কন্ডাক্টরের মধ্যে। যাত্রীদের সাফ বক্তব্য, 'বাস মালিকেরা নিজেরা কয়েকজন মিলে বর্তমানে একতরফা ভাবে ঠিক করেন ভাড়া কত পরিমাণ তাঁরা সংগ্রহ করবেন। যেখানে সরকারি স্তরে কোনও লাগামের চিহ্ন পর্যন্ত থাকে না।

এইসব অন্যায় বায়নাক্কা মানা যায় না। রাজ্য সরকারের এই বিষয়ে আগের মতো নিয়ন্ত্রণ থাকা অতি আবশ্যক সাধারণ যাত্রীদের স্বার্থের কথা ভেবে।'

শুধু কলকাতা কেন বাস ভাড়া সংক্রান্ত এহেন নানারূপ নিত্য অশান্তি এ রাজ্যের বিভিন্ন শহর ও প্রান্তিক গঞ্জগুলির মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে একেবারে ক্রনিক সংক্রমণের অনুকরণে। অনেকেই ক্ষোভ উগড়ে বলে থাকেন, 'বিগত সরকার নাগরিক যাত্রীদের স্বার্থ অন্ধকারে রেখে বাসমালিকদের হাতে ব্ল্যাঙ্ক চেক ধরিয়ে দিয়েছিল বাস ভাড়া আদায়ের ইস্যুতে। অসৎ উদ্দেশ্যে আরটিএ তালিকাকে হিমঘরে পাঠিয়ে।' এমতাবস্থায় এই অদ্ভুতুরে একতরফা ভাড়া সংগ্রহের বহমানতা আর কত দীর্ঘায়িত হবে, এই প্রশ্নটাও কিন্তু সংগোপনে আজও পোষণ করে চলেছেন সদ্য বাংলার নির্বাচনী ময়দানের ৯৩ ভোটদাতাদের অন্তরে অন্তরে। সুতরাং ইঙ্গিতটা কিন্তু যথেষ্ট স্পষ্ট! সমঝদার কে লিয়ে ইশারাই কাফি। অন্যথায় আবার আসিব ফিরে বিধানসভা ভোটের রূপে এই বাংলায় পাঁচ পাঁচটি বছর পরে।

শব্দছক ১৫৯

রবি দাস

■	১			২	■	৩	৪
৫		■	■	৬	৭	■	
	■	৮	৯	■	১০	১১	
১২	১৩			■	১৪		■
■	১৫		■	১৯			১৭
১৮			■	১৯		■	১৭
	■	২০	২১	■	■	২২	
২৩		■	২৪				■

পাশাপাশি: ১. ভিন্ন লিপিতে তর্জমা ৩. গন্ধ ৫. বানর ৬. নিষেধ ৮. অত্যন্ত ১০. ক্ষৌরকার ১২. ধারাবাহিকভাবে একের পরে এক ১৪. হাসি-তামাসা ১৫. তরণকরি ১৬. শিকার আক্রমণে জিভের লোলুপতা ১৮. কাঠের তৈরি লম্বা টুল ১৯. কাগজ মাপার উচ্চ একক ২০. তীরভূমি ২২. অভিব্যক্তি ২৩. পূর্বে জানা গ্রহসংখ্যা ২৪. কামার জাতি

ওপর-নিচ: ১. অক্ষর ২. লক্ষ্মীদেবী ৪. সর্বদা ৫. ময়ূরপুচ্ছ ৭. বিভিন্নপ্রকার ৮. পরিচিত নয় এমন ৯. শর ১১. ইষৎ রক্তবর্ণ ১৩. রত্ন-এর কাব্যরূপ ১৬ মালবহনের জন্য বড় স্থল যান ১৭. শ্রীকৃষ্ণ ১৮. মাহিনা ২১. অম্লস্বাদযুক্ত ২২. ওজন

সমাধান ১৫৮ — পাশাপাশি: ১. বিশ ৩. লালসা ৬. নাতনি ৮. কলি ৯. নাগাল ১০. করবি ১২. তারা ১৩. মুচি ১৪. শ্বসমান ১৬. লবাবি ১৮. পিতা ১৯. লিখিত ২১. বিতান ২২. দেনা

ওপর-নিচ: ১. বিনাশ ২. শত ৪. ললনা ৫. মালি ৭. নির্ভর ৮. কলতান ১০. কচিলতা ১১. বিশ্ববিধাতা ১৫. মাদুলি ১৭. যাতনা ১৮. পিসি ২০. খিদে

আজকের দিন

■ **১৯৪৮** — ইসরায়েলকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

■ **১৯৫৫** — সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আরও সাতটি সোভিয়েত-উপগ্রহ রাষ্ট্র ওয়ারশ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

■ **১৯৯২** — জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ভারত লিবারেশন টাইগার্স অফ তামিল ইলম (এলটিটিই)-কে নিষিদ্ধ করে।

জন্মদিন

মৃণাল সেন

১৯২৩ *বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক মৃণাল সেনের জন্মদিন।*

১৯৩৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ওয়াহিদা রহমানের জন্মদিন।*

১৯৮১ *বিশিষ্ট কমপিউটার বৈজ্ঞানিক প্রণব মিস্ত্রির জন্মদিন।*

চর্চাবাসর ১৪৭

বাংলা শব্দ কেদারা, যার অর্থ চেয়ার বা আসন, এর উৎস পর্তুগিজ ভাষা। পর্তুগিজ শব্দ 'cadeira' এসেছে প্রাচীন গ্যালিসীয়-পর্তুগিজ 'cadeira' থেকে , যার উৎস লাতিন 'cathedra'। ল্যাটিন শব্দ 'cathedra' প্রাচীন গ্রিক শব্দ καθέδρα (kathédra) থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার অর্থ 'আসন' বা 'চেয়ার'। কেদারাকে একটি 'বিদেশী শব্দ' হিসেবে বিবেচনা করা হয় যা বাংলায় আত্মীকৃত হয়েছে, যেমন আলমারি(armoire থেকে) বা জাবাব (jawab থেকে)।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই nicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সামশেরগঞ্জে হিংসায় ১২ জনের সাজা ঘোষণা জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জঙ্গিপুর: সামশেরগঞ্জে হিংসায় ঘটনায় দোষি সাব্যস্ত ১২ জনের সাজা ঘোষণা করল জঙ্গিপুর মহকুমা আদালত। এক পরিবারে অগ্নি সংযোগের ঘটনায় ওই ১২ জন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল বলে তদন্ত ও আদালতে শুনানির পর উঠে এসেছে। আগেই ওই ১২ জনকে দোষি সাব্যস্ত করা হয়েছিল। বুধবার সাজা ঘোষণা করলেন বিচারক। এদিকে, এদিন আদালতে রায় দানের পরই কান্নায় ভেঙে পড়েছেন সাজাপ্রাপ্তদের পরিবার। সরকারি আইনজীবী অমিত মুখার্জী বলেন, 'পুলিশ সঠিক সময়ে চার্জসিট দেওয়ায় কাস্টোডিয়াল ট্রায়াল শুরু হয়েছিল। বিচারক ১২ জনের বিরুদ্ধে

ভারতীয় ন্যায় সংহীতার ন'টি ধারায় অভিযোগ এনে দোষি সাব্যস্ত করে সাজা শুনিয়েছেন। প্রত্যেকের দশ বছর কারাদণ্ডের পাশাপাশি প্রত্যেককে ৬০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সরকারের পক্ষ থেকে ৩ লক্ষ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' প্রসঙ্গত, দোষিদের মধ্যে ৫ জন রয়েছে যারা হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাস হত্যাকাণ্ডে জড়িত। তাঁরা খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যে সাজাপ্রাপ্ত রয়েছে। সূত্রের খবর, ওয়াকফ আইন সংশোধনীর প্রতিবাদে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে রঘুনাথগঞ্জ থানা। সেদিন পুলিশের গাড়িতে আগুন ধরিয়ে বিক্ষোভ দেখায় প্রতিবাদীরা। অবাধে চলে ভাঙচুর। পরদিন ২০২৫ সালের ১২ মে উত্তাপের আঁচ গিয়ে আছড়ে পড়ে সামশেরগঞ্জে। আন্দোলনকারীরা হরগোবিন্দ দাস ও তাঁর ছেলে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করে। পরে ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে হিংসার সময় ১২ জন অভিযুক্ত সকলেই সামশেরগঞ্জের রানিপুর গ্রামের বলরাম পালের বাড়িতে চড়াও হয়। বলরাম ও তাঁর ছেলেকে ঘরে আটকে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। কোনোভাবে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসতে পারায় বাবা ছেলে প্রাণে বাঁচেন। তবে গুরুতর জখম হন। পরিস্থিতি সামাল দিতে কেন্দ্র বাহিনী মোতায়েন করা হয়। তদন্তভার যায় সিটিআইয়ের হাতে। বাবা ছেলে খুনের ঘটনায় জড়িত সাজাপ্রাপ্তরা জেল হেফাজতে রয়েছে। বলরাম পালের বাড়িতে অগ্নি সংযোগের ঘটনায় ১২ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাদের জেলা ও জেলার বাইরে বিভিন্ন রাজ্য থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই ১২ জনের মধ্যে পাঁচজন রয়েছে যারা বাবা ছেলে খুনের ঘটনায় জড়িত। সাজাপ্রাপ্তের মা সাইনা বিবি বলেন, তাঁর ছেলে এই ঘটনায় জড়িত নয়। পুলিশ তাকে ওডিশা থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে।

পুরশুড়াকে উন্নয়নের মডেল করার ডাক বিমান ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরশুড়া: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এবার পুরশুড়া বিধানসভা জুড়ে বিজেপির শক্তি প্রদর্শন। পুরশুড়া বিধানসভার ঘোলদিগরুই মোড় থেকে ফতেপুর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত বিশাল বিজয় মিছিল করল বিজেপি। পাশাপাশি হরিণখোলা অঞ্চলের কেষ্টপুর এলাকাতেও আলাদা করে বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয়। দুই জায়গাতেই উপস্থিত ছিলেন পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ঢল নামায় কার্যত উৎসবের চেহারা নেয় গোটা এলাকা। হাতে দলীয় পতাকা, মুখে 'পরিবর্তনের জয়', 'দুর্নীতিমুক্ত বাংলা গড়বো' সহ একাধিক স্লোগান তুলে মিছিল এগিয়ে যায়। বহু জায়গায় সাধারণ মানুষও রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে মিছিলকে স্বাগত জানান বলে দাবি বিজেপি নেতৃত্বের। ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত মিছিল পৌঁছালে সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত সভারও আয়োজন করা হয়। পরে হরিণখোলা অঞ্চলের কেষ্টপুর এলাকায় আরেকটি বিজয় মিছিলে অংশ নেন বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ। দলীয় নেতৃত্বের দাবি, এই মিছিল শুধুমাত্র রাজনৈতিক জয় উদযাপন নয়, মানুষের সমর্থনের প্রতিফলন। এদিন বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, 'পুরশুড়ার মানুষ সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও কাটমানির রাজনীতির বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। সাধারণ মানুষ উন্নয়নের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। তাই এই বিজয় মিছিল মানুষের জয়যাত্রা। আমরা মানুষের পাশে থেকে কাজ করবো এবং পুরশুড়াকে উন্নয়নের মডেল হিসেবে গড়ে তুলব।' তিনি আরও বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষ ভয় ও আতঙ্কের পরিবেশে ছিলেন। এখন মানুষ গণতন্ত্র ফিরে পাওয়ার আনন্দে রাস্তায় নেমেছেন। বিজেপি সরকার মানুষের নিরাপত্তা ও স্বচ্ছ প্রশাসনের জন্য কাজ করবে।' মিছিলে অংশ নেওয়া বিজেপি কর্মী সঞ্জয় দোলুই বলেন, 'এত বড় মিছিল পুরশুড়ায় আগে খুব কম দেখা গিয়েছে। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমেছেন। আমরা চাই এলাকায় শান্তি ও উন্নয়ন হোক।' বিজয় মিছিলকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় ছিল কড়া পুলিশি নজরদারি। যদিও কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর মেলেনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, পুরশুড়ায় বিজেপির এই শক্তি প্রদর্শন আগামী দিনের রাজনৈতিক সমীকরণে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

সরকার বদলাতেই যান নিয়ন্ত্রণে কড়া অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: নতুন সরকার গঠনের পরেই রাজ্যজুড়ে ট্রাফিক নিয়ম কার্যকর করতে কড়া পদক্ষেপ শুরু করেছে পুলিশ প্রশাসন। সেই নির্দেশ মেনে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট এলাকাতেও শুরু হয়েছে জোরদার ট্রাফিক অভিযান। বুধবার সকাল থেকেই দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে সংলগ্ন আম্বেদকর স্মরণী এলাকায় বিশেষ অভিযান চালায় ট্রাফিক বিভাগ। মূলত অটো ও টোটোতে অতিরিক্ত যাত্রী তোলা রুখতেই এই অভিযান বলে জানা গিয়েছে। নিয়ম ভাঙতে দেখা গেলেই গাড়ি আটক করে চালকদের সতর্ক করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বাইক আরোহীদের ক্ষেত্রেও নেওয়া হচ্ছে কড়া ব্যবস্থা। হেলমেট ছাড়া রাস্তায় বেরোলেই থামিয়ে সতর্ক করছেন ট্রাফিক কর্মীরা। পাশাপাশি ট্রাফিক আইন মেনে চলার জন্য সচেতনতার বার্তাও দেওয়া হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। পুলিশ সূত্রে খবর, আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান চলবে কমিশনারেটের বিভিন্ন এলাকায়। উদ্দেশ্য, পথ দুর্ঘটনা কমানো এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাকে আরও নিয়ন্ত্রিত করা।

বিজেপি করার অপরাধে ৫ কর্মীকে মারধর তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: সদ্য রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। সেই বিজেপি শাসনেই বিজেপি করার অপরাধে তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত ৫ বিজেপি কর্মী। তাদের মধ্যে গুরুতর আহত তিন জন। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার অন্তর্গত খাশবালান্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের দিহিগাছি গ্রামের ২২৭ নম্বর বুথে। স্থানীয় বিজেপি কর্মী ৪৫ বছরের নিত্যানন্দ পারুইয়ের অভিযোগ এলাকার তৃণমূল নেতা মনো মুণ্ডা লোকজন নিয়ে আচমকা এলাকায় বোমাবাজি করে। তার প্রতিবাদ করতেই স্থানীয় বিজেপি কর্মী নিত্যানন্দ পারুই-সহ তার পরিবারের প্রায় পাঁচ জনকে মারধর করে তৃণমূল কর্মীরা। ঘটনায় আহত হয় পাঁচ জন যাদের মধ্যে নিত্যানন্দ পারুই, নমিতা পারুই এবং পরিতোষ সরদার অর্থাৎ এই তিন জনের আঘাত গুরুতর। বাকিদের গ্রামেই স্থানীয় ক্লিনিকে চিকিৎসা করা হয়। এই ঘটনায় প্রায় ৫ জন বিজেপি কর্মী আহত হয়েছেন। ইতিমধ্যে পরিবারের অন্যান সদস্যরা আহত ওই বিজেপি কর্মীদের উদ্ধার করে হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। আহত বিজেপি কর্মীরা জানিয়েছেন, তারা চিকিৎসা করিয়ে হাড়োয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং দোষীদের কঠোর শাস্তিরও দাবি করেছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিজেপি শাসনে বিজেপি কর্মীদের উপর আক্রমণের ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করে বলা হয়েছে এরসঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। এটি ব্যক্তিগত গন্ডগোলের বহিঃপ্রকাশ। তবে বিজেপির দাবি, 'তৃণমূল পরিকল্পিতভাবে বিজেপি কর্মী ও তাদের পরিবারের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। আমরা এর যোগ্য জবাব দিতে পারি। কিন্তু সেটা আমরা করবো না। আইননত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

আগ্নেয়াস্ত্র সহ-ধৃত পঞ্চায়েত সদস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: আগ্নেয়াস্ত্র-সহ এক পঞ্চায়েত সদস্যের গ্রেপ্তারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। কালনা থানার পুলিশ মঙ্গলবার গভীর রাতে হানা দিয়ে ওই পঞ্চায়েত সদস্যকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত পঞ্চায়েত সদস্য মুজিবর রহমান মণ্ডল ওরফে কচি। তাঁর বাড়ি কালনা ১ নম্বর ব্লকের নান্দাই গ্রাম পঞ্চায়েতের খরিনান পশ্চিমপাড়া গ্রামে। জানা গিয়েছে, তিনি নিজের গ্রামেরই তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। তার বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয় আগ্নেয়াস্ত্র। ধৃতের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করেছে কালনা থানার পুলিশ।

PUBLIC NOTICE
BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR, EASTERN REGION

In the matter of Companies Act, 2013 and rules made thereunder And In the matter of Section 12(5) of the Companies Act, 2013 And In the matter of Kaviraj Apparels Private Limited, CIN : U18209WB2019PTC235351 Having Its Registered Office at 50, Cotton Street, Kolkata - 700007

Notice is hereby given that the Company proposes to make an application to the Regional Director, Eastern Region, under Section 12(5) of the Companies Act, 2013, for seeking permission to change its Registered Office from **50, Cotton Street, Kolkata - 700007** (Jurisdiction of ROC I) to **1&2, Madhavpur Road, Nilganje, North 24 Parganas 700121** (Jurisdiction of ROC II) within the State of West Bengal.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change may intimate their nature of interest and grounds of opposition to the Regional Director, Corporate Bhawan, 6th floor, Plot no. IIIF/16, Action Area-IIIF, New Town, Rajarhat, Kolkata - 700135 within 21 (twenty-one) days from the date of publication of this notice, with a copy to the Company at its registered office at the address mentioned above.

For and on behalf of
Kaviraj Apparels Private Limited
Lakshya Agarwal
(Director)
Date : 08/04/26
Place : Kolkata
DIN : 09378454

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

মেসার্স ফেয়ারওয়েলথ হাউসিং প্রাইভেট লিমিটেড (সিআইআরপি অধীন)
এবং গ্রাহক /গৃহ ক্রেতাগণ
CIN: U70200HR2009PTC039709
মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, চণ্ডীগড় বেঞ্চ-২
CP (IB) No. 627/Chd/Hry/2019

ফেয়ারওয়েলথ হাউসিং প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস ৬৫১-৬৫২, উদ্যোগ বিহার ফেজ-৫, গুরুগাঁও, হরিয়ানা, ভারত - ১২২০০১ এবং প্রকল্প -ঠিকানা -খসড়া নং ৬০৪, ৬০৫, ৬০৬, ৬০৭, ৬১৫, গ্রাম ধিরিয়াবাস, এসআরও তাপুকারা, তিজারা, আলওয়ার, ভিওয়ান্দি, রাজস্থান কর্পোরেট দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়া অধীন উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ০১.০৬.২০২২, মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, বেঞ্চ -২, চণ্ডীগড় কর্তৃক এবং নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে নিযুক্ত। মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, চণ্ডীগড় বেঞ্চ উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ১৭.০২.২০২৬ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারীকে সংশ্লিষ্ট সকল অবশিষ্ট গ্রাহক/গৃহ ক্রেতাগণকে নতুন করে তাদের দাবি আহ্বানের জন্য নোটিশ প্রকাশের।

যেহেতু প্রস্তাব প্রক্রিয়া চলছে, মেসার্স ফেয়ারওয়েলথ হাউসিং প্রাইভেট লিমিটেডের, গৃহ ক্রেতাগণ/বন্টিত গ্রাহকগণ যারা তাদের দাবি দাখিল করেননি তাদের পুনরায় সিএ ফর্মে তাদের দাবি দাখিলের আহ্বান জানানো হচ্ছে প্রামাণ্য নথি সহ এই নোটিশ প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে নিম্নোক্ত ইমেলে । কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে প্রস্তাব পেশাদারের সঙ্গে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করা যাবে।

শ্রী সঞ্জু কুমার প্রস্তাব পেশাদার
ঠিকানা : ৭০৭, ইন্দ্র প্রকাশ বিল্ডিং, বারাখাম্বা রোড, নিউ দিল্লি -১১০০০১,
ইমেল ঠিকানা : fairwealth.cirp@gmail.com

ডিউক কমার্স লিমিটেড
CIN - L51909WB1982PLC035425
রেজি. অফিস : হংকং হাউস, ২য় তল, ৩১ বি. বি. ডি বাগ (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০ ০০১
ওয়েবসাইট : dukecommerce.org ই-মেইল : duke.commerce@yahoo.com

ভৌত শেয়ার হস্তান্তরের আবেদনপত্র পুনঃদাখিলের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার বিজ্ঞপ্তি

শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, ৩০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার SEBI/HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 অনুসারে, ভৌত শেয়ারের হস্তান্তর অনুরোধ পুনরায় দাখিলের সুবিধার্থে ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৭ পর্যন্ত এক বছরের জন্য একটি বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে। এই সুবিধাটি ১ এপ্রিল ২০১৯-এর আগে দাখিল করা হস্তান্তর দলিলের জন্য উপলব্ধ, যা নথিপত্র/প্রক্রিয়া/বা অন্য কোনো কারণে প্রত্যাখ্যাত, ফেরত বা গৃহীত হয়নি। যোগ্য শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির রেজিস্ট্রার মেসার্স এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রা. লি. রসোই কোর্ট ৬ষ্ঠ তল, স্যার আর. এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০০১-এ অথবা কোম্পানি duke.commerce@yahoo.com এর কাছে তাদের পূর্বের অনুরোধগুলি পুনরায় দাখিল করতে পারেন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ এবং কোনো ত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করে, এক বছরের বিশেষ সময়সীমা অর্থাৎ ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭-এর মধ্যে কোম্পানির কাছে আবেদন করুন। উল্লিখিত সময়কালে হস্তান্তরের জন্য পুনরায় জমা দেওয়া সমস্ত শেয়ার (তালিকাভুক্ত কোম্পানির আরটিএ-তে বর্তমানে বিচারাধীন অনুরোধগুলি সহ) শুধুমাত্র ট্রান্সফার তথা ডিম্যাট মোডের মাধ্যমে প্রক্রিয়া করা হবে, অর্থাৎ হস্তান্তরের পরে এটি শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে ইস্যু করা হবে।

আমরা সেই সমস্ত উত্তরদাতাদের উৎসাহিত করছি যারা পূর্বে হস্তান্তরের অনুরোধ জমা দিয়েছেন কিন্তু বকেয়া ত্রুটির কারণে এখনও হস্তান্তরিত শেয়ার পাননি, তারা যেন বিনিয়োগকারীদের সুবিধার জন্য প্রতিষ্ঠিত এই বিশেষ সুযোগটি গ্রহণ করেন।

ডিউক কমার্স লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
গৌরব আগরওয়ালা
ডিরেক্টর
ডিন : ০০২০১৪৬৯
তারিখ : ১৩.০৫.২০২৬
স্থান : কলকাতা

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, বজবজ শাখা
১১/৫এ, হালদারপাড়া রোড, কলকাতা, পিন- ৭০০১৩৭
ইমেইল : Budgeb@bankofbaroda com
পরিশিষ্ট-৪, রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, বজবজ শাখার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **০৪.০৩.২০২৬** তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ **রাজু নস্কর এবং মৌমিতা নস্কর** -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত **৪৫,৪৬,২৩০.০০/- টাকা (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার দুইশত ত্রিশ টাকা মাত্র) ০৪.০৩.২০২৬ অনুযায়ী** তৎসহ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ প্রদানের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ হারে পরবর্তী সুদ এবং খরচ, চার্জ ও অন্যান্য ব্যয়সমূহ পরিশোধ করতে বলেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত অ্যাক্টের রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৩ মে, ২০২৬** তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **৪৫,৪৬,২৩০.০০/- টাকা (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার দুইশত ত্রিশ টাকা মাত্র) ০৪.০৩.২০২৬ অনুযায়ী** তৎসহ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ প্রদানের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ হারে পরবর্তী সুদ এবং খরচ, চার্জ ও অন্যান্য ব্যয়সমূহ **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, বজবজ শাখা** -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পদের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার থানা- বজবজ-এর অধীনে কপালিপাড়া ১ম লেন, মৌজা- জয়চণ্ডীপুর চড়িয়াল, জে.এল. নং- ১০, রে.সা. নং- ২০, তৌজি নং- ৩৫৩, খতিয়ান নং- ২০১৭ এবং ২০১৮, আর.এস. দাগ নং- ৬২১ এবং এল.আর. দাগ নং- ৮২০-এর অন্তর্ভুক্ত প্রায় **০২.৫৮ কাঠা** (কমবেশি) পরিমাপের জমির এবং তদুপরি দণ্ডায়মান কাঠামো সমেত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।

উক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:- উত্তরে- ৮ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের রাস্তা; **দক্ষিণে-** মিউনিসিপ্যাল ড্রেন; **পূর্বে-** অরুণ কুমার দে-এর সম্পত্তি; **পশ্চিমে-** অন্যদের জমি।

তারিখ: ১৩.০৫.২০২৬
স্থান: বজবজ
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ইমেল : zo.bardhaman@bankofindia.com

ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
রঘুনাথপুর শাখা
স্বর্ণ ঋণগ্রহীতাদের দ্বিতীয় আহ্বান নোটিশ

রেফা নং আরজিপি/নোটিশ/গোল্ড/০১ **তারিখ : ০৬.০৫.২০২৬**
রেজিস্টার্ড অ্যাকনলেজমেন্ট ডিউ

প্রতি,
শ্রীমতী দীপান্বিতা সরকার
ডব্লু ও : বিজয় দত্ত
ঠিকানা : ওয়ার্ড নং ১৩, পশ্চিম পল্লি, রঘুনাথপুর,
জেলা : পুরুলিয়া, পিন : ৭২৩১৩৩।
মাননীয় মহাশয়,

আপনার গোল্ড লোন এ/সি নং ৪৩৮১৭৭৬১০০০০১৯৯ পরিমাণ মঞ্জুরিকৃত ৮০,০০ টাকা
বর্তমানে বকেয়া অবশিষ্ট ৮৮০৭৮ এবং সুদ

অনুগ্রহ করে অবগত হোন যে ঋণ **৮০,০০০ টাকা (আশি হাজার টাকা)** মঞ্জুরিকৃত হয়েছিল আমাদের শাখা থেকে **১০.০৩.২০২৫** তারিখে স্বর্ণ অলংকার/রত্ন/মুদ্রা (রিং ১ টি, বালা ১ টি) মোট ওজন **১৪.২৭০ গ্রাম** এর দায়দ্ধতার দ্বারা।

পরিমাণ ৮৮.০৭৮ টাকা এবং অধার্য সুদ বর্তমানে বকেয়া ব্যাঙ্কের নিকট প্রদেয় সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্টে এবং সুদ। আপনাকে ব্যাঙ্কের সংশ্লিষ্ট ঋণ আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে **২১.০৬.২০২৬** তারিখের পূর্বে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে উক্ত স্বর্ণ অলংকার/রত্ন/মুদ্রা ব্যাঙ্ক দ্বারা বিক্রি করা হবে সংশ্লিষ্ট ঋণ পরিমাণ উশুলের জন্য বকেয়া এবং বিক্রয় প্রক্রিয়া তাৎক্ষণিক ব্যয় সংশ্লিষ্ট বিক্রয় প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য তাও উশুল করা হবে ব্যাঙ্কের দাবির সন্তোষজনক আদায়ের দ্বারা কোনও কারণে তা অপর্যাপ্ত হলে আপনার কাছ থেকে বাকি পরিমাণ আদায় করবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত
স্বা/-
সিনিয়র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, রঘুনাথপুর শাখা

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ইমেল : zo.bardhaman@bankofindia.com

বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কার/অলঙ্কার/মুদ্রার প্রকাশ্য নিলামের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নিম্নলিখিত স্বর্ণঋণগ্রহীতাগণ, তাঁদের আইনানুগ উত্তরাধিকারীগণ, স্বর্ণালঙ্কার/অলঙ্কার/মুদ্রার ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণ এবং সাধারণ জনগণকে জানানো যাচ্ছে যে, ব্যাংকের পক্ষ থেকে বারবার স্মারকপত্র/বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সত্ত্বেও, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাগণ ব্যাংকে তাঁদের বকেয়া পরিশোধ করছেন না।

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হচ্ছে যে, যদি তাঁরা **০২.০৬.২০২৬** তারিখ (শেষ কার্যদিবস)-এর মধ্যে তাঁদের নিজ নিজ স্বর্ণঋণ অ্যাকাউন্টে সমস্ত বকেয়া (আপ-টু-ডেট সুদ এবং সমস্ত খরচ, চার্জ/ব্যয় সহ) জমা দিতে ব্যর্থ হন, তবে **০৩.০৬.২০২৬ তারিখ সকাল ১০ ঘটিকা** থেকে তাঁদের বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কার/অলঙ্কার/মুদ্রা শাখা প্রাঙ্গণে প্রকাশ্য নিলামে তোলা হবে। এর জন্য, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের কোনো অসুবিধা বা ক্ষতির জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না এবং এই বিষয়ে কোনো ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো অভিযোগ বা আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

নিলামে অংশগ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিদের নির্ধারিত সময়/তারিখের পূর্বে শাখা ব্যবস্থাপকের কাছে জামানত হিসাবে **৫০০০ টাকা (পাঁচ হাজার টাকা)** জমা দিতে হবে। চূড়ান্ত নিলামে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের অবশ্যই ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ব্যাংককে সম্পূর্ণ অর্থ জমা দিতে হবে, অন্যথায় ব্যাংকে জমা দেওয়া তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে। নির্ধারিত নিলাম মূল্য কম বা অপর্যাপ্ত বলে প্রতীয়মান হলে, ব্যাংক কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই নিলাম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে। অধিকন্তু, প্রয়োজনে, ব্যাংক কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই উপরোক্ত নির্ধারিত নিলামের তারিখ, সময় বা স্থান পরিবর্তন করার অথবা তা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

অ্যাকাউন্ট নং এবং শাখা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঠিকানা	সোনার মোট ওজন
৪২০০৭৭৬১০০০১০৯০ এবং আসানসোল শাখা	সুরেন্দ্র কুমার গুপ্তা	পিতা বাচ্চু গুপ্তা, আবদুল তালিফ লেন,এমএইচ স্ট্রিট, সিটি হোটেল গলির নিকট, মুন্সি বাজার, ওয়ার্ড নং ১৩, আসানসোল -৭১৩৩০১	২৪.৯৫ গ্রাম

তারিখ : ১৩.০৫.২০২৬ স্থান : দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ -আইবিসি -২০১৬ অধীনে
অ্যামবে কোক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা লি (দেউলিয়াগ্রস্ত)
রেজিস্টার্ড অফিস : ১৩/২এ, প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, থানা ভবানীপুর, কলকাতা পব ৭০০০২৬

ঘোষণার তারিখ : ১৪.০৫.২০২৬, **ই-নিলামের তারিখ : ০১.০৬.২০২৬ সকাল ১০ টা থেকে বেলা ১২ টা পর্যন্ত**

(স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণ প্রতিটির জন্য ৫ মিনিটের শেষ ৫ মিনিটে ডাক এর প্রেক্ষিতে, নিলাম বিক্রয় সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত)

অ্যামবে কোক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) এর সম্পদ এবং সম্পত্তি মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল ' ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ উল্লেখ্য ০৭.০৩.২০২৫ তারিখের নির্দেশ অনুযায়ী কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর কর্তৃক বিক্রি করা হবে। বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাট ফর্মে **https://www.baanknet.com** মাধ্যমে।

সম্পদ	ব্লক	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা পরিমাণ	ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ
এলআর খতিয়ান নং ৪৯, ২৩০, ৩৯৮, ২২৫, ২৩২, ১৫৫, ২৭৩ এবং ২৮৪, মৌজা নাকরাজুড়িয়া, জেএল নং ২৬, থানা : সালানপুর, জেলা : বর্ধমান, প্লট নং ৬০২, ৬০৪, ৬০৯ এবং ৬১১/১১২৪। জমির এরিয়া ২ একর। দলিল নং ৯৩৯/২০১০ অনুযায়ী বিস্তারিত নির্দিষ্ট উল্লিখিত।	ব্লক -১	১,৭৫,০০.০০০ টাকা	১৭,৫০,০০০ টাকা	৫০,০০০ টাকা
প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি (স্ক্র্যাপ)	ব্লক -২,	১৭.৬ প্রতি কেজি	৫০,০০০ টাকা	১ টাকা প্রতি কেজি

ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাবলী নিম্নে বর্ণিত মতে :

১. ই-নিলাম শুধুমাত্র **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে"** এবং **"কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** পরিচালিত হবে।
২. সম্পদের বিবরণ, অনলাইন নিলাম বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্বলিত সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়ার নথি **https://www/baanknet.com** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। যেকোনো জিজ্ঞাসার জন্য যোগাযোগ নম্বর +৯১ ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেল আইডি - **support.baanknet@psballiance.com**
৩. সম্ভাব্য দরদাতারা পূর্বনির্ধারিত অ্যাপয়েন্টমেন্টের মাধ্যমে শ্রী বিজেন্দ্রর শর্মার সাথে যোগাযোগ করে ০১১-৪১৫৭৮৪১০ উপরে উল্লিখিত সম্পদগুলি সাইটে পরিদর্শন করতে পারবেন।
৪. আগ্রহী দরদাতাদের নির্ধারিত তারিখের আগে ই-নিলাম পোর্টালে তাদের ই-ওয়ালেটে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা দিতে হবে।
৫. আগ্রহী দরদাতাকে ই-প্রক্রিয়া নথিতে উল্লেখিত ই-নিলাম অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় নথি জমা দিতে হবে। এই পরিশিষ্টগুলির ফরম্যাট 'সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া' নথি থেকে নেওয়া যেতে পারে।
৬. সম্ভাব্য দরদাতারা এই মর্মে একটি অঙ্গীকারনামা দাখিল করবেন যে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনের ২৯এ ধারার অধীনে তাদের কোনো অযোগ্যতা নেই এবং যদি কোনো পর্যায়ে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়, তবে জমাকৃত বায়নার অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৭. লিকুইডেটর কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো পর্যায়ে যেকোনো বা সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার, অথবা ই-নিলাম স্থগিত/বিলম্বিত/বাতিল করার, অথবা নিলাম প্রক্রিয়া থেকে যেকোনো সম্পত্তি বা তার অংশবিশেষ প্রত্যাহার করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
৮. বিক্রয় সনদ/চুক্তি সফল দরদাতা বা তার মনোনীত ব্যক্তি/হস্তান্তরগ্রহীতার নামে জারি করা হবে এবং অন্য কোনো নামে জারি করা হবে না।
৯. এই বিক্রয় ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্সি কোড ২০১৬-এর বিধানাবলী, অর্থাৎ বিশেষত ২৯এ ধারা এবং সফল দরদাতা এবং/অথবা তার মনোনীত ব্যক্তি/হস্তান্তরগ্রহীতার জন্য এর অধীনে প্রণীত প্রবিধানাবলীর অধীন হবে।
১০. লিকুইডেটর কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই, যেকোনো সময়ে এবং যেকোনো দিক থেকে, এই আমন্ত্রণপত্রটি সংশোধন এবং/অথবা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
১১. এই বিক্রয়টি মাননীয় এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চের বর্তমানে বিচারাধীন আইএ ৮৪৩/২০২৫-এর চূড়ান্ত ফলাফলের উপর নির্ভরশীল।
১২. সকল সম্ভাব্য দরদাতাকে এতদ্বারা দৃঢ়ভাবে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, তাঁরা যেন ই-প্রক্রিয়ার নথিগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে এবং নিজেদের যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমে সম্পদের সকল বিবরণ [illegible]

স্বা/-
সিএমএ বিজেন্দ্র শর্মা
লিকুইডেটর- মেসার্স অ্যামবে কোক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-003/IP-N00003/2016-2017/10022
রেজি. অফিস : ভিজারএনএ ইনসলভেন্সি প্রফেশনালস এলএলপি
বিল্ডিং নং ১১, ৪র্থ তল, হরগোবিন্দ এনক্লেভ, বিকাশ মার্গ, দিল্লি-১১০০৯২
প্রসেস ই-মেইল আইডি : cirp.acipl@gmail.com
ফোন : ০১১-৪১৫৭৮৪১০
রেজি. ইমেইল আইডি : vijender@vsa.net.in
এএফএ বৈধ ৩১.১২.২০২৬ পর্যন্ত
তারিখ : ১৪-০৫-২০২৬
স্থান : কলকাতা

TATA টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
রেজি. অফিস : ১২তম তল, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গণপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার প্যারেল, মুম্বই-৪০০০১৩
CIN: U65990MH1991PLC060670
টেলিফোন ৯১ ২২ ৬৬০৬ ৯০০০; ওয়েবে www.tatacapital.com
দাবি বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ("অ্যাক্ট")-এর ধারা ১৩ (২) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ ("রুলস")-এর রুল ৩ অনুযায়ে।

[illegible]

লোন অ্যাকাউন্ট নং (এ)	ঋণগ্রহীতা(গণ)/আইনগত উত্তরাধিকারী(গণ)/আইনগত প্রতিনিধি(গণ)-এর নাম (বি)	মোট বকেয়া দাবি (সি)	দাবি নোটিশের তারিখ এবং এনপিএ-র তারিখ (ডি)	নিরাপত্তা স্বার্থ (ই)
1000208596, COD0069, COD0070, COD0071, COD0072	১. অভিজ্ঞ কনস্ট্রাকশন প্রা. লি. ..., ২. শ্রী ভাস্কর সরফ ..., ৩. শ্রী রামপ্রসাদ সরফ ..., ৪. শ্রীমতী কুসুমলতা সরফ ..., ৫. মহামায়া কমোসেল্স প্রাইভেট লিমিটেড ... Mahamaya.commosales@yahoo.co.uk	লোন অ্যাকাউন্ট ... [illegible]	১৩.০৫.২০২৬ এবং ১৩.০৫.২০২৬ যথাক্রমে	(ফকশিল এ-তে আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে)

[illegible]

তফসিল -এ

দফা ১ নোটিশ প্রাপক নং ৩ দ্বারা বন্ধকৃত সম্পত্তির বিবরণ, শ্রী রামপ্রসাদ সরফ — সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির বিবরণ নিম্নোক্ত মতে : [illegible]

দফা ২ নোটিশ প্রাপক নং ৩ দ্বারা বন্ধকৃত সম্পত্তির বিবরণ, শ্রী রামপ্রসাদ সরফ — [illegible]

দফা নং ৩ নোটিশ প্রাপক নং ৪ দ্বারা বন্ধকৃত সম্পত্তির বিবরণ, শ্রীমতি কুসুমলতা সরফ — [illegible]

দফা নং ৪ নোটিশ প্রাপক নং ৫ কর্তৃক বন্ধকৃত সম্পত্তির বিবরণ, মহামায়া কমোসেলস প্রাইভেট লিমিটেড — [illegible]

তারিখ : ১৩ মে ২০২৬
স্থান : মুম্বই
টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

মালদা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান পদত্যাগ না করায় সরকারি কাজে বিড়ম্বনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসতেই তৃণমূল জামানায় থাকা মালদা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। ১১ মে রাজ্য সরকারের এই নির্দেশিকা জারি হলেও মালদার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান বাসন্তী বর্মন পদত্যাগ করেন নি বলে অভিযোগ। এমনকি তিনি নিজের মোবাইলের সুইচ অফ করে রেখেছেন। চেয়ারম্যানের পদত্যাগ পত্র না মেলায় প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের বহু ফাইল ইতিমধ্যে জমা হতে শুরু করেছে। এমনকি দূর দুরান্ত থেকে অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকারাও মালদার সংশ্লিষ্ট অফিসে এসেও কোন কাজ করাতে পারছেন না বলেও অভিযোগ তুলেছেন। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যানের এমন ভূমিকা নিয়ে রীতিমতো অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক মলয় মণ্ডল। তিনি বলেন, 'চেয়ারম্যানের অফিস ঘরে তালা বন্ধ। গত ৪ মে থেকে তিনি আর অফিসে আসছেন না।'

উল্লেখ্য, ইংরেজবাজার শহরের অতুল মার্কেট চত্বরেই রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের অফিস। এখানেই রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যানের অফিস ঘর। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে মালদার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান পদের দায়িত্বে ছিলেন গাজল বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল নেত্রী বাসন্তী বর্মন। চেয়ারম্যানের একদিকে যেমন অফিস ঘরে তালাবন্দি এবং তিনি পদত্যাগ না করায় ইতিমধ্যে বিভিন্ন কাজে অনেক শিক্ষকেরা অফিসে এসে ফিরে যাচ্ছেন। দপ্তর থেকে ফোন করলে ফোন ধরছেন না বলে চেয়ারম্যান বলে অভিযোগ। মালদা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক মলয় মণ্ডল জানিয়েছেন, '১১ মে রাজ্য সরকার নির্দেশ দিয়েছে যে সমস্ত সরকারি পদ থেকে যারা দায়িত্বে ছিলেন তাদেরকে পদত্যাগ করতে হবে। সেই মতো রাজ্য শিক্ষা দপ্তর জেলার শিক্ষা দপ্তরগুলিকে আদেশ পাঠায়। সেক্ষেত্রে মালদা জেলাতেও ডিপিএসসি চেয়ারম্যানকেও পদত্যাগ করার কথা বলা হয়। কিন্তু আজও চেয়ারম্যান বাসন্তী বর্মন পদত্যাগ করেন নি। তিনি কোনরকম সহযোগিতা করছেন না।' মালদা জেলাতে ১ হাজার ৯৯২ টি প্রাথমিক স্কুল রয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকা মিলিয়ে রয়েছে প্রায় ৯ হাজার ৮৫ জন। তাদেরও কিছু ফাইল কাজকর্ম আটকে রয়েছে। এদিকে পুরো বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা কাউকে চেয়ার থেকে জোর করে নামাবো না। আমরা চাইছি যারা তৃণমূলের সময় চেয়ারে বসেছেন, তার বুদ্ধি সম্মতি হোক। সে নিজে চেয়ার থেকে সরে যাক।' তৃণমূলের জেলার মুখপাত্র শুভময় বসু বলেন, 'নতুন সরকার এসেছে। তাঁরা তাঁদের মতো পলিসি করছে। যদি রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী কেউ নিজের পথ থেকে সরে না দাঁড়ান তাহলে সেটা সঠিক নয়।'

তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির নামে তোলাবাজি!

বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই বন্ধ হল অবৈধ টোল ট্যাক্স

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: পঞ্চায়েত সমিতির নামে তৃণমূলের 'অবৈধ' টোল ট্যাক্স বন্ধ হল বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই। বছরের পর বছর ধরে খোলা আকাশের নিচে চলছিল টোল আদায়। চার চাকার গাড়ি পিছু ২০ টাকা এবং বড় গাড়ির ক্ষেত্রে ৫০ টাকা বা কখনও আরও বেশি টাকা নেওয়া হতো বলে অভিযোগ। দুর্গাপুর-ফরিদপুরের ধবনী এলাকায় পঞ্চায়েত সমিতির নামে এই টোল ট্যাক্স চালাতেন স্থানীয় তৃণমূল নেতারা, এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ সামনে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় সাত-আট বছর আগে একবার টেন্ডার হলেও পরে আর নতুন করে কোনও টেন্ডার হয়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক তৃণমূল নেতার দাবি, 'টেন্ডার শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও সামান্য কিছু টাকা দিয়েই মেয়াদ বেড়ে যেত। আর জোর জুলুম করে চলত টোল আদায়।' অভিযোগ, প্রতিবাদ করলেই হুমকি দেওয়া হতো। এমনকী আদায় হওয়া বেশিরভাগ টাকাই নেতাদের পকেটে চলে যেত। সবচেয়ে বড় বিতর্ক তৈরি হয়েছে টোল আদায়ের বৈধতা ঘিরে। যে রাস্তায় টোল নেওয়া হতো, সেটি পূর্ত দপ্তরের অধীন বলে জানা গিয়েছে। তাহলে পঞ্চায়েত সমিতি কীভাবে সেখানে টোল আদায়ের অনুমতি দিল? ৪ মে রাজ্যে বিজেপির জয়ের পরই আচমকা বন্ধ হয়ে যায় ওই টোল আদায়। তারপর থেকে আর কাউকে দেখা যায়নি টোল এলাকায়। একইভাবে হেতেডোবা এলাকায় চলা আরেকটি টোল ট্যাক্সও বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগেই বন্ধ হয়ে যায়। সরপি এলাকাতেও আরেকটি টোল ট্যাক্স চলতো সেটিও বন্ধ হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূলকে তীব্র নিশানা করেছেন আসানসোল সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক শ্রীদীপ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ,'তৃণমূল বিভিন্ন জায়গায় অবৈধভাবে তোলা আদায় করত। জোর করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হতো। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী হওয়ার পর অবৈধ কাজকর্ম বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই এখন তৃণমূল নেতারা ভয়ে পালিয়েছে।' যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন দুর্গাপুর-ফরিদপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কল্যাণ শো মণ্ডল। তাঁর দাবি,'টোলটি পঞ্চায়েত সমিতির অধীনেই ছিল। ৩১ এপ্রিল মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। এরপর সরকারি অনুমতি নিয়ে কিছুদিন চালানো হলেও, ৪ মে'র পর থেকে তা বন্ধ রয়েছে। নতুন করে টেন্ডার হবে কি না, তা এখনও ঠিক হয়নি।'

ভোট পরবর্তী হিংসায় কড়া পদক্ষেপ

গ্রেপ্তার জামালপুরের ২ তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করল পুলিশ। এলাকায় অশান্তি ছড়ানো এবং হিংসায় জড়িত থাকার অভিযোগে জামালপুর ব্লকের দুই প্রভাবশালী নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশের জালে ধরা পড়েছেন বেড়ুগ্রাম অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি শেখ সাহাবুদ্দিন ওরফে দানি এবং জামালপুর ব্লকের বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা তাবারক আলি মণ্ডল। এছাড়াও গ্রেপ্তার করা হয়েছে সাহাবুদ্দিনের গাড়িচালক শেখ মানিককে। পুলিশ সূত্রে খবর, নির্বাচন পরবর্তী সময়ে জামালপুর ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষিপ্ত অশান্তি ও হিংসার ঘটনা ঘটেছিল। সেই সমস্ত ঘটনায় সরাসরি যুক্ত থাকা এবং উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে এই দুই নেতার নাম উঠে আসে। দীর্ঘ তদন্ত এবং তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে পুলিশ মঙ্গলবার রাতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করে। জানা গিয়েছে, এই শেখ সাহাবুদ্দিন বেড়ুগ্রাম অঞ্চলের দীর্ঘদিনের অঞ্চল সভাপতি হিসেবে পরিচিত। এলাকায় তাঁর যথেষ্ট রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে। অন্যদিকে, তাবারক আলি মণ্ডল জামালপুর ব্লকের শ্রমিক সংগঠনের অন্যতম শীর্ষ নেতা। শ্রমিক মহলে তাঁর বড় প্রভাব রয়েছে। এছাড়াও শেখ মানিক গ্রেপ্তার হওয়া অঞ্চল সভাপতি শেখ সাহাবুদ্দিনের ব্যক্তিগত গাড়িচালক। অভিযোগ, অশান্তির সময় সাহাবুদ্দিনের সঙ্গী হিসেবে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। বুধবার সকালে ধৃতদের আদালতে পেশ করা হয়। এই গ্রেপ্তারির পর এলাকায় চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। নতুন করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য জামালপুর থানা ও সংলগ্ন এলাকায় পুলিশি টহলদারি বাড়ানো হয়েছে। বিরোধী শিবিরের পক্ষ থেকে এই গ্রেপ্তারিকে স্বাগত জানানো হলেও, ধৃত নেতাদের অনুগামী মহলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, আইন নিজের পথে চলবে এবং শান্তি বিঘ্নিত করার চেষ্টায় যারাই যুক্ত থাকবে, তাদের কাউকেই রেয়াত করা হবে না।

আসানসোল বাসস্ট্যান্ডে উন্নয়নের নামে কাটমানি বন্ধের হুঁশিয়ারি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল বাসস্ট্যান্ডে ডেভেলপমেন্ট ফি-র নামে বছরের পর বছর টাকা তোলার অভিযোগে তুলল বিজেপি। বিজেপি নেতৃত্বের স্পষ্ট দাবি, কোনও প্রকারেই কাটমানি তোলা যাবে না বাসের কাছ থেকে। উল্লেখ্য, বিগত প্রায় ১৫ বছর ধরে আসানসোল বাসস্ট্যান্ডে চলাচলকারী প্রতিটি বাস থেকে প্রতিদিন ১০ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হতো বাসস্ট্যান্ডের উন্নয়ন বাবদ। যা টেন্ডার মারফত আদায় করে সংশ্লিষ্ট সংস্থার মাধ্যমে আসানসোল পুরনিগমকে দেওয়ার কথা। বিজেপি নীলোৎপল হাজরার অভিযোগ, 'বাসস্ট্যান্ড উন্নয়নের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলা হলেও, সেই টাকার সঠিক হিসাব কখনও জনসমক্ষে আনা হয়নি। এত বছর ধরে যে টাকা তোলা হয়েছে, সেই টাকা যদি সত্যিই আসানসোল পুরনিগমে জমা হয়ে থাকে, তাহলে তার পূর্ণ হিসাব জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। বিজেপি সরকারের আমলে আর কোনও কাটমানি চলবে না। যে তুলবে সে জেলে যাবে, আর যে দেবে তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' আসানসোল বাস সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারি সুদীপ রায় বলেন, 'তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় যখন আসানসোল পৌর নিগমের মেয়র ছিলেন, তখন বাসস্ট্যান্ডের ডেভেলপমেন্ট কমিটি গঠন করা হয় পৌরনিগমের পক্ষ থেকে। তাতে বাস সংগঠনের প্রতিনিধিদের রাখা হয়। কিন্তু পরে সেই কমিটি ভেঙে

দেওয়া হয়। এবং এই কমিটি ভাঙার পর তাদের সংগঠনের কাউকে রাখা হয়নি।' তিনি আরও বলেন, 'আসানসোল বাসস্ট্যান্ডে মিনিবাস ও বড় বাস মিলিয়ে প্রায় পাঁচশোর বেশি বাস আসে। বাসস্ট্যান্ডে দিনে বাস রাখার জন্য ১০ টাকা এবং রাতে বাস রাখার জন্য ২০ টাকা নেওয়া হয়। কিন্তু এই টাকার হিসাব নিয়ে কোনও ধারণা নেই।' আসানসোল পৌরনিগমের ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল হক বলেন, 'প্রকৃত অভিযোগ পেলে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে। কোনরকম বেনিয়ম লক্ষ্য করা গেলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলরের বাড়ির সামনে উদ্ধার একাধিক আধার কার্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: আসানসোল পুরো নিগমের ১ নম্বর ওয়ার্ড জামুড়িয়ার নন্ডী গ্রামে প্রাক্তন কাউন্সিলারের বাড়ির সামনে পড়ে থাকতে দেখা যায় একাধিক আধার কার্ড ও বিভিন্ন নথিপত্র। বুধবার বিষয়টি জনসমক্ষে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে যাবতীয় নথিপত্র ও আধার কার্ডগুলি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এমন ঘটনায় বিজেপি নেতা নিরঞ্জন সিং অভিযোগ করেন, একজন প্রাক্তন কাউন্সিলরের বাড়ির সামনে থেকে এমন নথিপত্র উদ্ধার তৃণমূল শাসনে দুর্নীতির ছবিকেই স্পষ্ট করছে। কার্যত তিনি আরও দাবি করেন, কোনও বড় ধরনের দুর্নীতির লেনাদেনা এর সাথে যুক্ত রয়েছে। নিরঞ্জন বাবু প্রশাসনের কাছে এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়ে বলেন প্রশাসনিক তদন্তের পরই এই ঘটনার আসল সত্যতা উঠে আসবে।

তৃণমূল ছাড়লেন বাঁকুড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুজাতা মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পদ থেকে পদত্যাগ করার পাশাপাশি তৃণমূল ছাড়লেন সুজাতা মণ্ডল। বুধবার বাঁকুড়ার জেলা শাসকের দপ্তরে গিয়ে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি। পাশাপাশি তৃণমূল নেতৃত্ব ও ভোটকুশলী সংস্থার বিরুদ্ধে অভিমানের কথা জানিয়ে দল ছাড়ার কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি।

বাঁকুড়া তথা বঙ্গ রাজনীতির অন্যতম বর্ণময় চরিত্র সুজাতা মণ্ডল। বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁর প্রাক্তন স্ত্রী সুজাতা একসময় ছিলেন বিজেপির সক্রিয় কর্মী। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে আইনি বাধায় যখন সৌমিত্র খাঁ বিজেপি প্রার্থী হয়েও নিজের লোকসভা কেন্দ্র বিষ্ণুপুরে প্রচারে নামতে পারেননি। সেই সময় তাঁর হয়ে প্রচারে ঝড় তুলেছিলেন সুজাতা। কিন্তু একবছরের মাথায় তিনি দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন। সৌমিত্র খাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদও হয়ে যায়। ২০২১ সালে আরামবাগ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তাঁকে প্রার্থী করে তৃণমূল। কিন্তু জয়ের মুখ দেখতে পাননি। তবে ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিটে জিতে বাঁকুড়া জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ হন তিনি। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে তাঁকে তাঁর প্রাক্তন স্বামী সৌমিত্র খাঁর বিরুদ্ধে বিষ্ণুপুর লোকসভা আসনে প্রার্থী করে তৃণমূল। কিন্তু এবারও জয়ের মুখ দেখতে পাননি তিনি। এবার রাজ্যে পালাবদল হতেই সেই সুজাতা মণ্ডল অভিমানে দল ছাড়লেন। সঙ্গে ছাড়লেন বাঁকুড়া জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ পদও। দল ছাড়লেও আপাতত বিজেপিতে যাওয়ার তেমন ইঙ্গিত দেননি সুজাতা।

কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতি, ভেঙে গেল সমবায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্যতম সফল সমবায় সমিতি হিসেবে পরিচিত ছিল জবগ্রাম সমবায় সমিতি। কৃষকদের ঋণদান, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আর্থিক সহায়তা এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল এই প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বর্তমানে সেই সমবায়কেই ঘিরে উঠেছে কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ। আমানতকারীদের টাকা আটকে রাখা এবং সাধারণ মানুষকে হয়রানি করার মত বিস্ফোরক অভিযোগ উঠেছে। দীর্ঘদিন ধরে টাকা ফেরত না পেয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন গ্রাহক ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা। বুধবার সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হয় সমবায় চত্বরে।

টাকা ফেরতের দাবিতে এদিন জবগ্রাম সমবায় সমিতির সামনে বিক্ষোভে সামিল হন বহু আমানতকারী ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছন প্রশাসনিক আধিকারিকরা এবং নবনির্বাচিত বিধায়ক। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য অঞ্জু হেঁস অভিযোগ করেন, 'তাদের প্রায় ৭০ হাজার টাকা পাওনা ছিল। কিছু টাকা দেওয়া হলেও এখনও অনেকটাই বাকি।' সমবায়ের সদস্য ও কৃষক অখিল পালের দাবি, 'তৃণমূল জামানায় সমবায়ের ভিতরে ব্যাপক আর্থিক অনিয়ম হয়েছে। অভিযোগ, প্রাক্তন ম্যানেজার অনুপম নন্দী ও তৎকালীন সেক্রেটারি দেবপ্রসাদ দত্তের আমলে প্রায় আড়াই কোটি টাকার গরমিল তৈরি হয়েছে। যার জেরে কৃষকরা নতুন ঋণ পাচ্ছেন না এবং বহু আমানতকারী নিজেদের জমানো টাকা তুলতে পারছেন না।' এদিকে মঙ্গলকোটের নবনির্বাচিত বিধায়ক বলেন, 'মানুষ প্রতারিত হয়েছে। তদন্ত প্রায় শেষ পর্যায়ে। যারা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং সাধারণ মানুষের টাকা ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।'

সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: অপারেশন সিন্দুর নিয়ে কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রের মন্তব্যের প্রতিবাদে তাঁকে জনসমক্ষে নিঃস্বার্থ ক্ষমা চাওয়ার দাবি-সহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলে কৃষ্ণনগর এ সি জে এম আদালতে কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেন গৌরাঙ্গ দে নামে এক ব্যক্তি। যদিও মামলাকারীর বক্তব্য, 'রাজ্যের সেনাবাহিনী সারা বিশ্বের কাছে গর্বের। আর সেই সেনাবাহিনীকে নিয়ে কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র অপারেশন সিন্দুরের নামে সাংবাদিকদের কাছে যে মন্তব্য করেছেন, তারই প্রতিবাদে ভারতীয় নাগরিক হিসেবে এই মামলা দায়ের করা হল। মহুয়া মৈত্র প্রকাশ্যে সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে ক্ষমা চাক।' আদালত এদিন মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করেছে বলে আইনজীবী সূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও মামলাকারী গৌরাঙ্গদের বক্তব্য, 'আমরা দেশকে সম্মান করি। আমাদের দেশকে যাঁরা রক্ষা করছেন, সেই সমস্ত জওয়ানদের আমরা সম্মান করি। আর উনি কিভাবে বললেন 'শো কালড'?'

রবিশঙ্করের জন্মদিন উদযাপিত বীরভূমে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: আর্ট অফ লিভিং-এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের ৭০তম জন্মদিন উদযাপিত হল বীরভূম জুড়ে। রামপুরহাট, বোলপুরের পাশাপাশি সিউড়ি রবীন্দ্র সদনে সকালে পথচলতি মানুষদের সরবত বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় সিউড়ি রবীন্দ্র সদনে গুরুপুজন ও ভজন গান করেন পল্লব হালদার ও পিয়ালী সেনগুপ্ত। এর আগে সঙ্গীত পরিবেশন করে সংস্কার ভারতীর সিউড়ি শাখার শিল্পীরা।

পানীয় জলের বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে সাব-মারশিবল কলের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সরবরাহ করা হচ্ছিল পানীয় জল। কিন্তু বিদ্যুতের মিটারের বিল না দেওয়ায় এবং বেআইনি সংযোগ নেওয়ার জন্য শ্যামপুরের পথ তিনটি এলাকায় পানীয় জলের কলের সংযোগের বিদ্যুৎ লাইন বিচ্ছিন্ন করল বিদ্যুৎ দপ্তর। আর এর ফলে জল না পেয়ে হতাশ শতাধিক পরিবার। ঘটনাটি হাওড়া শ্যামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের।

ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের অভিযোগে সোচ্চার তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই হরিপাল এবং সিঙ্গুর বিধানসভায় বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে সোচ্চার হল তৃণমূল। মঙ্গলবার হুগলি গ্রামীণ পুলিশের দপ্তরে গিয়ে দলীয় কর্মীদের আক্রান্ত হওয়ার বিষয়ে অভিযোগ জানিয়ে স্মারকলিপি জমা দেন সিঙ্গুরের বিদায়ী বিধায়ক তথা তৃণমূল নেতা বেচারাম মান্না ও হরিপালের বিদায়ী বিধায়ক করবী মান্না। তাঁদের অভিযোগ, ভোটের ফল বেরোনোর পর থেকে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তৃণমূলের বহু দলীয় কার্যালয় দখল করে নিয়েছে। দলের নেতা-কর্মীদের মারধর এবং বাড়ি ভাঙচুর করা হচ্ছে। আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে অনেকেই বাড়িছাড়া। উদাহরণ হিসেবে বেচারাম জানান, 'হামলার ভয়ে সিঙ্গুর বিধানসভার চণ্ডীতলা ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি কুমুদ দাস বাড়িতে ঢুকতে পারছেন না। তাঁকে খুন করার হুমকি দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের বহু গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান এবং পঞ্চায়েত সদস্যরা এলাকায় ঢুকতে পারছেন না।'

গুড়াপে গোরু পাচার রুখল পুলিশ, ধৃত ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে এনএইচ ১৯ এবং ২৩ নম্বর রুটে নাকা তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। দু'টি সন্দেহভাজন গাড়িকে আটকানো হয়। তল্লাশি চালিয়ে দেখা যায়, অত্যন্ত খারাপভাবে ঠাসাঠাসি করে মোট ১০টি গোরু (প্রতিটিতে ৫টি করে) বোঝাই করা রয়েছে। চালক ও খালাসিদের কাছে গবাদি পশু পরিবহণের কোনও বৈধ কাগজপত্র বা নথি-না থাকায় পুলিশ তাদের তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করে এবং গোরু-সহ গাড়ি দু'টি বাজেয়াপ্ত করে। বেআইনি গরুপাচারের অভিযোগ হুগলির গুড়াপ থানার পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেন। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারেগবাদি পশুগুলি পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর এলাকা থেকে আনা হচ্ছিল।

বিজেপি কর্মী সন্দীপ ঘোষ খুনে দোষীদের শাস্তির বার্তা চন্দ্রশেখরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ২০১৮ সালের ৯ ডিসেম্বর খুন হন বিজেপি কর্মী সন্দীপ ঘোষ। ঘটনাটি কাঁকসার সরস্বতীগঞ্জের। ঘটনার দিন দলের কর্মসূচি শেষ করে রাতে বাড়ি ফেরার সময় দুষ্কৃতীদের গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল ওঠে। সন্দীপ ঘোষের খুনের ঘটনায় বেশ কয়েকজন গ্রেপ্তার হলেও পরে তারা জামিনে মুক্তি পায়। প্রায় আট বছর পর রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার ফের সেই ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তির দাবি জানান। এদিন সন্দীপ ঘোষের মূর্তিতে মাল্যদান করে তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন। চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, সন্দীপ ঘোষের খুনের ঘটনায় যারা যুক্ত রয়েছে তাদের কঠোরতম শাস্তি যাতে হয় তার জন্য তাঁরা লড়াই করবেন। পুনরায় কেস রিওপেন করে দোষীদের গ্রেপ্তার করে তাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

আশুতোষ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড

CIN: L51109WB1981PLC034037

রেজিস্টার্ড অফিস : গোদরেজ জেনেসিস, ১৪০৪, ১৫তম তল, ব্লক ইপি এবং জিপি, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১

ফোন নং : (০৩৩) ৪০৫২-৬০০০; ইমেল: asutosh@asutosh.co.in

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
	৩১.০৩.২০২৬	৩১.১২.২০২৫	৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬	৩১.০৩.২০২৫
	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যাদি থেকে মোট আয়	-	-	-	-	-
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব	(১.৮০)	(০.৮৮)	(১.৮৮)	৩৭৭.৭৪	৩৮১.০৬
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	(১.৮০)	(০.৮৮)	(১.৮৮)	৩৭৭.৭৪	৩৮১.০৬
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	(১.৮০)	(৩.৬৪)	(০.৮৮)	২৭৮.৯৮	৩১২.৫৯
মোট আনুপুঙ্খিক আয় (লাভ/ (ক্ষতি) সন্বিত সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)	(১.৮০)	(৩.৬৪)	(০.৮৮)	২৭৮.৯৮	৩১২.৫৯
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	২,৩৫২.৯০	২,০৭৩.৯১
মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)	(০.০৮)	(০.১৬)	(০.০৪)	১২.৪৫	১৩.৯৫

দ্রষ্টব্য : সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট (www bseindia com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www asutosh co in) -এ এবং নীচে দেওয়া কিউআর কোড স্ক্যান করেও ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১২ মে, ২০২৬

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
ভি. এন.আগরওয়াল
ডিরেক্টর

বেঙ্গল স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L70109WB1947PLC015087

রেজিস্টার্ড অফিস : গোদরেজ জেনেসিস, ১৪০৪, ১৫তম তল, ব্লক ইপি এবং জিপি, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১

ফোন নং : (০৩৩) ৪০৫২-৬০০০, ইমেল: bengalsteel@bengalsteel.co.in

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন					কনসোলিডেটেড				
	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
	৩১.০৩.২০২৬	৩১.১২.২০২৫	৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬	৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬	৩১.১২.২০২৫	৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬	৩১.০৩.২০২৫
	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	৬০.০০	৫৭.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	৬০.০০	৫৭.০০
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব	১৭.০৩	৯.২২	৭.৭০	৪০.৭৫	২১.২৬	১৬.৯৭	৯.১৫	৭.৬৭	৪০.৫০	২০.৮৮
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	১৭.০৩	৯.২২	৭.৭০	৪০.৭৫	২১.২৬	১৬.৯৭	৯.১৫	৭.৬৭	৪০.৫০	২০.৮৮
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	১৩.৮৮	৮.১৭	৬.৪৭	৩৪.২৮	১৭.৯১	১৩.৮২	৮.১০	৬.৪৪	৩৪.০৩	১৭.৫৩
বর্তমান সময়ের মোট আয় (এই সময়ের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য আয় (কর পরবর্তী))	১৩.৮৮	৮.১৭	৬.৪৭	৩৪.২৮	১৭.৯১	১৩.৮২	৮.১০	৬.৪৪	৩৪.০৩	১৭.৫৩
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	৫৫০.২৩	৫১৫.৯৫	-	-	-	৫৪৪.৮৮	৫১০.৮৫
মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)	০.২৮	০.১৭	০.১৩	০.৭০	০.৩৭	০.২৮	০.১৭	০.১৩	০.৬৯	০.৩৬

দ্রষ্টব্য : সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট (www bseindia com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www bengalsteel co in) -এ এবং নীচে দেওয়া কিউআর কোড স্ক্যান করেও ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে :

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১২ মে, ২০২৬

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
ভি. এন.আগরওয়াল
ডিরেক্টর

জ্বালানি সাশ্রয়ে নজিরবিহীন পদক্ষেপ গ্রহণ প্রধানমন্ত্রীর

কনভয়ের সংখ্যা কমিয়ে করা হল দুই

নয়াদিল্লি, ১৩ মে: পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের জেরে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকট সৃষ্টি হয়েছে। রবিবার জ্বালানি সাশ্রয়ে দেশবাসীকে একগুচ্ছ আর্জি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবার নজিরবিহীন পদক্ষেপ করে নিজেও সেই পথে হাঁটলেন। নিজের কনভয়ে গাড়ির সংখ্যা কমিয়ে একবারে ২-এ নামিয়ে আনলেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের জেরে যে সংকট তৈরি হয়েছে, তা চলে এসেছে ভারতের দুয়ারেও। এই পরিস্থিতিতে রবিবার দেশবাসীকে সংযমী হওয়ার বার্তা দিয়ে একগুচ্ছ আর্জি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

দিল্লিতে মোদীর এই সীমিত কনভয়ের একটি ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, দিল্লির রাস্তায় মোদীর সঙ্গে রয়েছে মাত্র দু'টি চারচাকা গাড়ি। সাধারণত প্রধানমন্ত্রীর কনভয়ে অ্যাম্বুল্যান্স, এসকর্ট ভ্যান, জ্যামার ইউনিট-সহ ১২ থেকে ১৫টি গাড়ি থাকে। কিন্তু জ্বালানি সাশ্রয়ে এসবই ছেঁটে ফেলে ছোট করা হয়েছে।

বুধবারই সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছিল, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা স্পেশ্যাল প্রোটেকশন গ্রুপ (এসপিজি)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁর কনভয়ের গাড়ির সংখ্যা ৫০ শতাংশ কমানোর জন্য। এই পদক্ষেপের জেরে নিরাপত্তায় যাতে কোনও খামতি না থাকে তা নিশ্চিত করে নির্দেশ বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি, আরও একটি সূত্রে দাবি করা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নিজের কনভয়ে বৈদ্যুতিন গাড়ির ব্যবহার বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। একইসঙ্গে এটাও জানিয়ে দিয়েছেন, বৈদ্যুতিন গাড়ি ব্যবহারের জন্য নতুন করে কোনও গাড়ি কেনা যাবে না। এই পরিস্থিতিতে শোনা গেল, প্রধানমন্ত্রীর কনভয়ে গাড়ির সংখ্যা দু'টি করে দেওয়া হয়েছে।

যুদ্ধের আবহে বেজিংয়ে ট্রাম্প

বেজিং, ১৩ মে: দ্বিতীয়বার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর প্রথমবার চিনে সফরে ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠকে যোগ দিতে বুধবার বেজিংয়ে পৌঁছন তিনি। মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এই সফরে রয়েছেন মার্কিন মুলুকের একদল ধনকুবের ব্যবসায়ী। ইরান সংঘাতের মধ্যে বিশ্বের দুই বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তির মুখোমুখি বৈঠকের দিকে নজর রয়েছে গোটা বিশ্বের। ট্রাম্পের সঙ্গে চিন সফরে রয়েছেন এলন মাস্ক এবং জেনসেন হুয়াংয়ের মতো ধনকুবের পুঁজিপতি। সূত্রের খবর, আমেরিকার বাণিজ্যিক সাফল্য নিশ্চিত করতে বাণিজ্য, প্রযুক্তি ও আন্তর্জাতিক সরবরাহে শৃঙ্খলা আনতে কথা হবে দুই দেশের মধ্যে। বেজিং বিমানবন্দরে ট্রাম্পকে স্বাগত জানান চিনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হান ঝেং। সঙ্গে ছিলেন চিনে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড পারডিউ, আমেরিকায় নিযুক্ত চিনের রাষ্ট্রদূত শি ফেং এবং চিনের নির্বাহী উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী মা ঝাওশু। বিমান থেকে নামতেই অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে সামরিক সম্মান জানানো হয় মার্কিন প্রেসিডেন্টকে। রেড কার্পেটে চিনা সেনার ব্যান্ড এবং নীল-সাদা ইউনিফর্ম পরা প্রায় ৩০০ চিনা যুবক স্বাগত জানায় ট্রাম্পকে। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কিন প্রেসিটেন্টের সঙ্গে দেখা করবেন জিনপিং।

ফের হিংসা মণিপুরে, একাধিক গাড়িতে দুষ্কৃতীর গুলি, নিহত ৩ যাজক

ইম্ফল, ১৩ মে: মণিপুরে অশান্তি থামার নেই। বুধবার কাংপোকপি জেলায় অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি একাধিক যানবাহনের উপর এলোপাথারি গুলিবৃষ্টি করে। এর জেরে গুলিবিদ্ধ হয়ে অন্তত ৩ যাজকের মৃত্যু হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে স্থানীয় জনতা। জাতীয় সড়ক ২ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

সূত্রের খবর, দু'টি গাড়িতে করে লামকায় একটি টিবিএ সম্মেলনে যোগ দিয়ে গিয়েছিলেন বিভিন্ন চার্চের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা। সেই অনুষ্ঠান শেষে চুড়াচাঁদপুর থেকে কাংপোকপি ফিরছিলেন। পথে তাঁদের উপর হামলা হয়। ঘটনা জানাজানি হতেই হইচই পড়ে যায়। জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বহু মানুষ। ব্যাপক যানজট তৈরি হয় মণিপুর-নাগাল্যান্ড সংযোগকারী রাস্তাটিতে। কাংপোকপি এবং সংলগ্ন কুকি-জো জনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোতেও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তিরা থাদৌ ব্যাপটিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের (টিবিএ) সঙ্গে যুক্ত। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন মণিপুর ব্যাপটিস্ট কনভেনশন জেনারেল সম্পাদক রেভারেন্ড ভি সিথলহো। অন্য দু'জন হলেন রেভারেন্ড ভি কাইগলুন এবং যাজক পাওগোলেন। গুলি চালানোর ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও পাঁচজন। তাঁরা হলেন রেভারেন্ড এসএম হাওপু, রেভারেন্ড হেকাই সিমতে, রেভারেন্ড পাওথাং। এছাড়াও মৃত্যু হয়েছে দুই গাড়িচালাক লালেন এবং গৌমাংয়ের। বুধবার দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ পালন করা হচ্ছে। এর থেকে চিকিৎসা ক্ষেত্র, সংবাদমাধ্যম, বিদ্যুৎ পরিষেবা, ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে বাদ রাখা হয়েছে। কুকি উপজাতিদের সর্বোচ্চ সংস্থা কুকি ইনপি মণিপুর (কেআইএম) এই হামলার নিন্দা জানিয়েছে।

মোদীর ডাকে সাড়া, যোগী রাজ্যে এবার ট্রেনে-বাসে চলবেন মন্ত্রী-সাংসদরা

লখনউ, ১৩ মে: পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের জেরে জ্বালানি সংকটের সিঁদুরে মেঘ ভারতের আকাশে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় দেশবাসীর কাছে জ্বালানি বাঁচানোর আর্জি জানাচ্ছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবার বড় ঘোষণা করলেন। এবার থেকে উত্তরপ্রদেশের সাংসদ-বিধায়কদের একদিন করে গণপরিবহণে যাতায়াত করতে হবে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক কর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন, এবার থেকে মন্ত্রী এবং ভিভিআইপিদের কনভয়ে গাড়ির সংখ্যা অন্তত ৫০ শতাংশ কমাতে হবে। মঙ্গলবার থেকেই

ওই নির্দেশিকা কার্যকর হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘোষণা মতো, পেট্রোল-ডিজেলের ব্যবহার কমাতে ও অন্যান্য স্তরে সাশ্রয় করার লক্ষে যতটা সম্ভব ওয়ার্ক ফ্রম হোম করার নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, সপ্তাহে অন্তত একদিন মন্ত্রী, বিধায়ক এবং সাংসদদের 'নো ভেহিকল ডে' পালন করতে হবে। ওইদিন কোনও ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার না করে বাসে-ট্রেনে যাতায়াত করতে হবে। যোগী সরকারের মূল উদ্দেশ্য সচেতনতা বৃদ্ধি হলেও একই সঙ্গে জ্বালানি সঞ্চয় করা যাবে বলেও দাবি করছেন প্রশাসনের কর্তারা। নরেন্দ্র মোদীর এই মিতব্যয়ী হওয়ার বার্তা কার্যকর করতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মাঠে নেমে পড়েছে বিজেপি। একাধিক বিজেপি নেতা মন্ত্রী কনভয় থেকে গাড়ি কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে যোগী সরকারের নো ভেহিকল ডে পালন করাটা বেশ অভিনব ও চমকপ্রদ।

প্রয়াত মুলায়মের কনিষ্ঠ পুত্র

লখনউ, ১৩ মে: সমাজবাদী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মুলায়ম সিং যাদবের কনিষ্ঠ পুত্র প্রতীক যাদবের মৃত্যু ঘিরে ধোঁয়াশা। বুধবার ভোর ৬টায় অচৈতন্য অবস্থায় লখনউয়ের সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। জানা গিয়েছে, তাঁর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদবের সৎ ভাই প্রতীক বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন বলে এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি।

ভর্তি হয়েছিলেন হাসপাতালেও। তাঁকে দেখতেও যান অখিলেশ। তবে পরে শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলে বাড়ি ফিরে আসেন প্রতীক। কিন্তু বুধবারের সকালে প্রয়াত হন তিনি। ঠিক কী কারণে তিনি মারা গেলেন তা এখনও স্পষ্ট নয়।

স্বাভাবিক ভাবেই ঘনাচ্ছে রহস্য। দেশের অন্যতম উজ্জ্বল রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য হলেও রাজনীতি থেকে দূরেই থেকেছেন মুলায়মের দ্বিতীয় পত্নী সাধনা গুপ্তের পুত্র প্রতীক।

ব্রিটেনের লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। পরবর্তী সময়ে রিয়েল এস্টেটের ব্যবসার পাশাপাশি ফিটনেস বিজনেসেও যুক্ত হন। 'দ্য ফিটনেস প্ল্যানেট' নামের এক জিমের মালিক ছিলেন তিনি।

ময়দান

লাল-হলুদ পতাকায় টুটু বোসকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের

সদ্য রাজ্যের অভিভাবক হয়েছেন। মোহনবাগান হারিয়েছে তাদের অভিভাবককে। মোহনবাগান অন্ত প্রাণ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভা সেরেই ক্লাবে এসেছিলেন টুটু বসুকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে।উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সভাপতি দেবাশিষ দত্ত ।

ঋতিকা চক্রবর্তী: লড়াইটা কেবল ৯০ মিনিটের, ডার্বি কেবল ওই সবুজ ঘাসের মাঠেই হবে। মাঠের বাইরে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং একে অপরের পরিপূরক। একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধ থাকবে। বুধবার প্রয়াত মোহনবাগান ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি স্বপনসাধন বোসকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যেন এই বার্তাই দিল ইস্টবেঙ্গল। মঙ্গলবার ১৩ মে গভীর রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন টুটু বোস। তাঁর প্রয়াণে গোটা ময়দান জুড়ে শোকের ছায়া। বুধবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ মোহনবাগান ক্লাবে টুটু বসুর অপার্থিব দেহ শায়িত রাখা হয়। শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে তারকদের ভিড়। মোহনবাগান ক্লাব তাঁবুতে এসেছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শীর্ষ কর্তা দেবব্রত সরকার। পুষ্পস্তবক ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের লাল-হলুদ পতাকা দিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন তিনি। মৃত্যুর পর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লাল-হলুদ পতাকায় শায়িত টুটু বোস। পাশাপাশি এদিন ইমামি ইস্টবেঙ্গল এফসির সোশ্যাল মিডিয়ায় পেজ থেকেও টুটু বোসকে সম্মান জানানো হয়। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পোস্টে লেখা, 'প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমাদের পরিচয়, কিন্তু আমাদের সম্পর্ক সেগুলোকে অতিক্রম করে যায়। বছরের পর বছর ধরে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, প্রশংসা এবং ময়দানের মজাদার খ ুনসুটি আমাদের একত্রিত করেছিল। শান্তিতে থাকুন, টুটু দা। আপনাকে ছাড়া কলকাতা ময়দান আর আগের মতো থাকবে না।' শ্রদ্ধা জানিয়ে ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বলেন, 'টুটু বাবু নিজেই একজন অবিস্মরণীয় চরিত্র। ওঁর প্রয়াণে এই ক্লাবের যে অনেক বড় ক্ষতি হল, তা সন্দেহাতীত। ক্ষতি হল কলকাতা ময়দানেরও। আমি চাইব, এমন চরিত্র আগামীদিনে কলকাতা ময়দানে আরও আসুক। এটাই আমার একমাত্র কাম্য। ওঁর বিদেহী আত্মা শান্তিতে থাকুক। যে কোনও মানুষের চলে যাওয়াটাই যথেষ্ট ক্ষতিকর এবং দুঃখজনক।' তিনি আরও বলেন, 'টুটু বাবু এমন একজন চরিত্র ছিলেন, যাঁকে বোঝা খুব মুশকিল ছিল।: উনি কোন সময় যে পজিটিভ থাকবেন, আর কোন সময় নেগেটিভ, তা সহজে আঁচ করা যেত না। ওঁর ভিতরে অনেক শব্দ উচ্চারণ হত, কিন্তু হৃদয়টা আলাদা কথা বলত। সর্বোপরি, ওঁর একটা বিশাল বড় মন ছিল।'

বছরের পর বছর ধরে কাজ করে চলেছেন সাদার্ন সমিতির অন্যতম কর্ণধার সৌরভ পাল। ময়দানের একটা প্রতিবাদী চরিত্র। খেলা নিয়ে রাজনীতি করেন না। তৃণমূলের আমলেও বাংলার খেলা নিয়ে সরব হয়েছিলেন তিনি। ময়দানের স্তম্ভ টুটু বসুর প্রয়াণে তিনিও শোকস্তব্ধ। প্রয়াত টুটু বসুকে শেষ শ্রদ্ধা জানালেন সৌরভ।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (ভারত সরকারের অধীনস্থ)
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
টেন্ডার নোটিশ
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রীয় ব্যাঙ্ক হাজরা রোড শাখার জন্য **"ফানিশিং অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়ার্ক"** এর জন্য প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারদের কাছ থেকে ২ ডাক ব্যবস্থায় (টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল ডাক) অধীনে সিল করা টেন্ডার আহ্বান করছে। আবেদনের শেষ তারিখ **২২.০৫.২০২৬**।
নিম্নোক্ত ঠিকানা থেকে **১৪ মে ২০২৬ থেকে ২২ মে ২০২৬** পর্যন্ত টেন্ডার ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ **২২ মে ২০২৬**।
সিনিয়র ম্যানেজার, প্রেমিসেস ডিপার্টমেন্ট
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
৪র্থতল, ১৪ ইন্ডিয়ান এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা- ৭০০০০১
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল প্রস্তাব বাতিলের অধিকার রাখে।
তারিখ : ১৪.০৫.২০২৬ জোনাল ম্যানেজার/ডিজিএম

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/2119/ 25-26/2nd Call Dated 12.05.2026	Road Restoration work at A) Balia Main Road to E.M.Bypass & Model Town 4 Sight Complex B) Balia Balak Sangha to Border of ward no 28 C)Nafar Chandra Naskar road to Shambhu Mondal house D)Maity doctor by lane in Ward no.01 under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs.13,99,044.00

Bid Submission end date: **29.05.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/11/26-27 Dated 13.05.2026	External Beautification work of Atul Krishna Roy Vidyayatan for Girls at Ward No_12 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.12,09,266.21/-

Bid Submission end date: **27.05.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে
অনলাইন অবাধ ই- টেন্ডার নোটিশ
ডে. সিএমই/প্লান্ট -চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, এন ই রেলওয়ে মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরক্ষপুর এর পক্ষে ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইনে ই- অবাধ টেন্ডার আহ্বান করছেন -
ক্রম নং ১, ই-টেন্ডার নোটিশ নং এবং কাজের নাম : টেন্ডার নং '০৪- জিকেপি-এমডব্লুএস- ২০২৬-২৭" "একক সময়ে মেরামতি এবং বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ ৬০ টি ফায়ার হাইড্রান্ট পয়েন্ট এর ২ বছরের জন্য, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরক্ষপুরে "। **আনুমানিক ব্যয় :** ৮,৯৯,৪৫৫.০০ টাকা, **বায়না জমা :** ১৮,০০০.০০ টাকা, **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ :** ১১ টা পর্যন্ত তারিখ ০৪.০৬.২০২৬, **টেন্ডার ফর্ম মূল্য :** নেই, **চুক্তির মেয়াদ :** ২৪ মাস।
ভারতীয় রেলওয়ে ওয়েবসাইট **"http://www.ireps.gov.in".** থেকে টেন্ডারে বিস্তারিত পাওয়া যাবে।
ডে. সিএমই/প্লান্ট, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ,
CPRO/Mech.-22 এন ই রেলওয়ে, গোরক্ষপুর
ট্রেনে বিড়ি/সিগারেট ধূমপান করবেন না

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নংঃ এলআরডব্লু-৪-ভিবি-পেন্টিং-২০২৬, তারিখঃ ১১.০৫.২০২৬, ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (এলএইচবি), সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া- [illegible]
MISC-39/2026-27
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ সিনিয়র ডিইএন/৪/হাওড়া। **ক্রমিক নং. ঃ ১, ই-টেন্ডার নং ঃ ২৬_২০২৬-২৭ সিনিয়র** [illegible]
HWH-64/2026-27
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
NIQ Reference No: WBPW(R)D/EE/SMD/NIQ-05/2026-27 Dt. 12.05.2026
e-Tender Id: 2026_WBPWD_5013970_1
Supply of 02 Nos. Laskar and 01 Deck Tindal for operation of mechanically propelled vessel in inland waterways in West Bengal. Bid submission start date (online) 15.05.2026 from 11.00 A.M. Bid submission closing date (online) 22.05.2026 upto 11.00 A.M. Corrigendum if any will be published in e-tender portal only. Details of N.I.Q. and Tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Southern Mechanical Division, P.W. (Roads) Directorate ICA- T7674(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
NIT NO: 04 of 2026-2027 OF EXECUTIVE ENGINEER, HOOGHLY DIVISION, P.W.D. Tender reference No: WBPWD/EE/HOOGHLY DIVISION/NIT_04/2026-27, Tender ID No: 2026_WBPWD_ 5013926_1. Bid submission start date (online): 15.05.2026, at 2.30 p.m. Bid Submission Closing Date (online): 30.05.2026 upto 11.00 a.m. Details may be downloaded from : http://etender.wb.nic.in or may be seen from the office of the u/s in working hours or from the Departmental website http://pwdwb.in Corrigendum, if any will be published in website only. Sd/- Executive Engineer, P.W.D., Hooghly Division ICA- T7651(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Kolkata South Sub Division-II, Housing Directorate, is Notice Inviting Tender for 02 (two) no. works on and behalf of Governor of West Bengal, Ref: e-NIT-01 of 2026-2027 of A.E./KSSD-II. Bid Submission Start Date on 13.05.2026, after 4:00 pm. & Tender ID: 2026_HSD_1024068_ 1_2 for Details please contact to the Office of the A.E/KSSD-II, H.D. at 21, Baburam Ghosh Road, Kolkata 700040, in any working day. Sd/-Asst.Engr.,K.S.S.D-II, H.D. ICA- T7691(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
HOUSING TENDER NOTICE
Executive Engineer, Medinipur Division, Housing Directorate invites online e-tender for the Ref. eNIQ No. 03 (2nd Call) of 2025-26 of E.E. MED. DIVN. HD. Estimated Amount- NIL. Tender ID: 2026_HSD_1023970_1. Bid submission Start & Closing Date (Online): 14/05/2026 & 28/05/2026. Corrigendum if any will be published in website only. Sd/- Executive Engineer, Medinipur Division, Housing Directorate. ICA- T7615(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE-II/KNHED/PW Dte. invite online e-tender for the work "**Annual Comprehensive Maintenance work for on Line UPS installed at different areas of RCC Building Medical College & Hospital, Kolkata.**" e-NIQ No.:- **WBPWD/EE-II/KNHED/NIQ-85/2nd Call/2025-26.** Tender Id: **2026_WBPWD_5013980_1**. Bid Submission Start Date (online): 19/05/2026,1.00 PM. Bid Submission Closing Date (online) : 25/05/2026 up to 1.00 PM. Corrigendum if any will be Published in website only. Details of NIT and Tender Documents may be download from http://wbtenders.gov.in Sd/- U. Bala/EE-II/KNHED/PW Dte/Govt. of WB. ICA- T7679(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
e-Tender of NIT No. 01 of 2026-27 by the of A.E./Kakdwip Highway Sub-Division, Subhas Nagar, Kakdwip-743347 invites online percentage rate e-tender whose ID No. 2026_WBPWD_5013940_1, 2026_WBPWD_5013940_2, 2026_WBPWD_5013940_3. The details can be obtained from the website https://wbtenders.gov.in & office notice board. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website previously mentioned. Documents download end date (online) & Bid submission end date (online) will be 25.05.2026 upto 09.00 Hrs. Sd/- A.E., Kakdwip Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate, Govt. of W.B. ICA- T7659(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Irrigation & Waterways Directorate
ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER
(WBIW/EE/e-NIT-02/EE/M.D.D-II of 2026-27)
Electronic submission of Bid is invited by the Executive Engineer, Metropolitan Drainage Division No.-II, Jalasampad Bhawan, 7th floor, Salt Lake City, Kolkata-91, I. & W. Dte. on behalf of the Govt. of West Bengal from eligible and resourceful contractors having sufficient credential of execution of similar nature of works at least 25% SL No 1 of Amount put to Tender for WBIW/EE/e-NIT-02/EE/M.D.D.-II of 2026-27 (2nd Call). Details of WBIW/EE/e-NIT-02/EE/M.D.D.-II of 2026-2027 (2nd Call) may be seen from **www.wbiwd.gov.in** or **https://wbtenders.gov.in** at Office Notice Board on and from 14.05.2026 at 10.30 hours. The date of download start date on and from 14.05.2026 at 14:00 Hrs. and the last date of Bid submission on 20.05.2026 at 11:30 Hrs. Sd/- EE/MDD-II, I & W Dte., Govt. of West Bengal. ICA- T7613(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/PWD/KSD, invites e-Tender for 1. Rectification of Road stretche from Chainage 32.140 km to 33.000 km (In Stretches) of Berhampore-Kandi-Sultanpur Road(SH-11) of Kandi sub Division under Berhampore Division No.-I, P.W.D. during 2026-2027. eNIT No. WBPWD/AE/KSD/PWD/eNIT-01/2026-2027. Tender ID: 2026_WBPWD_5013927_1. Bid submission start date (online) : 14.05.2026 from 10.00 Hours. Bid Submission closing date (online) : 20.05.2026 at 10.00 Hours. Corrigendum if any will be published in website only. Details of e-NIT and Tender documents may be downloaded from **https://tenders.wb.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, P.W.D, Kandi Sub-Division. ICA- T7686(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE
Executive Engineer, PWD, Kolkata South Division invites e-Tender vide-NIT No. EE/KSD/NIT-01E/2026-27 for the works:- "**(i)** Jadavpur Police Housing Estate----IPS Quarter No A-3 (1st floor)---Repair works due to change of occupation. Estimated amount Rs. 7,31,900.00, Tender ID : 2026_WBPWD_5013930_1. **(ii)** Jadavpur Police Housing Estate---- IPS Quarter No A-2 (Gr. Floor)-----Repair & renovation works. Estimated amount Rs. 9,26,672.00, Tender ID: 2026_WBPWD_5013930_2. Date of uploading of N.I.T. Documents (Online) (Publishing Date) (online) 13.05.2026 from 03:00 PM. Technical & financial bid proposal Submission end date (Online) 22.05.2026 at 1:00 PM. Details of e-NIT and other documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Corrigendum, if any will be published in the said departmental website only. Sd/- Executive Engineer, P.W.D., Kolkata South Division ICA- T7661(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
N.I.T-22 of 2025-26 (2nd call)
The C.M.O.H., Purba Bardhaman invites Tender vide NIT NO-22 of 2025-26 (2nd call) vide Tender ID- 2026_HFW_1023864_1 for "Hiring Vehicle for NUHM Section at CMOH Office, Purba Bardhaman." Last Date of Dropping of Tender is 20/05/2026, 12:00 Noon. Detail information may be obtained from the website: wbhealth.gov.in, purbabardhaman.nic.in or Office of the undersigned. Sd/- C.M.O.H & Secretary DH&FWS, Purba Bardhaman. ICA-T7616(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, P.W.Dte., Kolkata Electrical Division invites e-tender for the work of "SITC of Air conditioners Machines at 2nd floor Block-IV of Pension Branch, Finance Department at Writers Buildings, under Writers' Buildings Electrical Sub-Division, PWD." Vide e-tender no. WBPWD/EEKED/eNIT-08/26-27. Tender Id : 2026_WBPWD_5013977_1. Bid submission end date is 25.05.2026 upto 01.00 P.M. Details of Tender documents incl. Corrigendum, if any will be available at website: **http://wbtenders.gov.in** Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte., Kolkata Electrical Division. ICA- T7688(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Buildings Electrical Sub Division, invites e-tender for the work of "Electrical installation works for proposed chief Engineer IT office at 1st floor, Block-III of Writers' Buildings." Vide e-tender no. WBPWD/AE/WBESD/eNIQ-35 of 25-26 (2nd Call). Tender id: 2026_WBPWD_5013947_1. Bid submission end date is 25.05.2026 upto 12.00 P.M. Detail information / download / upload will be available from the website: http://etender.wb.nic.in, http://tenders.wb.gov.in & http://pwdwb.in Sd/- Assistant Engineer (PWD), Writers' Buildings Electrical Sub-Division ICA- T7665(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
E-tender is invited by the Commissioner of Police Kolkata for 1) "3rd Call for Repairing/ restoration of Vintage Car bearing Registration No. WB VAB 2290 (DODGE KINGSWAY) of Kolkata Police." The last date for submission of the e-tender is **22/05/2026 up to 12.00 hour** The NIT Document and other details will be available in the website: www.wbtenders. gov.in.
Sd/- for Commissioner of Police, Kolkata.
ICA- T7622(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-NIQ No.- 02 of 2026-27
(2026_WBPWD_5013969_1/2)
E.E., NH Division-V,P.W.(Roads) Directorate invites online tender for the work of "Supplying of 3(Three) Nos. & 8(Eight) Nos. Security Personnel (Security Guard without Arms) per day for Zone-A & Zone-B on purely temporary basis for guarding NH Division-V office & at different Govt. Stack yard, offices etc. under the jurisdiction of E.E, N.H. Division-V, P.W. (Roads) Dte. in the district of North 24 Paraganas during the year 2026-2027)." Bid submission start date: 19.05.2026 at 10:00 hrs. Bid submission closing date: 02.06.2026 at 14:30 hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ and Tender documents may be downloaded from: **https://wbtenders.gov.in** Sd/- EE/NHD-V/PW(R)Dte. ICA- T7689(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting E-Tender
Executive Engineer, P.W.Dte., Kolkata North Health Division, online E-tender are follow / follows. NIT NO. **Instead of** WBPWD/EE/KNHD/NIT-02eM/26-27, **Read as** WBPWD/EE/KNHD/NIT-01e/26-27, ID: 2026_WBPWD_1019009_1. Last Date: 30-05-2026 at 03.00 P.M. Place- R.G. Kar Medical College and Hospital. Detail information will be obtained from the website http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte., Kolkata North Health Division ICA-T7669(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Tender Ref No.: WBPWD/AE/KNESD-II/ eNIT 01/26-27 Tender ID: 2026_WBPWD_5013921_1. Online Tender is hereby invited by the Assistant Engineer, PWDte. Kolkata North Electrical Sub Division-II, P-5, CIT Road, 2nd Floor, Moulali, Kolkata-14, from the eligible contractors for the following works: Name of Work: Annual maintenance of EI of WBUA and FS at K.B. Sarani, Kolkata-700037, Belgachia, Kolkata, including Hostel and Quarters-Annual comprehensive Maintenance of Split, window, Tower, Cassate type A.C. Machines. Bid submission start: 20.05.26 at 03.00 PM. Bid Submission end: 03.06.26 at 03.00 PM. Bid opening Date: 05.06.26 after 03.05 PM. Details of eNIT, BOQ & tender document may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Corrigendum, if any, will be published in Website only. Sd/- S.Das. Assistant Engineer, PWDte. Kolkata North Electrical Sub-Division II. ICA- T7649(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন:০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

ভারতীয় ফুটবলে দুর্দিন অব্যাহত, বেতন সমস্যায় জর্জরিত মহামেডান, ইন্টার কাশী

ভাবনায় মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্টও

বিশেষ প্রতিবেদন: বহু কাঠখড় পুড়িয়ে এই বছর বল মাঠে গড়িয়েছে ভারতীয় ফুটবলে। কোর্ট, বৈঠক পেরিয়ে শুরু হয়েছে আইএসএল। তবে সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাটেই লিগ করার সময় পাওয়া গিয়েছিল। এআইএফএফ তাই কোনওরকমে লিগ আয়োজন করেছে। সংক্ষিপ্ত এই লিগে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে একাধিক আইএসএলের দল। পাশাপাশি হারিয়েছে আইএসএলের মতো বড় লিগের জৌলুশও।

এতকিছুর পরও হুঁশ ফেরেনি ফেডারেশনের। এখনও পর্যন্ত ডামাডোল চলছে পরের বছরের লিগের পরিকল্পনা নিয়ে। এই মরশুমে কোনওভাবে মাঠে বল গড়ালেও, আগামী মরশুমে কী হতে চলেছে আইএসএলের চিত্রটা? তা এখনও স্পষ্ট নয় ক্লাবগুলির কাছে। কে হবে আইএসএলের ব্রডকাস্টিং পার্টনার, সেইসবও এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ফলে ওড়িশা, মহামেডান, ইন্টার কাশীর মতো ক্লাবগুলি সমস্যায় তো রয়েছে বটেই, এমনকি ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানের মতো বড় বাজেটের ম্যানেজমেন্টও ফুটবলারদের সই করানো নিয়ে ভাবনায় রয়েছে।

আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের চিত্রটা ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের কাছে অজানা নয়। ৫ মে মঙ্গলবার অনেক নাটকীয়তা পেরিয়ে অনুশীলনে নামল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবলাররা। বেতন বকেয়া থাকায় গত ১ মে অনুশীলন বয়কট করেছিলেন হীরা-অ্যাডিসনরা। স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচের পর মঙ্গলবারই প্রথম অনুশীলনে নামে সাদা-কালো ব্রিগেড। সোমবার থেকেই কিছু কিছু করে বেতন পেতে শুরু করেছিলেন ফুটবলাররা। মঙ্গলবার থেকে অনুশীলনে নামার কথা থাকলেও সেখানেও বেঁকে বসেন কয়েকজন ফুটবলার। বিকেল চারটে থেকে ক্লাবের ভিতরে চলে রুদ্ধদ্বার বৈঠক। ছিলেন ফুটবলার, কোচিং স্টাফ এবং ক্লাবকর্তা বেলাল আহমেদ খান। আলাদা করে বৈঠক করেন ফুটবলাররাও। ক্লাব সূত্রের খবর, প্রায় ১২-১৩ জন ফুটবলারের মে মাস পর্যন্ত বেতন মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। পদম ছেত্রী, গৌরব বোরা, জসিম, মাকান ছোটের মতো বেশ কয়েকজন ফুটবলারদের এখনও এপ্রিল মাস থেকে বেতন বকেয়া রয়েছে। ফলে তারাই বেঁকে বসেন অনুশীলনে নামবেন না। এমনকি সঙ্গে করে জার্সি, কিটও আনেননি তারা। সূত্রের খবর, গৌরব, পদমরা অনুশীলনে না নামলে ক্লাবের পক্ষ থেকে কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়ার হত। ক্লাব তাদের শোকজ করতে পারে বলে জানা যায়। এরপরই ফুটবলাররা হোটেল থেকে জার্সি ও কিট নিয়ে এসে মাঠে নামেন। এই মরশুমের বেতন নিয়ে তো সমস্যা রয়েছেই, পাশাপাশি আগের ইনভেস্টর শ্রাচী স্পোর্টস থাকাকালীন বকেয়া বেতনও মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। এদিকে অস্বাভাবিক ও সংক্ষিপ্ত মরশুমে অবনমন চালু করা অন্যায় এবং খেলাধুলার ন্যায্যতার বিরুদ্ধে বলে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে চিঠি পাঠিয়েছে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। এই চিঠিতে ৭ দিনের মধ্যে অবনমন স্থগিত এবং জরুরি এক্সিকিউটিভ কমিটির বৈঠক ডাকার দাবি জানানো হয়েছে বলে ক্লাব সূত্রের খবর। যদি এআইএফএফ কোনও পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে মহামেডান আইনি পদক্ষেপ নেবে বলে জানিয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

মহামেডান ছাড়াও বেতন সমস্যায় জর্জরিত আইএসএলের আরও এক ক্লাব। পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে এসে ক্লাবের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন ইন্টার কাশী কোচ অ্যান্তোনিও লোপেজ হাবাস। স্পষ্ট জানান, বেতন সহ অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সমস্যায় ভুগছে ইন্টার কাশী।

এই মরশুমের শুরু থেকেই ওড়িশা এফসি সমস্যায় ভুগছিল। আগামী মরশুমে তারা দল রাখতে পারবে কিনা সেই নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। এমনকি মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট ও ইমামি ইস্টবেঙ্গলের মতো ম্যানেজমেন্টও ধন্দে রয়েছে। এই মরশুম শেষের আগে কোনও ফুটবলারকেই অগ্রিম চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করাচ্ছে না বাংলার দুই প্রধান।

‘বর্ষার ছাতা’, ‘অসময়ের ভরসা’ টুটু বসুকে হারাল মোহনবাগান

বিশেষ প্রতিবেদন: জীবনের অনেক ডার্বি, অনেক যুদ্ধ, দলবদলের ময়দানে অনেক লড়াই তিনি হাসিমুখেই লড়েছেন। তবে জীবনযুদ্ধে পরাজিত হলেন। মঙ্গলবার রাতে অভিভাবকহীন কলকাতা ময়দান। প্রয়াত প্রাক্তন মোহনবাগান সভাপতি স্বপ্নসাধন বোস ওরফে টুটু বোস। গঙ্গারপাড়ের ক্লাব তাঁবুতে একরাশ শূন্যতা। অনেক ভালোবাসার সঙ্গে আগলে রেখেছিলেন প্রিয় মোহনবাগান ক্লাবকে। তাঁর প্রয়াণে এক যুগের অবসান। ভারতীয় ফুটবলের অপূরণীয় ক্ষতি। কেবল কর্মকর্তা বলে টুটু বোসকে অভিহিত করলে নেহাতই অন্যায় হবে। ময়দানের অন্যতম বর্ণময়, দাপুটে চরিত্র। যাঁর প্রতি মাথা নত করে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল সমর্থকেরাও।

সোমবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হন বর্ষীয়ান এই ক্রীড়া প্রশাসক। অবস্থা গুরুতর হওয়ায় দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। পরিস্থিতি সঙ্কটজনক থাকায় ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল তাঁকে। সেই রাত থেকে জ্ঞান ফিরছিল না। অবশেষে মঙ্গলবার না ফেরার দেশে পাড়ি দিলেন তিনি। যেখানে হয়তো আবার শিবদাস ভাদুড়ি, গোষ্ঠ পাল, চুনী গোস্বামীদের সঙ্গে ফুটবল আড্ডা দেবেন তিনি।

আইএসএলের কলকাতা ডার্বির আগেই তাঁর প্রয়াণে হতাশ সবুজ-মেরুন সমর্থকরাও। হবে নাই বা কেন? মোহনবাগান ক্লাব এবং টুটু বসু;নাম দুটি যেন একে অপরের সমার্থক। ‘বর্ষার ছাতা’ -এর মতো ক্লাবের খারাপ সময়ে পাশে দাঁড়াতেন তিনি। ক্লাব যখনই কোনও চরম আর্থিক বা প্রশাসনিক সঙ্কটের মুখে পড়েছে, টুটু বসু ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্লাবের প্রতি তাঁর আবেগ চিরন্তন। স্ত্রীর গয়না বিক্রি করে যিনি ক্লাবের অসময়ে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই অভিভাবককে মোহন জনতা এত সহজে মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে না।

ফুটবলকে আধুনিকীকরণের পথে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর সাহসিকতা ছিল প্রশংসনীয়। একটা সময় যখন মোহনবাগানে বিদেশি ফুটবলার খেলানোর কথা কেউ ভাবতেই পারত না, তখন চিমা ওকেরির মতো শক্তিশালী তারকাকে সই করিয়ে তিনি ময়দানকে চমকে দিয়েছিলেন। আবার সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, প্রবল আবেগ আর কঠিন বাস্তবতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে ক্লাবকে আধুনিক কর্পোরেট যুগে প্রবেশ করানোর নেপথ্যেও ছিল তাঁর দূরদর্শিতা।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী খোঁজ নিয়েছিলেন টুটুবাবুর। তিনি বোস পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। মঙ্গলবারই মোহনবাগান রত্ন টুটু বোসকে দেখতে হাসপাতালে যান এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে ও সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন টুটু বোস। বিশেষ দিনগুলিতে মোহনবাগান ক্লাব তাঁবুতে হুইলচেয়ারে করে আসতেন। বয়সজনিত কারণে ফুটবল প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত নেই তিনি। তবে রয়ে গিয়েছেন মোহনবাগান সমর্থকদের হৃদয়ে। তিনি*ছিলেন এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি শুধুমাত্র পদ বা ক্ষমতার মাধ্যমে নয়, নিজের কাজের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং মানবিক আচরণের মধ্যে দিয়েই মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন।

১৯৯১ সাল থেকে প্রায় তিন দশক মোহনবাগানের সময়ে-অসময়ে পাশে ছিলেন তিনি।

ময়দানের প্রশাসক ছাড়াও রাজনীতি, ব্যবসা কিংবা সমাজসেবার ক্ষেত্রে তাঁর অপার পরিচিতি ছিল। তবে ময়দানের ওই ঘাসের সঙ্গে ছিল টুটু বোসের আত্মার টান। ময়দানের এই শূন্যস্থান সহজে পূরণ হওয়ার নয়। টুটু বসু শারীরিকভাবে না থাকলেও থেকে যাবেন মোহনবাগানীদের হৃদয়ে। চিরকাল থেকে যাবে সবুজ-মেরুন গ্যালারিতে।

যে কণ্ঠস্বর ম্যাচকে অমর করে!

ক্রিকেট ধারাভাষ্যের অজানা জাদুর গল্প!

বিট্টু দত্ত

‘Dhoni finishes off in styleæ’

মাত্র কয়েকটি শব্দ। কিন্তু আজও কোটি ক্রিকেটপ্রেমীর শরীরে শিহরণ জাগায়। দুই হাজার এগারো সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে যখন ভারতের জয়ের মুহূর্ত এল, তখন ব্যাট হাতে ছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। কিন্তু সেই দৃশ্যকে অমর করে দিয়েছিলেন ধারাভাষ্যকার রবি শাস্ত্রী। তাঁর কণ্ঠস্বর ছাড়া হয়তো সেই ছক্কা এতটা জীবন্ত হয়ে থাকত না মানুষের মনে।

ক্রিকেট শুধু ব্যাট-বলের খেলা নয়। এটি আবেগের গল্প, অপেক্ষার গল্প, উত্তেজনার গল্প। আর সেই গল্পকে দর্শকের হৃদয়ে পৌঁছে দেন ধারাভাষ্যকাররা। অনেক সময় মাঠের দৃশ্যের থেকেও বেশি মনে থেকে যায় একটি কণ্ঠস্বর, একটি সংলাপ, একটি আবেগঘন মুহূর্ত।

কলকাতার বেলঘরিয়ার বাসিন্দা সৌরভ মিত্র আজও দুই হাজার এক সালের ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজের কথা বলতে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তাঁর বয়স তখন মাত্র বারো। ইডেন গার্ডেন্সে বসে খেলা দেখার সুযোগ হয়নি। কিন্তু পুরনো টেলিভিশনের সামনে বসে তিনি শুনেছিলেন ধারাভাষ্যকার টনি গ্রেগের উচ্ছ্বাস, যখন ভি ভি এস লক্ষ্মণ একের পর এক বাউন্ডারি মারছিলেন। সৌরভের কথায়, তআমি আজও সেই ম্যাচের প্রতিটি বল মনে করতে পারি না, কিন্তু সেই গলার আওয়াজ এখনও কানে বাজে।দ এটাই ধারাভাষ্যের শক্তি। ক্রিকেট মাঠের ঘটনাকে শব্দের মাধ্যমে মানুষের অনুভূতিতে পৌঁছে দেওয়া। রেডিওর যুগে এই গুরুত্ব ছিল আরও বেশি। তখন মানুষ খেলা দেখত না, শুনত। গ্রামের চায়ের দোকান থেকে শহরের ট্রাম; সর্বত্র ছোট্ট রেডিও ঘিরে ভিড় জমত। ধারাভাষ্যকারের কণ্ঠই তখন হয়ে উঠত মাঠের ছবি।বর্ধমানের অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষক অরুণ মুখোপাধ্যায় আজও মনে করতে পারেন, কীভাবে তিনি বাবার সঙ্গে বসে রেডিওতে শুনতেন ভারতের ম্যাচ। তাঁর কথায়, ‘ধারাভাষ্যকার এমনভাবে বলতেন যে মনে হত আমি মাঠেই বসে আছি। ব্যাটে বল লাগার শব্দ, দর্শকদের চিৎকার; সব যেন চোখের সামনে ভেসে উঠত।’

ভারতীয় ক্রিকেটে ধারাভাষ্যের ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ। অজয় বসু, সুশীল দোশি, হর্ষ ভোগলে কিংবা রবি শাস্ত্রীর মতো কণ্ঠস্বর প্রজন্মের পর প্রজন্মকে ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত রেখেছে। কেউ তথ্য দিয়ে মুগ্ধ করেছেন, কেউ আবেগ দিয়ে, কেউ আবার নিখুঁত নাটকীয়তায়। দুই হাজার উনিশ সালের একদিন। বিশ্বকাপের ফাইনালে মুখোমুখি ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড। ম্যাচ গড়াল সুপার ওভারে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারছিল না কে জিতবে। সেই সময় ধারাভাষ্যকারদের গলায় উত্তেজনা যেন দর্শকদের হৃদস্পন্দনের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। খেলা শেষ হওয়ার পর বহু দর্শক বলেছিলেন, সেই ম্যাচের ভয়ঙ্কর চাপ তাঁরা টের পেয়েছিলেন মূলত ধারাভাষ্যের কারণেই।

আসলে ধারাভাষ্যকাররা শুধু খেলার বিবরণ দেন না। তাঁরা গল্প বলেন। একজন ব্যাটসম্যানের সংগ্রাম, একজন বোলারের প্রত্যাবর্তন, কিংবা কোনও তরুণ ক্রিকেটারের স্বপ্ন; সবকিছুকে আবেগের মোড়কে তুলে ধরেন তাঁরা। যেমন, শচীন তেন্ডুলকর যখন শেষবার মাঠে নামেন, তখন গোটা দেশ আবেগে ভাসছিল। সেই ম্যাচে ধারাভাষ্যকারদের কণ্ঠেও ছিল অন্যরকম ভারী অনুভূতি।

তাঁদের কথার মধ্যে ছিল শ্রদ্ধা, nostalgia আর বিদায়ের কষ্ট। ফলে দর্শকদের চোখেও জল এসে গিয়েছিল। শুধু আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নয়, বাংলার ঘরোয়া ক্রিকেটেও ধারাভাষ্যের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। ইডেন গার্ডেন্সে বসে বাংলা ভাষায় ধারাভাষ্য শুনতে এখনও ভালোবাসেন বহু দর্শক। তাঁদের মতে, মাতৃভাষায় খেলার আবেগ অন্যরকমভাবে হৃদয়ে পৌঁছে যায়।

কলকাতার কলেজপড়ুয়া অনির্বাণ দাস বলেন, ‘বাংলা ধারাভাষ্য শুনলে মনে হয় নিজের মানুষ খেলার গল্প বলছে। ফলে ম্যাচের সঙ্গে আরও বেশি জড়িয়ে পড়ি।’

বর্তমানে প্রযুক্তির যুগে ক্রিকেট দেখার ধরন বদলেছে। মোবাইল ফোনে এক ক্লিকে ম্যাচ দেখা যায়। পরিসংখ্যানও হাতের মুঠোয়। কিন্তু এখনও একটি ভালো ধারাভাষ্য ম্যাচের গুরুত্ব কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া বহু মুহূর্ত আসলে জনপ্রিয় হয়েছে ধারাভাষ্যকারের সংলাপের জন্যই। তবে এই পেশা সহজ নয়। একজন ধারাভাষ্যকারকে একই সঙ্গে খেলার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, ভাষার সৌন্দর্য এবং আবেগের ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়। কখন চুপ থাকতে হবে, কখন উত্তেজনা বাড়াতে হবে; সেটাও জানা জরুরি। কারণ কখনও কখনও নীরবতাও সবচেয়ে শক্তিশালী ধারাভাষ্য হয়ে ওঠে। ক্রিকেটের ইতিহাসে অসংখ্য স্মরণীয় মুহূর্ত রয়েছে। কিন্তু সেই মুহূর্তগুলিকে মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী জায়গা করে দিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছেন ধারাভাষ্যকাররা। তাঁদের কণ্ঠস্বরই সাধারণ একটি ম্যাচকে মহাকাব্যে পরিণত করেছে। হয়তো কয়েক বছর পরে মানুষ স্কোর ভুলে যাবে, পরিসংখ্যান ভুলে যাবে। কিন্তু কোনও এক রাতে টেলিভিশনের সামনে বসে শোনা সেই কণ্ঠস্বর; তশেষ বল, দরকার চার রানদ; আজীবন থেকে যাবে স্মৃতির ভাঁজে।